# বাঙ্গলা গীতা ও অনুগীতা

শ্রীবিপিনবিহারী মণ্ডল।

ভারত-বান্ধব লাইব্রেরী।
১৩।১ নং রামচাঁদ নন্দী লেন, দর্জ্জিপাড়া,
কলিকাতা।

 [এক টাকা।

প্রকাশক—

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত।

১৩।১ নং রামচাঁদ নন্দী লেন,

কলিকাতা।


মুদ্রাকর—

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

ইউনিভার্সেল প্রিন্টিং ওয়ার্কস,

৭৩ নং দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

# উৎসর্গ।

---

সর্ব্বগুণের আধার, সকলের প্রিয়,

বাল্য-সুহৃদ্‌

৺বিপিনমাধব চট্টোপাধ্যায়ের

স্মরণার্থ

এই পুস্তক উৎসর্গ করিলাম।

# ভূমিকা।

গীতা হিন্দুর সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম-পুস্তকের অন্যতম। সমুদয় উপনিষদের সারতত্ত্ব এই অল্পায়তন পুস্তকের অন্তর্নিহিত। সুতরাং ইহা প্রত্যেক হিন্দুর পাঠ কিংবা অভিনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ করা উচিত। ভক্তি-সহকারে গীতা পাঠ কিংবা শ্রবণ করিলে বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভে সমর্থ হওয়া যায় এবং এই জ্ঞানই মুক্তির কারণ।

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা-সহকারে গীতাতত্ত্ব পাঠ কিংবা অবহিত-চিত্তে শ্রবণ করিবেন, সে ব্যক্তি পাপ-মুক্ত হইয়া অন্তে শুভলোক প্রাপ্ত হইবেন।"

আমাদের সকল চিন্তা ও কার্য্যের মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির স্থান প্রথম হওয়া উচিত। আধ্যাত্মিক উন্নতি অবিনশ্বর এবং পার্থিব সম্পত্তি নশ্বর। দুর্ভাগ্যবশতঃ অধিকাংশ লোকই পার্থিব সম্পত্তি-লাভ এবং ক্ষণিক সুখ-সম্ভোগের জন্য এতই ব্যগ্র যে, আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষয় সম্পূর্ণ উদাসীন। এই উন্নতি চিরস্থায়ী এবং অনন্তকাল ভোগ্য ও অক্ষয়। ইহলোকে কি স্থাবর, কি জঙ্গম, কোন বস্তুই চিরস্থায়ী নহে। উৎপন্ন পদার্থ মাত্রেরই ধ্বংস হইবে। দান, যজ্ঞ, তপস্যা, ব্রত ও নিয়ম সমুদয়ের ফলও কালক্রমে বিধ্বস্ত হইয়া যায়; কিন্তু জ্ঞানের কখনই ধ্বংস হয় না। প্রশান্তচিত্ত জিতেন্দ্রিয় অহঙ্কারবিহীন মহাত্মারা ঐ জ্ঞান প্রভাবেই সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন।

সর্ব্বজন-পরিচিত গীতার অদ্বিতীয় পণ্ডিত পূজনীয় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিভূষণ মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আত্মন্ত সংশোধন করিয়া এবং ফুট-নোট লিখিয়া দিয়াছেন। এইজন্য তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞ রহিলাম।

উপসংহার-কালে সকৃতজ্ঞ-হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে, শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র ভড় ও শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দত্ত বন্ধুদ্বয়ের সাহায্যে, যত্নে এবং উৎসাহে এই পুস্তকখানি মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতে সাহসী হইলাম। ইতি—

শ্রীপঞ্চমী,<br>১৩ই মাঘ, ১৩৩৪ সাল।<br>কলিকাতা।

শ্রীবিপিনবিহারী মণ্ডল

# সূচীপত্র।

## বাঙ্গলা গীতা।


| | | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| প্রথম অধ্যায়—সৈন্য-দর্শন বা অর্জ্জুন-বিষাদ-যোগ | | ... | ১ |
| দ্বিতীয় অধ্যায়—সাংখ্য-যোগ | ... | ... | ৯ |
| তৃতীয় অধ্যায়—কর্ম্ম-যোগ | ... | ... | ১৫ |
| চতুর্থ অধ্যায়—জ্ঞান-যোগ | .. | ... | ২০ |
| পঞ্চম অধ্যায় কর্ম্ম ও সন্ন্যাস-যোগ | ... | ... | ২৩ |
| ষষ্ঠ অধ্যায় ধ্যান-যোগ | ... | ... | ২৬ |
| সপ্তম অধ্যায় জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ | ... | ... | ৩২ |
| অষ্টম অধ্যায়—তারকব্রহ্ম-যোগ | ... | ... | ৩৫ |
| নবম অধ্যায়—রাজগুহ্য-যোগ | ... | ... | ৩৯ |
| দশম অধ্যায়—বিভূতি-যোগ | ... | ... | ৪৩ |
| একাদশ অধ্যায়—বিশ্বরূপ-দর্শন | ... | ... | ৪৮ |
| দ্বাদশ অধ্যায়—ভক্তি-যোগ | ... | ... | ৫৪ |
| ত্রয়োদশ অধ্যায়—প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-যোগ | | ... | ৫৭ |
| চতুর্দ্দশ অধ্যায়—গুণত্রয়-বিভাগ-যোগ | ... | ... | ৬০ |
| পঞ্চদশ অধ্যায় পুরুষোত্তম-যোগ | ... | ... | ৬৪ |
| ষোড়শ অধ্যায়—দৈবাসুর-সম্পদ-বিভাগ-যোগ | | ... | ৬৭ |
| সপ্তদশ অধ্যায়—শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ-যোগ | ... | ... | ৭১ |
| অষ্টাদশ অধ্যায়—মোক্ষ-যোগ | ... | ... | ৭৪ |

# অনুগীতা


| | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| প্রথম অধ্যায় | ... | ৮১ |
| দ্বিতীয় অধ্যায় | ... | ৮৫ |
| তৃতীয় অধ্যায় | ... | ৯১ |
| চতুর্থ অধ্যায় | ... | ৯৬ |
| পঞ্চম অধ্যায় | ... | ১০০ |
| ষষ্ঠ অধ্যায় | ... | ১০৬ |
| সপ্তম অধ্যায় | ... | ১০৯ |
| অষ্টম অধ্যায় | ... | ১১৩ |
| নবম অধ্যায় | . | ১১৬ |
| দশম অধ্যায় | ... | ১২১ |
| একদশ অধ্যায় | ... | ১২৪ |
| দ্বাদশ অধ্যায় | . | ১২৬ |
| ত্রয়োদশ অধ্যায় | ... | ১২৮ |
| চতুর্দ্দশ অধ্যায় | ... | ১৩২ |
| পঞ্চদশ অধ্যায় | ... | ১৩৬ |
| ষোড়শ অধ্যায় | ... | ১৪০ |
| সপ্তদশ অধ্যায় | ... | ১৪৬ |
| অষ্টাদশ অধ্যায় | ... | ১৪৮ |
| উনবিংশ অধ্যায় | ... | ১৫১ |
| বিংশ অধ্যায় | ... | ১৫৩ |
| একবিংশ অধ্যায় | ... | ১৫৬ |
| দ্বাবিংশ অধ্যায় | ... | ১৬১ |
| ত্রয়োবিংশ অধ্যায় | .. | ১৬৫ |
| চতুর্বিংশ অধ্যায় | ... | ১৬৭ |
| পঞ্চবিংশ অধ্যায় | ... | ১৬৯ |
| ষড়্‌বিংশ অধ্যায় | ... | ১৭২ |
| সপ্তবিংশ অধ্যায় | ... | ১৭৪ |
| অষ্টাবিংশ অধ্যায় | ... | ১৭৫ |
| উনত্রিংশ অধ্যায় | ... | ১৮১ |
| ত্রিংশ অধ্যায় | ... | ১৮৫ |
| একত্রিংশ অধ্যায় | ... | ১৮৭ |
| দ্বাত্রিংশ অধ্যায় | ... | ১৯০ |
| ত্রয়োস্ত্রিংশ অধ্যায় | ... | ১৯৬ |
| চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় | ... | ১৯৮ |
| পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় | ... | ২০০ |
| ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় | ... | ২০৩ |
| সপ্তত্রিংশ অধ্যায় | ... | ২০৯ |
| অষ্টাত্রিংশ অধ্যায় | ... | ২১৫ |

# বাঙ্গলা গীতা।

## প্রথম অধ্যায়।

### সৈন্য-দর্শন বা অর্জ্জুন-বিষাদ-যোগ।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সঞ্জয়! আমাদিগের এই ত্রিলোক-বিখ্যাত বংশের আদিপুরুষ মহারাজ কুরু যেস্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া, পৃথিবীতে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থে সমবেত হইয়া আমার পুত্রগণ ও পাণ্ডুপুত্রগণ কি করিয়াছিল?*

* "যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষত্রিয় বীরপুরুষগণ যুদ্ধার্থ সমবেত হইয়া কি করিয়াছিল?" মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের এই প্রশ্নটি যেন কেমন কেমন বোধ হয়। যুদ্ধার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া বীরপুরুষগণ আর কি করিয়া থাকে? যুদ্ধই করে। তবে প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্রের এ প্রশ্ন কেন? কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে, এ প্রশ্ন অসঙ্গত বোধ হয় না,—ইহার প্রয়োজন আছে। কারণ যুদ্ধক্ষেত্রের একটি বিশেষণ "ধর্ম্মক্ষেত্র"। ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় এই যে, তাদৃশ দেবযজন-ভূমি ধর্ম্মক্ষেত্রে সমাগত হইলে, স্থানমাহাত্ম্যে মনোমধ্যে ধর্ম্মবুদ্ধিরই সঞ্চার হইয়া থাকে। তৎপ্রভাবে উভয় পক্ষেরই চিত্তক্ষেত্রে সত্ত্বগুণের প্রাদুর্ভাব হওয়াই সম্ভব। অতএব মৎপুত্রগণ যে পাণ্ডবগণকে বিষদান, জতুগৃহে দাহ, কপট পাশক্রীড়া প্রভৃতি নানাবিধ উপায়ে ক্লেশ দিয়াছে, স্থানমাহাত্ম্যে উহারা তাহা উপেক্ষা করিয়া, যুদ্ধে নিবৃত্ত হইতে

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণকে ব্যূহবদ্ধ দেখিয়া, রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমনপূর্ব্বক বলিলেন,—আচার্য্য! পাণ্ডবগণের সুবিপুল সৈন্য-সমাবেশ অবলোকন করুন; আপনার শিষ্য ধীমান্ দ্রুপদপুত্র (ধৃষ্টদ্যুম্ন) এই ব্যূহ রচনা করিয়া সসৈন্যে অবস্থান করিতেছেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন-পরিচালিত এই পাণ্ডবসেনায় ভীম ও অর্জ্জুনের সমকক্ষ যুযুধান (সাত্যকি), বিরাট, মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, কাশী-রাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, শৈব্য, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজাঃ, বিক্রম-

পারে। আবার মৎপুত্রগণও কুলক্ষয়াদি নানা অনর্থের নিদানভূত নিদারুণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত নাও হইতে পারে। অতএব স্থানমাহাত্ম্যে উভয়পক্ষে সন্ধি সংস্থাপিত হওয়া অসম্ভব নহে—এই মনে করিয়াই ধৃতরাষ্ট্র ব্যাসপ্রসাদে লব্ধদিব্যদৃষ্টি সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, উঁহারা কি করিল?

"মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চ" এই দুইটি পদের প্রয়োগে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, উভয় পক্ষই ত কুরুবংশীয়; ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উভয়পক্ষই স্নেহপাত্র; দুর্য্যোধন তাঁহার পুত্র, আর যুধিষ্ঠির ভ্রাতুষ্পুত্র; অথচ একপক্ষকে "মামকাঃ" (মৎপক্ষীয়) বলিয়া, অন্যপক্ষকে "পাণ্ডবাঃ" পাণ্ডুপুত্র বলিয়া যেন ছাটিয়া ফেলা হইল। অতএব বুঝিতে হইবে যে, দুর্য্যোধন-পক্ষের জয়লাভ, আর পাণ্ডবপক্ষের পরাজয়ই ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রেত। ধৃতরাষ্ট্রোক্ত এই দুইটি পদে ইহাও সূচিত হইতেছে যে—যখন আমি মহারাজ বিচিত্রবীর্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র, তখন রাজ্য ত আমারই; সুতরাং আমার পুত্রই ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ রাজ্যাধিকারী; আমার কনিষ্ঠ পাণ্ডু বা তদীয় পুত্রগণ নহে। অতএব পাণ্ডবগণ পরকীয় রাজ্য অধিকার করিবার জন্যই যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। ইহা তাহাদের অন্যায় ও অধর্ম্মমূলক।

শালী যুধামন্যু, সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ * অবস্থান করিতেছেন—ইঁহারা সকলেই মহারথ। †

মৎপক্ষীয় সেনানায়কদিগের মধ্যে যাঁহারা সমধিক প্রসিদ্ধ, আপনার অবগতির নিমিত্ত, তাঁহাদের নামোল্লেখ করিতেছি,—অবধান করুন, যুদ্ধে সদাবিজয়ী আপনি, পিতামহ ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত-পুত্র ( ভূরিশ্রবা ) এবং জয়দ্রথ। আমার জন্য জীবন-ত্যাগে কৃতসঙ্কল্প এরূপ বহুসংখ্যক বীর মদীয় সেনামধ্যে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই নানা শস্ত্রধারী এবং সমর-পারদর্শী। ঈদৃশ মহা মহা বীর-পুরুষাধিষ্ঠিত হইলেও এবং ভীষ্ম-কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইলেও আমাদিগের সৈন্যগণকে উৎসাহহীন বলিয়া বোধ হইতেছে ; যেন ইহারা পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধে সমর্থ হইবে না ; কিন্তু ভীম-কর্ত্তৃক রক্ষিত পাণ্ডবসৈন্য যদিও আমাদের অপেক্ষা সংখ্যায় অল্প, তথাপি উহাদিগকে উৎসাহবান্ বলিয়া বোধ হইতেছে। ‡ অতএব আমার নিবেদন এই যে, আপনারা সকলে ব্যূহপ্রবেশ-

* ইঁহাদের নাম যথাক্রমে প্রতিবিন্ধ্য, শ্রুতসেন, শ্রুতকীর্ত্তি, শতানীক এবং শ্রুতসোম।

† যিনি একাকী দশসহস্র ধনুর্দ্ধারী যোদ্ধার সহিত যুদ্ধে সমর্থ এবং শস্ত্র ও শাস্ত্রে বিচক্ষণ তাঁহাকে মহারথ বলে।

‡ কুরুসৈন্য একাদশ অক্ষৌহিণী এবং পাণ্ডবসৈন্য সপ্ত অক্ষৌহিণী, এক অক্ষৌহিণী=পদাতি ১০৯,৩৫০ ; অশ্ব ৬৫,৬১০ ; হস্তী ২১,৮৭০ এবং রথ ২১,৮৭০।

পথে স্ব স্ব বিভাগানুসারে অবস্থান করিয়া, ভীষ্মকে বিশেষরূপে রক্ষা করিতে থাকুন; কারণ ভীষ্মই আমাদের একমাত্র অবলম্বন।

তখন কুরুবৃদ্ধ প্রতাপশালী পিতামহ ভীষ্ম, দুর্য্যোধনের আনন্দ-বর্দ্ধনার্থ উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ-পুরঃসর শঙ্খনাদ করিলেন। অনন্তর শঙ্খ, ভেরী, পণব, ঢক্কা এবং গোমুখ নামক বাদ্য বাদিত হইয়া, সহসা তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল।

এদিকে শ্বেতাশ্ব-চতুষ্টয়যুক্ত বিশাল রথে * সমারূঢ় শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন দিব্যশঙ্খ বাদিত করিলেন। হৃষীকেশ 'পাঞ্চজন্য'-নামক ও অর্জ্জুন 'দেবদত্ত'-নামক, রাজা যুধিষ্ঠির 'অনন্তবিজয়'-নামক, ভীম 'পৌণ্ড্র'-নামক, নকুল 'সুঘোষ'-নামক এবং সহদেব 'মণিপুষ্পক'-নামক শঙ্খ বাজাইলেন। মহাধনুর্দ্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ এবং সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু প্রভৃতি সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খধ্বনি করিলেন। সেই তুমুল শব্দ ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিতে পরিপূর্ণ করিয়া, ধৃতরাষ্ট্র-তনয়দিগের হৃদয় বিদারিত করিতে লাগিল।

অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণকে যথাস্থানে যুদ্ধার্থ ব্যবস্থিত

* যুদ্ধস্থলে অনেকেরই শ্বেতাশ্বযুক্ত রথ থাকিতে পারে; কিন্তু এখানে খাণ্ডব-দাহকালে অগ্নি যে শ্বেতবর্ণ অশ্বচতুষ্টয় সমন্বিত মহারথ অর্জ্জুনকে প্রদান করিয়াছিলেন এবং যে রথের জন্য অর্জ্জুন 'শ্বেতবাহন' বলিয়া জগতীতলে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, অর্জ্জুনের বৈশিষ্ট্যবোধক সেই দিব্য-রথ বুঝাইবার জন্যই 'শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে' বলা হইল।

দেখিয়া, তৎকালে বাণ-প্রয়োগ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইলেও কপিধ্বজ রথারূঢ় অর্জ্জুন ধনুঃ উত্তোলনপূর্ব্বক [ শর-সন্ধানে উদ্যত হইয়া ] শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—হে অচ্যুত! তুমি একবার উভয়পক্ষীয় সৈন্যের মধ্যস্থলে রথ স্থাপন কর; কারণ, যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে যুদ্ধার্থ সমাগত বীরবৃন্দের মধ্যে কোন্ কোন্ বীরের সহিত আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে, আমি একবার দেখিয়া লই। ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের হিতকামী হইয়া যে যে ব্যক্তি এই রণক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছে, আমি যে পর্য্যন্ত তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করি, সে পর্য্যন্ত তুমি উভয় সৈন্যের মধ্যে রথ স্থাপন কর।

সঞ্জয় কহিলেন,—অর্জ্জুন এইরূপ কহিলে, শ্রীকৃষ্ণ তখন উভয় পক্ষীয় সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে ভীষ্ম-দ্রোণ-প্রমুখ সমুদয় নরপতিবৃন্দের সম্মুখে সেই দিব্য-রথ স্থাপনপূর্ব্বক কহিলেন,—হে পার্থ! যুদ্ধার্থ সমবেত কৌরবগণকে অবলোকন কর।

তখন পার্থ সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র এবং উভয় পক্ষেরই মিত্র, শ্বশুর ও যাবতীয় আত্মীয় এবং সুহৃদ্‌গণকে অবলোকন করিয়া একান্ত কৃপাবিষ্ট ও বিষাদগ্রস্ত হইয়া বলিলেন *—হে কৃষ্ণ! যুদ্ধার্থ সমবস্থিত এই সকল আত্মীয়-স্বজনগণকে দর্শন করিয়া, আমার সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হইতেছে; সর্ব্বশরীরে কম্প অনুভূত হইতেছে; [ শোক মোহে ] শরীর কণ্টকিত হইতেছে এবং হস্ত হইতে

* "কৃপয়া পরয়াবিষ্টঃ"—ইহাতে অর্জ্জুনের মোহ এবং "বিষীদন্" এই পদে শোক সূচিত হইয়াছে।

গাণ্ডীব পড়িয়া যাইতেছে; গা যেন পুড়িয়া যাইতেছে; আমি আর স্থিরভাবে থাকিতে পারিতেছি না; আমার মন বিঘূর্ণিত হইতেছে; আমি অনিষ্টসূচক দুর্নিমিত্ত সকল দর্শন করিতেছি। যুদ্ধে আত্মীয়-স্বজনবধে আমার শ্রেয়ঃ বোধ হইতেছে না। হে গোবিন্দ! আমি এই যুদ্ধে জয়লাভ এবং রাজ্য বা সুখভোগ চাহি না। আর যাঁহাদের জন্য আমরা রাজ্যাদি সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা করি, তাঁহারাই যখন যুদ্ধস্থলে উপস্থিত, তখন আর আমাদের রাজ্যে কি প্রয়োজন? বিবিধ সুখভোগেই বা কি প্রয়োজন? জীবন ধারণেই বা কি প্রয়োজন? যাঁহাদের জন্য রাজ্য এবং ইন্দ্রিয়-তোষকর ভোগ ও সুখ আমাদের কামনা, সেই আচার্য্য, পিতৃব্য, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পুত্র, শ্যালক, আত্মীয় প্রভৃতি সকলেই এই যুদ্ধে ধনপ্রাণ সমর্পণে স্বীকৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। অধিক আর কি বলিব, ইহারা আমায় বধ করিলেও আমি ইঁহাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করি না।* পার্থিব রাজ্যের কথা দূরে থাকুক, ত্রিলোকের আধিপত্য

* শাস্ত্রে আছে—"জিঘাংসন্তং জিঘাংসীয়াৎ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি বধ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিবে; পরন্তু এই শাস্ত্রীয় বচনটি আচার্য্যাদি সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। কারণ, "গুরূন্ ত্বংকৃত্য হুংকৃত্য" ইত্যাদি বচনে গুরুকে "তুমি" বলিলে অথবা হুঙ্কার অর্থাৎ ঔদ্ধত্য প্রকাশক শব্দমাত্র প্রয়োগ করিলেও গুরুদ্রোহিতারূপ পাপে লিপ্ত হইতে হয়। অতএব পূর্ব্বোক্ত "জিঘাংসন্তং জিঘাংসীয়াৎ" ইত্যাদি বচনটি আচার্য্যাদি-ব্যতিরিক্ত বিষয়ক; আচার্য্যাদি বধ কিছুতেই বিধেয় নহে।

পাইলেও ইঁহাদিগকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করি না ; ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণকে বধ করিয়া আমাদের কি সুখ হইবে—তাহা বল দেখি জনার্দ্দন ? যদিও ইহারা আততায়ী [ আততায়ি-বধ শাস্ত্র-নিষিদ্ধ নহে *] তথাপি ইঁহাদিগকে বধ করিলে, আমাদের পাপই হইবে ; অতএব, হে মাধব ! আমাদের বান্ধব এই ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণের এবং স্বজনাদির বধ-সাধন করিয়া আমি কেমন করিয়া সুখী হইব ? যদিও কৌরবেরা লোভ-পরবশ হওয়ায় ইহাদের চিত্ত কলুষিত হইয়াছে ; সুতরাং ইহারা এই কুলক্ষয়কর মহাযুদ্ধে দোষ দেখিতেছে না,—মিত্র-বধেও পাতক বোধ করিতেছে না ; কিন্তু আমরা এই কুলক্ষয়ের দোষ দেখিয়াও কি এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইব না ? কুলক্ষয় হইলে, সনাতন কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হয় এবং ধর্ম্মনাশ হইলে, অবশিষ্ট সমস্ত কুল অধর্ম্মে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। বংশ অধর্ম্মে পরিব্যাপ্ত হইলে,

* স্মৃতিশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে—"অগ্নিদো গরদশ্চৈব শাস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ ক্ষেত্রদারাপহর্ত্তা চ ষড়েতে হ্যাততায়িনঃ।" (১) অগ্নিদাতা (২) বিষদাতা (৩) শস্ত্রপ্রহারোদ্যত (৪) ধনাপহারী (৫) ক্ষেত্রাপহারী এবং (৬) দারাপহরণকারী—এই ছয় প্রকার আততায়ী। অতএব দুর্য্যোধন আমাদের পূর্ণভাবে আততায়ী। "নাততায়ীবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন" আততায়ীকে বধ করিলে, হন্তার কোন দোষই হয় না। শাস্ত্রে এইরূপ বিধান থাকিলেও ভীষ্ম পিতামহ, দ্রোণ ও কৃপ গুরু এবং দুর্য্যোধনাদি স্বজনবর্গ ; এজন্য ইঁহারা আততায়ী হইলেও অবধ্য। ইঁহাদিগকে বধ করিতে পারিব না—সাংসারিক বুদ্ধিতে উদারহৃদয় অর্জ্জুনের এইরূপ মোহ জন্মিয়াছিল।

কুলকামিনীগণ দূষিত-চরিত্রা হন; কুলকামিনীগণ দূষিতা হইলেই বর্ণসঙ্কর জন্মে। বর্ণসঙ্কর সমুদয় কুলনাশকদিগের নরকেরই কারণ হয় এবং ইহাদের হইতে তর্পণ ও পিণ্ডলোপ হওয়ায় পিতৃপুরুষগণ পতিত হন। হায়! আমারা রাজ্য এবং সুখলোভে আত্মীয়-স্বজন বধ করিতে উদ্যত হইয়া, কি মহাপাপই করিতে বসিয়াছি। আমি যুদ্ধস্থলে প্রতীকার-পরাঙ্মুখ ও নিরস্ত্র হইয়া অবস্থান করিলে, ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণ যদি আমায় বিনাশ করে, তাহাও এই কুলক্ষয়কর মহাযুদ্ধ অপেক্ষা হিতকর।

অর্জ্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে এই সকল কথা বলিয়া শর ও শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোকে একান্ত আকুল-চিত্ত হইয়া, রথোপরি উপবেশন করিয়া রহিলেন।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## সাংখ্য-যোগ।

সঞ্জয় বলিলেন,—অর্জ্জুনকে এইরূপ কৃপাপরবশ, অশ্রুপূর্ণ-লোচন ও বিষণ্ণবদন অবলোকন করিয়া, ভগবান্ মধুসূদন কহিতে লাগিলেন,—হে অর্জ্জুন! এতাদৃশ বিষম সঙ্কটে কোথা হইতে তোমার এই অনার্য্যজনোচিত, স্বর্গ-প্রতিরোধক ( নরকসাধন ) এবং অধর্ম্মজনক মোহ আবির্ভূত হইল? হে কৌন্তেয়! এইরূপ মোহে অভিভূত হইও না,—ইহা তোমাতে শোভা পায় না। ক্ষুদ্রজনোচিত হৃদয়-দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান কর।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে শত্রুবিমর্দ্দন মধুসূদন! আমি কি প্রকারে পরম পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে শরজাল দ্বারা প্রতিযুদ্ধ করিব? [ অর্থাৎ যাঁহাদের সহিত বাচিক যুদ্ধও শাস্ত্র-নিষিদ্ধ, তাঁহাদের সহিত বাণযুদ্ধ কিরূপে করিব? ] মহানুভব ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যাদির বিনাশ-সাধন অপেক্ষা [ ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে শাস্ত্রনিষিদ্ধ হইলেও ] গৃহে গৃহে ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ বহুগুণে শ্রেয়স্কর। গুরুজনকে বধ করিলে, আমাদিগকে ইহলোকেই তাঁহাদের রুধিরে রঞ্জিত অর্থ-কামাত্মক ভোগ্য পদার্থ সকল উপভোগ করিতে হইবে [ পারলৌকিক ধর্ম্ম মোক্ষাত্মক ভোগ ত দূরের কথা ]। উঁহারাই জয়লাভ

করুন অথবা আমরাই জয়লাভ করি, এই জয়-পরাজয়ের মধ্যে কোন্‌টি যে গুরুতর (অধিকতর প্রার্থনীয়) তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। [কারণ] যাঁহাদিগকে বধ করিলে, আমাদের ক্ষণকালও জীবিত থাকিতে ইচ্ছা হয় না, সেই ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের পক্ষপাতী গুরুগণ [অথবা ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণ] পুরোভাগে অবস্থান করিতেছেন। 'ইঁহাদিগকে বধ করিয়া আমি কিরূপে জীবিত থাকিব' এই চিন্তায় অবসন্ন-চিত্ত এবং কুলক্ষয়জনিত নানা দোষের সম্ভাবনায় বিমূঢ় হইয়া আমি [কর্ত্তব্য নির্ণয়ে] একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি; আর ক্ষত্রিয় হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে কৃতসংকল্প হইয়া ধর্ম্মের তথ্য নির্ণয়ে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়াছি। আমার পক্ষে যাহা শ্রেয়স্কর, তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল; আমি তোমার শিষ্য এবং শরণাগত: আমাকে শিক্ষা দাও। জগতীতলে নিষ্কণ্টক সুসমৃদ্ধ রাজ্য, এমন কি সুরলোকের আধিপত্য লাভ করিতে পারিলেও, আমি এমন কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, যাহাতে আমার ইন্দ্রিয়গণের শোষণকর এই শোক-তাপের অবসান হইতে পারে।

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! শত্রুতাপন অর্জ্জুন ভগবান্‌কে *

* মূলে গোবিন্দ ও হৃষীকেশ এই পদদ্বয়ের উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, গোবিন্দ অর্থে—গাং "কুতস্ত্বা কশ্মলমিদম্" ইত্যাদিকং বাক্যং বিন্দতি "বক্তব্যতয়া লভতে" ইতি গোবিন্দঃ তম্ অথবা গাং "পৃথিবী" বিন্দতি "পালয়িতব্যতয়া লভতে রক্ষতি" ইতি গোবিন্দঃ অর্থাৎ পাপাপনোদন দ্বারা যিনি পৃথিবীকে রক্ষা করেন। অর্জ্জুনকে এই যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করা ত

এই এইরূপ বলিয়া পুনরায় আমি যুদ্ধ করিব না পুনরায় এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন!

শ্রীভগবান্ হৃষীকেশ তখন যেন উপহাস-সূচক হাস্য করিতে করিতে, উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যে বিষাদগ্রস্ত অর্জ্জুনকে বলিতে লাগিলেন,—হে পার্থ! [ আততায়ী বলিয়া যাহারা অবশ্যই বধ্য; তাহারা কদাচ শোকের বিষয়ীভূত হইতে পারে না, অতএব অশোচ্য ] তুমি সেই অশোচ্য ব্যক্তিগণের জন্য শোক করিতেছ; অথচ প্রজ্ঞাশালী ব্যক্তিদিগের ন্যায় [ হায়! আমি অনুচিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে উদ্যত হইয়াছি ইত্যাদি ] বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা বিবেকশালী, তাঁহারা শোকার্হ ব্যক্তিগণের জন্যই শোক করেন; তুমি কিন্তু অশোচ্য ব্যক্তিগণের জন্য শোক প্রকাশ করিয়া মূঢ়তাই প্রকাশ করিতেছ; অথচ কথায় বেশ বিজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেছ! একবার বলিতেছ,—আমি তোমার শিষ্য; আমায় কর্ত্তব্যোপদেশ দাও, আবার বলিতেছ,—আমি যুদ্ধ করিব না! একদিকে মূঢ়ত্ব ও

তাঁহারই কার্য্য। আর হৃষীকেশ অর্থে—হৃষীক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের ঈশ "প্রেরয়িতা" অর্থাৎ অর্জ্জুন মোহগ্রস্ত হইলেও তদীয় সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয় বৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রবর্ত্তক। আর অর্জ্জুনের বিশেষণ "পরন্তপঃ" অর্থাৎ যিনি পরকে "শত্রুগণকে" তাপ দিতে পারেন, তাঁহার যুদ্ধবৈমুখ্য ভয়প্রযুক্ত নহে, কিন্তু মোহপ্রযুক্ত। অপিচ হৃষীকেশানুগৃহীত ব্যক্তির পক্ষে মোহও অকিঞ্চিৎকর—এই অভিপ্রায়ে হৃষীকেশ পদের প্রয়োগ; গুড়াকেশ অর্থাৎ তন্দ্রাবিহীন—অবসাদবিমুক্ত।

প্রাজ্ঞত্ব, অপরদিকে শিষ্যত্ব ও স্বাধীনত্ব,—এইরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ ব্যাপার বাস্তবিক উপহাসাস্পদ। পরন্তু যাঁহারা পণ্ডিত ( তত্ত্বজ্ঞানশালী বিবেকী ), তাঁহারা গতাসু ( মৃত ) ও অগতাসু ( আসন্নমৃত্যু ), এতদুভয়ের জন্য শোক করেন না।

তুমি যে পূর্ব্বে ছিলে না, তাহা নহে; আমিও ছিলাম না, তাহাও নহে; এই রাজগণও যে ছিলেন না, তাহাও নহে; বর্ত্তমান সময়েও আমরা সকলেই আছি; আবার উত্তরকালেও যে থাকিব না, তাহাও নহে। [ অতএব কালত্রয়বর্ত্তী আত্মা নিত্য; সুতরাং মরণের অসম্ভাবনা প্রযুক্ত সকলেই অশোচ্য ]।

শরীর বিনষ্ট হইলে, আত্মা বিনষ্ট হন না; যেমন মানবগণ জীর্ণ-বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, অপর নব-বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহীও জীর্ণ-শরীর পরিত্যাগ করিয়া, অপর নব-নরদেহে গমন করেন। অতএব জীর্ণ-বস্ত্রত্যাগের ন্যায় জীর্ণ-দেহত্যাগ ও নূতন দেহ গ্রহণে শোক প্রকাশ করা নিতান্ত অবিবেকীর কর্ম্ম। শরীর অনিত্য বটে, কিন্তু আত্মা নিত্য—অবিনাশী। আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য; আত্মাকে জলে শিথিল করিতে পারা যায় না এবং বায়ু-দ্বারা শুষ্ক করা যায় না। ইহা সর্ব্বপ্রকার বিকারবিহীন এবং সদা স্থিরস্বভাব। যে ব্যক্তি আত্মাকে হন্তা মনে করে, অথবা যে ব্যক্তি ইহাকে হত মনে করে, তাহাদের উভয়েই দেহ ও আত্মার যাথার্থ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; কারণ আত্মা কাহাকেও হনন করেন না এবং অন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক হতও হন না। আত্মার জন্ম নাই—মৃত্যুও নাই এবং ইনি পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া

পৃথক্‌ভাবে অবস্থানও করেন না; ইনি অজ (জন্মহীন) নিত্য (সদৈকরূপ) শাশ্বত (চিরন্তন) পুরাণ (দেহ হইতে দেহান্তরগামী হইলেও সদা বিকারহীন) দেহের নাশ হইলেও ইহার নাশ হয় না। অতএব দেহের অদর্শনে আত্মার বিলোপের আশঙ্কা করা তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির উচিত নহে।

পক্ষান্তরে যদি তুমি আত্মাকে জীবের ন্যায় নিত্যজাত এবং নিত্যমৃত মনে কর, তথাপি তোমার শোক করা উচিত নহে; কারণ জন্মগ্রহণ করিলেই একদিন না একদিন মরিতেই হইবে; আবার মরিলেও পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতেই হইবে; সুতরাং যখন জন্ম ও মরণ অবশ্যম্ভাবী, তখন অপরিহার্য্য বিষয়ে শোক করা সম্পূর্ণ নিষ্ফল; অতএব স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিও না—যুদ্ধার্থ প্রবৃত্ত হও। যদি তুমি এই ধর্ম্মযুদ্ধ না কর, তাহা হইলে, স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া পাপভাগী হইবে; সকলেই তোমার অকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। যুদ্ধে বিরত হইলে, কৌরবগণ মনে করিবে, তুমি ভীত হইয়া রণ-পরাঙ্মুখ হইয়াছ; তাহারা তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিয়া, অনেক অবক্তব্য কথাও বলিবে; সুতরাং তাহাদের নিকট তোমার গৌরবের লাঘব হইবে; তদপেক্ষা অধিকতর কষ্ট আর কি আছে? হে কৌন্তেয়! বিবেচনা করিয়া দেখ, জয়-পরাজয় উভয়ই তোমার সম্পূর্ণ লাভজনক; যদি যুদ্ধে হত হও, স্বর্গলাভ হইবে; আর যদি জয়লাভ কর, রাজ্যভোগ করিবে; অতএব যুদ্ধার্থে কৃতসঙ্কল্প হও।

সুখ-দুঃখ, লাভালাভ এবং জয়-পরাজয় সমান বোধ করিয়া,

কেবল স্বধর্ম্মানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, তোমায় পাপ স্পর্শ করিবে না। যখন তোমার কোন কামনা নাই, তখন নিরাশ হইবার সম্ভাবনা নাই। আপনাকে কর্ত্তা না মনে করিয়া, ঈশ্বরের আশ্রয়ে অবস্থানপূর্ব্বক কর্ম্ম কর।

যাহার ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত নয়, তাহার বুদ্ধি নাই। যে আত্মাতে চিত্তনিবেশ করিতে অক্ষম, তাহার শান্তিলাভ ঘটে না। আর শান্তিবিহীন ব্যক্তির সুখ কোথায়? যেমন অসংখ্য নদ নদীর জল একমাত্র বিশাল সাগরে প্রবেশ করিয়া তাহাতেই বিলীন হইয়া যায়, অথচ ঐ নদ্যাদির জলে সমুদ্রের হ্রাসবৃদ্ধিরূপ কোন বিকার বা বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না; সেই রূপ যে পরমাত্মজ্ঞের ভিতর সর্ব্ববিধ কামনা প্রবেশ করিলেও তৎসমুদয় বিলীন হইয়া যায়,—তাহাতে কোনরূপ বিকার উৎপাদন করিতে পারে না, তিনিই শান্তি অর্থাৎ মোক্ষানন্দ প্রাপ্ত হন; পরন্তু কামনা-পরতন্ত্র ব্যক্তি তাদৃশ শান্তিসুখের অধিকারী হইতে পারে না।

যে ব্যক্তি সমুদয় কামনা পরিত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার এবং মমতাবিহীন হইয়া, বিষয় ভোগ করেন, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত প্রস্তাবে শান্তি প্রাপ্ত হন; ইহা প্রাপ্ত হইলে, আর সংসারে মুগ্ধ হইতে হয় না। এমন কি, কেহ মৃত্যুকালে ক্ষণমাত্র এইভাবে অবস্থান করিতে পারিলে, পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।

# তৃতীয় অধ্যায়।

## কর্ম্ম-যোগ।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে জনার্দ্দন! কর্ম্ম অপেক্ষা আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানই যখন তোমার মতে শ্রেষ্ঠ হইল, তবে কেন আমায় এই ভীষণ ( যুদ্ধ রূপ ) কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছ? কখন কর্ম্মের, কখন জ্ঞানের প্রশংসা করিয়া, আমার অন্তরে দারুণ সংশয় জন্মাইয়া দিয়াছ। এখন নিশ্চয় করিয়া বল,—কর্ম্ম ও জ্ঞান, এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টির আশ্রয় গ্রহণে আমার শ্রেয়োলাভ হইবে?

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে পার্থ! তুমি আমার কথা বুঝিতে পার নাই; আমি কর্ম্ম ও জ্ঞান, এই দুইটিকে ত পরস্পর অপেক্ষাহীন দুইটি স্বতন্ত্র বিষয় বলিয়া উল্লেখ করি নাই; আমার কথার তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞানই সাক্ষাৎসম্বন্ধে মোক্ষসাধন এবং কর্ম্ম তাহারই উপায়ভূত চিত্তশুদ্ধির উৎপাদক বলিয়া উহারই অঙ্গস্বরূপ। অতএব একটি ( জ্ঞান ) প্রধান এবং অন্যটি (কর্ম্ম) উহারই অঙ্গ; এই এক প্রকার নিষ্ঠাই মুমুক্ষু ব্যক্তির অনুষ্ঠেয়, এই কথাই তোমাকে বলিয়াছি। ফলতঃ পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি-পরিপাকে শুদ্ধান্তঃকরণ মহাত্মার সাক্ষাৎসম্বন্ধে জ্ঞানেই নিষ্ঠা হয়। যাঁহারা তাদৃশ সুকৃতিশালী নহেন, তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি পর্য্যন্ত জ্ঞানসাধনের অঙ্গস্বরূপ কর্ম্মেই নিষ্ঠা। অতএব বুদ্ধি

গরীয়সী হইলেও সম্যক্‌রূপে চিত্ত শুদ্ধি পর্য্যন্ত তোমায় স্ববর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্মই অনুষ্ঠেয়। তাহা হইলে তোমার পক্ষে বুদ্ধিযোগ সুখলভ্য হইবে, ইহাই আমার বাক্যের উদ্দেশ্য। বিবেচনা করিয়া দেখ—কর্ম্মানুষ্ঠানজনিত চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে কেহ কখনও জ্ঞানলাভে সমর্থ হয় না—কেবল কর্ম্মত্যাগ করিলেই যে সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা নহে। কেহ কখনও কর্ম্ম না করিয়া মুহূর্ত্তমাত্রও থাকিতে পারে না; কার্য্য করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও প্রকৃতিসিদ্ধগুণ ব্যক্তিকেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি জোর করিয়া বাক্‌পাণি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহকে নিগৃহীত করে, অথচ মনে মনে রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি চিন্তা করিয়া থাকে, সে কপটাচার মহাপাপিষ্ঠ বলিয়া লোক-সমাজে নিন্দিত হইয়া থাকে। পরন্তু যিনি চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা নিয়মিত করিয়া, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বিষয়ের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, চিত্তশুদ্ধির উপায়ভূত কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই জগতীতলে বরণীয় হইয়া থাকেন। তবেই দেখ—একজন কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে সম্যক্‌রূপে নিরুদ্ধ করিয়া, জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের পরিচালনে অনর্থ প্রাপ্ত হন, পক্ষান্তরে অন্য ব্যক্তি জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া, কর্ম্মেন্দ্রিয় পরিচালনপূর্ব্বক কৃতার্থতা লাভ করিয়া থাকেন। তুমি শাস্ত্রবিহিত চিত্তশুদ্ধিকর কর্ম্ম কর; কর্ম্মত্যাগ করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা শ্রেয়স্কর। তুমি অনাসক্ত হইয়া বিষ্ণুর আরাধনারূপ নিষ্কাম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও।

প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজাদিগের সৃষ্টি করিয়া পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, তোমরা ক্রমশঃ যজ্ঞ দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও; যজ্ঞই তোমাদের ইষ্ট-কামনা পূর্ণ করুন। দেবগণকে যজ্ঞ দ্বারা বর্দ্ধিত কর, দেবগণও বৃষ্টি প্রভৃতির দ্বারা তোমাদিগকে বর্দ্ধিত করুন; এইরূপে পরস্পরকে বর্দ্ধিত করিলে, উভয়েরই মঙ্গল হইবে। যজ্ঞ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া দেবগণ বৃষ্টিবর্ষণাদির দ্বারা তোমাদিগকে অভীপ্সিত ভোগ সকল প্রদান করিবেন; সেই দেবদত্ত অন্নাদি পঞ্চযজ্ঞাদি দ্বারা দেবগণকে প্রত্যর্পণ না করিয়া, যে ব্যক্তি স্বয়ং উপভোগ করে, সে চোরের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। যজ্ঞের অবশিষ্ট ভাগ উপভোগ করিলে, সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু যাহারা আপনাদেরই জন্য পাক করে, তাহারা কেবল পাপই ভোজন করিয়া থাকে। অন্ন হইতে জীবগণ উৎপত্তি লাভ করিয়াছে; অন্নই শুক্র-শোণিত রূপে পরিণত হইয়া, জীবোৎপত্তির কারণরূপে পরিণত হয়; বৃষ্টি হইতেই এই অন্নের উৎপত্তি হয়।

কর্ম্ম বেদ হইতে এবং বেদ ব্রহ্মের নিশ্বাস হইতে সমুদ্ভূত। অতএব ব্রহ্মই সর্ব্বরূপে নিত্যই যজ্ঞে অবস্থান করিতেছেন। যিনি আত্মাতেই রতি, আত্মাতেই তৃপ্তি এবং আত্মাতেই সন্তোষ লাভ করেন, তাঁহার আর অন্য কার্য্য নাই। কর্ম্ম করিলে তাঁহার পুণ্যও হয় না, আর না করিলে পাপও হয় না। অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করিলে, তুমি মোক্ষলাভে সমর্থ হইবে।

রাজর্ষি জনকাদি মহাত্মারা কর্ম্ম দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

আরও দেখ—জ্ঞানিগণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াই, সাধারণ জনগণ কর্ত্তব্যপথে চলিতে থাকে; তোমার দৃষ্টান্তানুসারে যদি সকলেই কর্ম্ম ত্যাগ করে, তাহা একান্তই অশুভকর হইবে; অতএব যাহাতে লোকরক্ষা হয় এবং জনসাধারণও স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকে, তন্নিমিত্ত তোমার কর্ম্মানুষ্ঠান একান্ত কর্ত্তব্য। হে পার্থ! এই দেখ না কেন,—ত্রিলোকমধ্যে আমার কোন কর্ত্তব্যকর্ম্ম নাই; কেননা, আমার অপ্রাপ্ত ও অপ্রাপ্য কিছুই নাই। তথাপি আমি কর্ম্মে প্রবৃত্তই আছি। যদি আমি তন্দ্রাবশীভূত হইয়া কখনও কর্ম্মানুষ্ঠান না করি, তবে মানবগণ সকলেই আমার পদানুসরণ করিবে এবং তাহাতে লোকসকল ধর্ম্মবিহীন হইয়া উৎসন্ন যাইবে; সুতরাং আমিই বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি ও লোকনাশের কারণ হইয়া উঠিব। অজ্ঞান ব্যক্তিগণ কর্ম্মফলাসক্ত হইয়া যেরূপ কর্ম্ম করে, জ্ঞানীরা জনসাধারণকে স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত রাখিবার নিমিত্ত অনাসক্তভাবে সেইরূপেই কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাই বলিতেছি—তুমি ফলাভিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার উপর সমুদয় কর্ম্ম অর্পণ করিয়া, 'আমি ভগবানের অধীন হইয়া কর্ম্ম করিতেছি' এইরূপ জ্ঞানে নিষ্কাম ও মমতাবিহীন হইয়া, শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধাদি স্বধর্ম্মানুমোদিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। যুদ্ধাদি কার্য্যই ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম। শ্রেয়স্কাম ব্যক্তির পক্ষে উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা অঙ্গহীন স্বধর্ম্মও উৎকৃষ্ট। স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিয়া মৃত্যুও ভাল; কিন্তু পরধর্ম্ম অতি ভীষণ।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে মাধব! পুরুষ পাপাচরণে ইচ্ছা না করিলেও কে তাহাকে যেন বলপ্রয়োগপূর্ব্বকই পাপাচরণে প্রণোদিত করিয়া থাকে?

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে পার্থ! রজোগুণ-সম্ভূত কামই জীবকে পাপে প্রণোদিত করিয়া সর্ব্বনাশ সাধন করে; এই কামই কোন কারণে প্রতিহত হইলে, ক্রোধরূপে পরিণত হয়। কাম যদি না থাকে, তবে ক্রোধও জন্মিতে পারে না। জীবের কৃতকৃত্যতা লাভ বিষয়ে এই কামকে পরম শত্রু মনে করিবে। এই কাম কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না; ইহার প্রেরণায় লোকে মহাপাপের অনুষ্ঠান করিয়া নিরয়গামী হয়। যেরূপ অগ্নি ধূমে আচ্ছাদিত, এবং দর্পণ মলে আবৃত হয়, সেইরূপ জ্ঞানও কাম দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। কাম দ্বারা এই বিবেকজ্ঞান আবৃত থাকায় ভোগ সময়ে, অজ্ঞান মানবগণ কামকেই পরম সুখের কারণ বলিয়া মনে করে; কিন্তু পরিণামে ইহার শত্রুতা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহার আশ্রয়; এইগুলির আশ্রয়ে কাম জ্ঞানকে আবৃত করিয়া, মানবকে বিমোহিত করে। সেই জন্য বলিতেছি—তুমি অগ্রে ইন্দ্রিয়গণকে সম্যক্‌রূপে সংযত করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিনাশকারী এই পাপকে ( কামকে ) বিনাশ কর।

# চতুর্থ অধ্যায়।

## জ্ঞান-যোগ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! পূর্ব্বকালে সূর্য্যদেবকে আমি এই অব্যয়যোগ বলিয়াছিলাম, সূর্য্য মনুকে বলিয়াছিলেন, মনু ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন; এই প্রকারে ইহা লোকপরম্পরায় অন্যান্য রাজা ও মুনি-ঋষিগণও অবগত হইয়াছিলেন। বহুকাল অতীত হওয়ায় এই যোগ বিনষ্ট হইয়াছে; এক্ষণে আর কেহ তাহা অবগত নহে। তুমি আমার ভক্ত ও সখা; সেই জন্য তোমার নিকট এই রহস্য প্রকাশ করিলাম।

অর্জ্জুন কহিলেন,—কত কাল হইল, সূর্য্যদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; আর তুমি ত এখনকার লোক; তবে আমি কি প্রকারে জানিব যে, তুমি তাঁহাকে এই যোগের কথা বলিয়াছিলে?

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! আমিও বহুবার জন্মিয়াছি, তুমিও বহুবার জন্মগ্রহণ করিয়াছ; আমি সে সকল অবগত আছি; কিন্তু তুমি তাহা ভুলিয়া গিয়াছ। যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়, সেই সেই সময়েই আমি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, আপনাকে সৃষ্টি করি। সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য, দুরাচারগণের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্ম

সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি। যে ব্যক্তি আমার এই অলৌকিক জন্ম-কর্ম্মাদির স্বরূপ অবগত আছেন, তিনি দেহ ত্যাগ করিয়া আমাতেই লয়প্রাপ্ত হন; তাঁহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। যিনি যে ফলোদ্দেশে নিখিল-ফলদাতা আমায় আশ্রয় করেন, আমি তাঁহাকে সেই ফলদানে অনুগ্রহ করিয়া থাকি। সকাম ভজনায় জীব ঐশ্বর্য্যলাভ করে, আর নিষ্কাম ভজনায় মোক্ষাধিকারী হয়। কর্ম্মাধিকারী জীবগণ নানা দেবতার আরাধনা করিলেও সর্ব্ব-দেবময় আমিই তাহাদের অভীষ্ট ফল দিয়া থাকি। পরন্তু ফলকামী ব্যক্তিরা আপাত-সুখাভিলাষী হইয়া কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। উহারা ভোগ চায়—মোক্ষ চায় না।

গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ দ্বারা আমি ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি; আমি এই বর্ণবিভাগের কর্ত্তা হইলেও আমাকে অকর্ত্তা বলিয়াই মনে করিও এবং অব্যয় বলিয়া জানিও। ব্রাহ্মণ সত্ত্ব-প্রধান,—শমদমাদি তাঁহার কর্ম্ম; ক্ষত্রিয় সত্ত্বরজঃ-প্রধান,—শৌর্য্য ও যুদ্ধাদি তাহার কর্ম্ম; বৈশ্য রজস্তমঃ-প্রধান,—কৃষি বাণিজ্যাদি তাহার কর্ম্ম; এবং শূদ্র তমঃ-প্রধান,—উপরিউক্ত তিন বর্ণের সেবা শুশ্রূষা তাহার কর্ম্ম। কর্ম্ম সকল আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না এবং আমারও কর্ম্মফলেচ্ছা নাই। যিনি আমাকে এইরূপ জানিয়া, আমার শিবমূর্ত্তি প্রভৃতি দেখিয়া, নিরহঙ্কার হন, তাঁহার আর কর্ম্মবন্ধন থাকে না।

হে অর্জ্জুন! এই জ্ঞান লাভ করিলে, তুমি আর মোহপ্রাপ্ত

হইবে না এবং তৎপ্রভাবে আমাকে, আপনাতে এবং সর্ব্বভূতে একইরূপ দেখিবে; তুমি তত্ত্বদর্শী মহাত্মাদিগের নিকট হইতে প্রণিপাত, সংসারচ্ছেদ-বিষয়ে জিজ্ঞাসা এবং সেবা দ্বারা সেই তত্ত্বজ্ঞান অবগত হও; তাঁহারা পরম কারুণিক; তোমাকে অবশ্যই তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিবেন। প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন শুষ্ক কাষ্ঠকে ভস্মে পরিণত করিয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞানরূপ অগ্নিও সমুদয় কর্ম্মকেই ভস্মসাৎ করে। জ্ঞানের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই; কর্ম্মযোগে সিদ্ধিলাভ করিলে, কালে আপনিই সেই আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। যিনি পরমেশ্বরের আরাধনারূপ কর্ম্মে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, অথবা জ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা সকল সংশয় ছিন্ন করিয়াছেন, সেই আত্মবান্ ব্যক্তিকে কর্ম্ম সকল বন্ধন করে না। অতএব আত্মজ্ঞানরূপ খড়্গের আঘাতে হৃদয়স্থিত অজ্ঞান-সম্ভূত সংশয়নিচয় ছেদনপূর্ব্বক কর্ম্মযোগে প্রবৃত্ত হও; অধুনা নিষ্কাম ভাবে স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে বদ্ধ-পরিকর হও।

# পঞ্চম অধ্যায়।

## কর্ম্ম ও সন্ন্যাস-যোগ।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে বাসুদেব! কর্ম্ম-সন্ন্যাসের কথা বলিয়া আবার কর্ম্ম-যোগের কথাও বলিতেছ; এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি ভাল, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না; অতএব যেটি আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর, তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! কর্ম্ম-সন্ন্যাস ও কর্ম্ম-যোগ উভয়ই মোক্ষপ্রদ; কিন্তু উভয়ের মধ্যে কর্ম্ম-সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্ম-যোগই শ্রেষ্ঠ। কারণ, যে ব্যক্তির কিছুতেই দ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষা নাই, রাগ-দ্বেষাদি বিহীন হইয়া যিনি ঈশ্বরের জন্যই কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে সন্ন্যাসীই বটে; কারণ তিনি অনায়াসেই সর্ব্ববিধ বন্ধনপাশ হইতে মুক্ত।

তত্ত্ববিৎ কর্ম্মযোগী দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, আঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা, নিশ্বাস-প্রশ্বাস, চক্ষুরুন্মীলন ও নিমীলন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ইন্দ্রিয়গণই করিতেছে, আমি কিছুই করি না,—এরূপ মনে করেন। জলে থাকিয়াও যেমন পদ্মপত্র জলে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ ঈশ্বরে কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া, অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করিলে, তিনিও কর্ম্মজনিত পুণ্যপাপে লিপ্ত হন না। কর্ম্ম-যোগী

একমাত্র পরমেশ্বরের প্রতি চিত্তার্পণ করিয়া কর্ম্মফলের কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তি প্রাপ্ত হন; কিন্তু যে ব্যক্তি অযুক্ত (কর্ম্ম-যোগী নহে), সে কর্ম্মফলের প্রতি আসক্তি থাকায় কর্ম্ম-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকে।

পরমেশ্বর জীবগণের কর্ত্তৃত্ব বা কর্ম্মের সৃষ্টি করেন নাই; কিন্তু অবিদ্যারূপ জীবের স্বভাবই তাহাকে সেই সেই কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে; সুতরাং কর্ত্তৃত্বেও প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে। ভগবান্ কাহারও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না। কিন্তু অবিদ্যা-প্রসূত অজ্ঞানে নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-স্বভাব ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকায়, জীবগণ মোহ প্রাপ্ত হয়। বিদ্যা ও বিনয়াদিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, অশ্ব, কুকুর এবং চণ্ডালকেও পণ্ডিতগণ সমভাবে দর্শন করেন। যাঁহাদিগের মন সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত, তাঁহারা ইহকালেই সংসারবিজয়ী হইয়াছেন।

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি প্রিয় বস্তুলাভে আনন্দিত অথবা অপ্রিয়-সংঘটনে বিরক্ত হন না; কারণ তিনি স্থিরবুদ্ধি ও অবিমোহিত হইয়া অনুক্ষণ ব্রহ্মেই অবস্থান করেন। বিষয় সংস্পর্শ হইতে যে সকল সুখ অনুভূত হয়, তৎসমুদয় দুঃখেরই কারণ। হে কৌন্তেয়! তাহা পূর্ব্বেও ছিল না এবং পরে থাকিবে না; অতএব পণ্ডিতগণ তাহাতে সমাসক্ত হন না। যে ব্যক্তি শরীর ত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাম ও ক্রোধের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হন, তিনিই যোগী এবং তিনিই যথার্থ সুখী। কেবল কাম-ক্রোধাদির বেগ সহ্য করিতে পারিলেই যে মোক্ষলাভ হইবে,

তাহা নহে ; যিনি বিষয়-সংস্পর্শজনিত সুখে লক্ষ্য না রাখিয়া, অন্তরাত্মাতেই সুখানুভব করেন,—অন্তরাত্মাতেই যাঁহার আরাম এবং অন্তরাত্মাতেই যাঁহার সর্ব্বদা দৃষ্টি থাকে, তিনি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া, চরমে ব্রহ্মেই নির্ব্বাণ ( মোক্ষ ) প্রাপ্ত হন। যাঁহারা তত্ত্বদর্শী,—সুতরাং নিষ্পাপ, তাঁহারাই ব্রহ্ম নির্ব্বাণ লাভ করেন ; তাঁহারা সংশয়বিহীন, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বদা প্রাণিমণ্ডলীর হিতসাধনে রত থাকেন।

কাম এবং ক্রোধবিহীন সন্ন্যাসী এবং তত্ত্বজ্ঞগণ কেবল যে মৃত্যুর পরেই মোক্ষলাভ করেন, এরূপ নহে ; জীবিত অবস্থাতেও তাঁহার মুক্ত ; ( দেহত্যাগান্তেও যে তাঁহারা মুক্ত, তাহাও কি আর বলিতে হইবে ? ) রূপ-রসাদি বিষয়-সমূহ মন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া, ভ্রূযুগলের মধ্যেই দৃষ্টি সংস্থাপন করিয়া, নাসিকাভ্যন্তরচারী প্রাণ ও অপান নামক বায়ুদ্বয়কে সমভাবাপন্ন করিয়া, ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি সংযত করিয়া, যে মোক্ষপরায়ণ ব্যক্তি ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ করেন, তিনিই জীবন্মুক্ত। ইন্দ্রিয়-সংযম মাত্রেই যে মুক্তিলাভ হইবে, এরূপ নহে ; যে সকল মানব আমাকেই যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সকলেরই একমাত্র প্রভু এবং সমুদয় প্রাণিমণ্ডলীর সুহৃৎ বলিয়া অবগত হন, তিনিই শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাদৃশ মহাত্মা ধ্যান-যোগে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, মৎপ্রসাদ-লব্ধ তত্ত্বজ্ঞান-প্রভাবে মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন।

# ষষ্ঠ অধ্যায়।

## ধ্যান-যোগ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে পার্থ! যিনি কর্ম্মফলের প্রত্যাশা না করিয়া কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং তিনিই যোগী। কেবল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেই সন্ন্যাসী বা যোগী হওয়া যায় না। তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে,—যাহাকে সন্ন্যাস বলে, তাহাকেই যোগ বলে। সঙ্কল্প পরিত্যাগ না করিলে, কোন মতেই যোগী হওয়া যায় না। যাবজ্জীবনই যে কর্ম্ম-যোগের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা নহে। যাঁহারা জ্ঞান-যোগে আরোহণ করিতে চাহেন, কর্ম্মই তাঁহাদের আরোহণের কারণ। জ্ঞান-যোগারূঢ় ব্যক্তির সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাসই কারণরূপে কথিত হয়।

যোগারূঢ় ব্যক্তির অবস্থা কিরূপ তাহা বলিতেছি,—যখন কেহ ইন্দ্রিয়ভোগ্য ও ইন্দ্রিয়সাধন বিষয়ে অনাসক্ত থাকেন, সেই সর্ব্ববিধ-সঙ্কল্পপরিত্যাগী ব্যক্তিকে যোগারূঢ় বলা যায়। বিবেকযুক্ত আত্মা দ্বারা আপনাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিবে। আত্মাকে অবসন্ন করিবে না; কারণ মন অনাসক্ত হইলেই আপনার বন্ধু এবং আসক্ত হইলেই শত্রু হয়।

কিরূপ আত্মা আপনার বন্ধু এবং কিরূপ আত্মাই বা

আপনার শত্রু তাহা বলিতেছি,—যে আত্মা দ্বারা আত্মাকে (মনকে) জয় করা যায় অর্থাৎ বিষয়াসক্তি হইতে ফিরাইয়া স্ববশে আনিতে পারা যায়, সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু; এবং যে ব্যক্তি আত্মাকে জয় করিতে পারে না, তাহার আত্মাই আত্মার শত্রু। জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পরিতৃপ্তচিত্ত, নির্ব্বিকার, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি লোষ্ট্র, প্রস্তর এবং কাঞ্চনে সমদর্শী; যিনি সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, সাধু এবং পাপেতেও সমদৃষ্টি-সম্পন্ন, সেই যোগারূঢ় ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ।

যোগী একাকী নির্জ্জন স্থানে অবস্থিতিপূর্ব্বক আত্মা ও মনকে সংযত করিয়া, নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া সতত যোগাচরণ করিবে। পবিত্র স্থানে কুশ ও তদুপরি পবিত্র ব্যাঘ্র চর্ম্মাদি বিস্তৃত করিয়া, যাহাতে স্থিরভাবে উপবেশন করা যাইতে পারে, এরূপ অনতি-উচ্চ ও অনতিনিম্ন আসন প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে উপবেশনপূর্ব্বক মনঃসংযম করিয়া মদর্পিতচিত্তে আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত যোগাভ্যাস করিবে। শরীর, মস্তক এবং গ্রীবা সরলভাবে রাখিয়া, অন্যান্য দিক হইতে দৃষ্টিকে ফিরাইয়া আনিয়া, আপনার নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি সংস্থাপন করিবে এবং মনকে সংযত করিয়া, মৎপরায়ণ হইয়া, আমাতেই চিত্ত সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করিবে। যোগী এইরূপে মনকে সংযত করিয়া আমাতেই অবস্থানরূপ মোক্ষ-পর্য্যবসায়িনী শান্তি লাভ করেন।

যে ব্যক্তি অত্যন্ত অধিক বা নিতান্ত অল্প ভোজন করে, অত্যধিক বা অত্যল্প নিদ্রা যায়, তাহার সমাধি হয় না। যিনি,

নিয়মিতরূপে আহার-বিহার করেন, নিয়মিতরূপে কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকেন এবং নিদ্রিত ও প্রবোধিত থাকেন, তাঁহারই সর্ব্বদুঃখহর সমাধি হইয়া থাকে। যে সময়ে চিত্ত বিশেষরূপে নিয়মিত হইয়া কেবল আত্মাতেই সম্যক্‌রূপে অবহিত থাকে, অর্থাৎ দেহাদি স্থূল শরীরে জ্ঞান থাকে না এবং সর্ব্ববিধ বিষয়-কামনা-শূন্য হয়, তৎকালে তাঁহাকে "যুক্ত" বলা যায়। সংযতচিত্ত যোগীর উপমা দিতে হইলে, ইহাই বলিতে হয়—যেরূপ নির্ব্বাত প্রদেশে অবস্থিত দীপ নিষ্কম্প এবং স্বয়ং প্রকাশ-রূপে অবস্থিত থাকে, সেইরূপ তিনি সত্ত্বগুণের উদ্রেকবশতঃ স্বয়ং প্রকাশমান থাকিয়া, অন্যের প্রকাশকরূপে অবস্থান করেন।

এক্ষণে যোগের লক্ষণ কি, তাহা বর্ণিত হইতেছে—যে অবস্থায় চিত্ত অভ্যাসপটুতা-নিবন্ধন নিরুদ্ধ হইয়া, উপরত হয় অর্থাৎ বৃত্তিপরিশূন্য হয়, এবং শুদ্ধসত্ত্বমাত্ররূপ অন্তঃকরণ দ্বারা প্রত্যক্ চৈতন্যরূপ অখণ্ডানন্দঘন আত্মাকে অবলোকন করিতে করিতে আত্মাতেই পরিতোষ লাভ করে, তাহাকেই যোগ বলিয়া জানিবে। চিত্তের যেরূপ অবস্থায় সেই যে ইন্দ্রিয়াতীত, কেবল বুদ্ধিমাত্র দ্বারা গ্রহণীয় নিরতিশয় সুখ অনুভব করা যায়, তাহাকেই যোগ বলিয়া জানিবে। যে নিরতিশয় সুখ লাভ করিতে পারিলে, অন্য কোনরূপ পার্থিব সুখ তদপেক্ষা অধিক বলিয়া অনুভূত হয় না—চিত্ত যে অবস্থায় অবস্থিত হইলে, যৎপরোনাস্তি দুঃখেও বিচলিত হইতে হয় না, মনের তাদৃশ অবস্থাবিশেষকে যোগ বলিয়া জানিবে। 'তাড়াতাড়ি কি?

—যদি এ জন্মে না হয়, নাই হইল—কোন না কোন জন্মে এ অবস্থা পাইবই,—এইরূপ অবিচলিত ধৈর্য্য-সমন্বিত চিত্তে সেই যোগের অভ্যাস করিতে হইবে। সঙ্কল্পসম্ভূত যাবতীয় কামনা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া এবং মন দ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহকে বিশেষরূপে নিয়মিত করিয়া, শাস্ত্র এবং আচার্য্যের উপদেশানুসারে ক্রমশঃ মনোনিরোধ রূপ উপরতি অভ্যাস করিতে হইবে; এই সময় মনকে সম্পূর্ণরূপে আত্মায় লাগাইয়া রাখিবে; অন্য কিছুই মনে আসিতে দিবে না। যদি চঞ্চল মন অন্য কিছুতে যায়, তাহাকে ফিরাইয়া আত্মাতেই বশীভূত করিয়া রাখিবে। যোগাভ্যাস-পরায়ণ ব্যক্তি এইরূপে সর্ব্বদা মনকে আত্মায় স্থির করিয়া রাখিবে। তাহা হইলেই অনায়াসে নিরবচ্ছিন্ন অতীন্দ্রিয় পরমানন্দ সুখ লাভ করিতে পারিবে।

যে ব্যক্তি আমাকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত দেখিতে পান এবং ভূতমাত্রকেই আমাতে অবস্থিত দেখিতে পান, আমি কখনও তাঁহার নিকট অদৃশ্য হই না এবং তিনিও আমার অদৃশ্য থাকেন না। যিনি আমাকে সর্ব্বভূতস্থিত জানিয়া ভজনা করেন, তিনি যে কোন প্রকারে থাকুন না কেন, আমাতেই অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি আপনার সুখ-দুঃখাদি যেরূপ প্রিয় ও অপ্রিয় মনে করেন, অপরের সুখদুঃখও তদ্রূপ বোধ করেন, ( অর্থাৎ যিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী ) সেই যোগীই আমার মতে শ্রেষ্ঠ।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে বাসুদেব! তুমি মনের চাঞ্চল্যাদি-বিহীন ও সর্ব্বদা আত্মাকারে অবস্থানরূপ যে যোগের কথা

বলিলে, চিত্তের চাঞ্চল্য নিবন্ধন তাহা আমি দীর্ঘকালস্থায়ী বলিয়া বুঝিতেছি না। মন স্বভাবতঃ বড়ই চঞ্চল এবং বলবান্; উহা দেহ ও ইন্দ্রিয়গণের নিরতিশয় বিক্ষোভ-সম্পাদক; অতএব দেহেন্দ্রিয় দ্বারা বহু চেষ্টা করিলেও মনকে আয়ত্ত করা সম্ভব নহে। তাই ভাবিতেছি—বায়ুকে রোধ করা যেরূপ দুষ্কর, মনের নিগ্রহও তদ্রূপ দুঃসাধ্য।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে পার্থ! মনকে নিগৃহীত করা যে একান্ত কঠিন, তদ্বিষয়ে আর সংশয় নাই। কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা উহাকে নিগৃহীত করা যায়। যাহাদের অন্তঃকরণ বশীভূত নহে, তাহাদের পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপ্য; কিন্তু যিনি যত্নপূর্ব্বক চিত্তকে বশীভূত করিতে পারেন, তিনি যথাযথ উপায়ে উক্ত অবস্থা লাভ করিতে সমর্থ হন।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে মাধব! যাঁহারা যোগপথ অবলম্বন করিয়া শেষ পর্য্যন্ত যাইতে না যাইতে স্খলিতপদ হইয়া যোগভ্রষ্ট হন, তাঁহাদিগের কি গতি হয়? তাঁহারা কি ঐহিক ও পারত্রিক উভয় ফলে বঞ্চিত হইয়া বায়ু-খণ্ডিত মেঘের মত বিনষ্ট হন?

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে পার্থ! ইহলোকে বা পরলোকে সেইরূপ ব্যক্তির বিনাশ অসম্ভব। সৎকর্ম্মকারীদিগের কখনই দুর্গতির সম্ভাবনা নাই। তিনি পুণ্যকর্ম্মা মহাত্মাদিগের প্রাপ্য লোকসমূহে বহুকাল সুখসম্ভোগ করিয়া, পরম পবিত্র সমৃদ্ধিশালী বংশে অথবা যোগিকুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং উভয়বিধ জন্মেই পূর্ব্বদেহসম্ভূত বুদ্ধি-যোগ লাভ করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বজন্মের অভ্যাসবশতঃই তিনি ভোগবাসনা-বশে যোগে অনিচ্ছু হইলেও যেন অকস্মাৎ ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া থাকেন। যোগের প্রথম ভূমিকাপ্রাপ্ত হইয়াও যদি দেহত্যাগ করেন, তথাপি তিনি জ্ঞানাধিকারী হইয়া থাকেন। অতএব যিনি প্রযত্নসহকারে যোগভ্যাসে তৎপর হন, তিনি যে ক্রমশঃ শুদ্ধচিত্ত হইয়া পরমাগতি প্রাপ্ত হন, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে ? ফলতঃ! যোগী কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপোনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও অশ্বমেধাদি কর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণ জনগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং সকাম জ্ঞানী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ : অতএব তুমি যোগী হও। যোগীদের মধ্যেও আবার যিনি আমার প্রতি চিত্তসমর্পণ করিয়া, শ্রদ্ধার সহিত আমার ভজনা করেন, তাঁহাকেই আমি শ্রেষ্ঠ যোগী বিবেচনা করি।

# সপ্তম অধ্যায়।

## জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে পার্থ! অন্য কাহারও আশ্রয় না লইয়া, কেবল আমারই প্রতি মনোনিবেশপূর্ব্বক যোগাভ্যাস করিলে, যে প্রকারে আমাকে নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিবে, আমি সেই বিজ্ঞানযুক্ত জ্ঞানই তোমাকে বিশেষরূপে বলিতেছি; তাহা জানিলে, আর কিছুই জানিতে অবশিষ্ট থাকিবে না।

ভূমি, জল, বায়ু, আকাশ, অনল, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার,—এই অষ্ট প্রকারে আমার প্রকৃতি বিভক্ত। এই অষ্ট প্রকার প্রকৃতিকে "অপরা প্রকৃতি" কহে; ইহা ভিন্ন চৈতন্যস্বরূপ আমার আর একটি "পরা প্রকৃতি" আছে; উহাই এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই দুই প্রকার প্রকৃতি হইতে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূত সকল উৎপন্ন। এই নিখিল জগৎ আমা হইতে উৎপন্ন এবং আমিই ইহার প্রলয়কর্ত্তা। মণিমালা যেরূপ সূত্রে গ্রথিত থাকে, সেইরূপ সমস্ত জগৎ আমাতে গ্রথিত রহিয়াছে। আমিই জলরাশিতে রস, চন্দ্রার্কে প্রভা, বেদ সকলে প্রণব, আকাশে শব্দ, মনুষ্যে পৌরুষ, পৃথিবীতে পুণ্যগন্ধ, অগ্নিতে তেজ, সর্ব্বভূতে জীবন এবং তপস্বিগণে তপস্যা। হে পার্থ! আমাকে সর্ব্বভূতের সনাতন বীজ স্বরূপ জানিবে। আমি বুদ্ধিমান্‌দিগের বুদ্ধি এবং তেজস্বিগণের তেজ।

যে সকল সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক ভাব আছে, সে সকল আমা হইতে উৎপন্ন জানিবে। এই ত্রিগুণাত্মক ভাবে সমুদয় জগৎ বিমোহিত হওয়ায় অব্যয়স্বরূপ আমাকে কেহই জানিতে পারে না। যে সকল অজ্ঞান নরাধমের জ্ঞান মায়া দ্বারা অপহৃত হইয়াছে, সেই দুরাচারগণ আসুর ভাব আশ্রয় করিয়া আমায় অবগত হইতে পারে না। রোগাদি দ্বারা অভিভূত, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, অর্থাকাঙ্ক্ষী এবং জ্ঞানী—এই চতুর্ব্বিধ লোকই আমাকে ভজনা করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ; কারণ, তিনি সতত মদেক-পরায়ণ; আমিই তাঁহার অতিমাত্র প্রিয়তম পদার্থ; তিনিও আমার অতীব প্রীতিপাত্র। ঐ চতুর্ব্বিধ ব্যক্তির সকলেই মহান্ এবং মোক্ষলাভে সমর্থ; কিন্তু জ্ঞানীকেই আমি আত্মা মনে করি। তিনি প্রতি জন্মেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুণ্য সঞ্চয় করিয়া অবশেষে 'ভগবান্ বাসুদেবই এই নিখিল জগৎ' এইরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হন। তাদৃশ মহাত্মা অতি দুর্লভ।

সাধারণতঃ সকলে কামনাভিভূত হইয়া, জপ, উপবাস প্রভৃতি নানাবিধ নিয়ম ও ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে। যাহারা শ্রদ্ধাসহকারে যে যে দেবতার অর্চ্চনা করিতে সমুৎসুক হয়, আমিই সেই সেই ব্যক্তির তত্তদ্দেবতা-বিষয়িণী ভক্তিকে অচলা করিয়া দিয়া থাকি; তাহারাও তাদৃশ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেই সেই দেবতার অর্চ্চনা করিয়া, মদ্‌বিহিত কাম্য পদার্থ লাভ করিয়া থাকে। ঐ সকল অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন জনগণ যে যে ফল লাভ করে, তৎসমুদয়

অচিরস্থায়ী; ঐ সকল দেবোপাসকগণ বিনশ্বর দেবগণের আরাধনা করিয়া, বিনশ্বর দেবগণকেই প্রাপ্ত হয়; আর মদুপাসকগণ অবিনশ্বর অনাদ্যন্ত আমাকেই লাভ করিয়া, অনন্ত সুখের অধিকারী হইয়া থাকেন। অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ আমার নিত্য ও উৎকৃষ্ট স্বরূপ অবগত না হইয়া, মায়াতীত আমাকে মৎস্য-কূর্ম্মাদিরূপধারী বিবেচনা করে। আমি যোগমায়া-সমাবৃত; এজন্য সকলের নিকট প্রকাশিত হই না। আমি অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ স্থাবর-জঙ্গমের সকলই অবগত আছি; আমায় কিন্তু কেহই অবগত নহে।

যাহারা জরা ও মৃত্যুর নিরসনের নিমিত্ত আমাকে আশ্রয় করে, তাহারা সেই ব্রহ্ম, অধ্যাত্মতত্ত্ব এবং সমস্ত কর্ম্মই অবগত হইতে পারেন। যাঁহারা অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞের সহিত আমাকে অবগত হইয়াছেন, আমার প্রতি সমাসক্তচিত্ত, সেই সকল ব্যক্তি মৃত্যুকালে মরণ-যাতনায় অধীর হইয়াও আমাকে বিস্মৃত হন না; সুতরাং সেই সকল ভক্তগণের যোগভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই।

# অষ্টম অধ্যায়।

## তারকব্রহ্ম-যোগ।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে পুরুষোত্তম! সেই ব্রহ্ম কিরূপ? অধ্যাত্ম কি? কর্ম্মই বা কি? অধিভূত কাহাকে বলে? অধিদৈবই বা কিরূপ? এই দেহে অধিযজ্ঞ কে? কোথায় এবং কিরূপেই বা তিনি অবস্থিতি করিতেছেন, আর সংযতেন্দ্রিয়গণ কি প্রকারেই বা মৃত্যুকালে তোমাকে জানিতে পারেন?

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে পার্থ! যিনি অক্ষর, জগতের মূল কারণ, সেই নিরতিশয় মহান্ই "ব্রহ্ম"। তাঁহারই স্বরূপ সেই অহঙ্কার-পরিশূন্য শুদ্ধ চৈতন্য জীবদেহে নিরন্তর অবস্থান করিতেছেন বলিয়া, তাঁহাকেই "অধ্যাত্ম" বলে এবং ভূতগণের উদ্ভব ও পোষণকর যাগ-হোম-দান স্বরূপ ত্যাগকেই "কর্ম্ম" বলে।* দেহাদি বিনশ্বর ভাবটি জীবমাত্রকেই অধিকার করিয়া অবস্থান করিতেছে; অতএব উহাকে "অধিভূত" বলে এবং যিনি

* অর্থাৎ দেবোদ্দেশে যাহা কিছু প্রদান করা যায়, তাহারই নাম "কর্ম্ম"। ইহাই প্রাণিগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির হেতু; স্মৃতিশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে—"অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যক্ আদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ।" অতএব যাগহোমদানাত্মক বৈদিক কর্ম্মই এখানে "কর্ম্ম" পদ-বাচ্য।

সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী সর্ব্বভূতাধিপতি হিরণ্যগর্ভ, স্বীয় অংশভূত আদিত্যাদি দেবগণে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক চক্ষুরাদির অনুগ্রাহক, তিনি "অধিদৈব" পদবাচ্য। আর আমি এই অন্তর্য্যামিরূপে দেহমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক যজ্ঞাদি কর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও ফলদাতৃরূপে অবস্থান করিতেছি; এই জন্য আমি "অধিযজ্ঞ"। অতএব তোমার জিজ্ঞাসিত "অধিযজ্ঞ কোথায়" তাহারও উত্তর দিলাম। এক্ষণে তোমার সপ্তম প্রশ্নের উত্তর দিতেছি—

যিনি অন্তিমকালে একমাত্র আমাকেই স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন, তিনি আমারই ভাবপ্রাপ্ত হন। মানবগণ মৃত্যুকালে যে যে ভাব স্মরণ করে, সে তাহাই প্রাপ্ত হয়। অতএব তুমি সর্ব্বদা আমায় চিন্তা করিবে এবং তৎসঙ্গে স্বধর্ম্মাচরণ করিবে। আমার প্রতি মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করিলে, তুমি নিশ্চয়ই আমাকে পাইবে।

অধুনা তোমার অষ্টম প্রশ্নের উত্তর দিতেছি—আমাকে প্রাপ্ত হইলে ভক্তিমান্ মানবগণকে অনিত্য সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মালোক পর্য্যন্ত সমুদয় লোক হইতেই পুনর্ব্বার এই সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়; কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হইলে, আর পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যাঁহারা অবগত আছেন যে, দেবগণের সহস্রযুগে ব্রহ্মার এক দিন এবং ঐরূপ সহস্রযুগে এক রাত্রি হয়, তাঁহারাই অহোরাত্রজ্ঞ। ব্রহ্মার দিবা সমাগমে সেই অব্যক্ত কারণ হইতে চরাচর জগৎ

প্রকাশিত হয় এবং রাত্রি হইলে সেই অব্যক্তরূপ কারণেই নিখিল সংসার লয় প্রাপ্ত হয়। এইরূপে ভূতমণ্ডলী পুনঃপুনঃ জন্মপরিগ্রহ করে ও লয় প্রাপ্ত হয়। সমুদয় প্রাণী যাঁহার মধ্যে বাস করিতেছেন, যিনি সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, সেই পরমপুরুষকে কেবল অনন্যভক্তি দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পরমেশ্বরের উপাসকগণের মধ্যে কাহারও পুনর্জ্জন্ম হয়, কাহারও বা হয় না। পুনর্জ্জন্ম ও ক্রমমুক্তির দুইটি পথ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে; তাহার একটির নাম "দেবযান" এবং অন্যটির নাম "পিতৃযান"। যাঁহারা কামনাহীন সগুণ ব্রহ্মোপাসক, তাঁহারা দেহত্যাগের পর ব্রহ্মলোকাভিমুখ হইয়া প্রথমে তেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে প্রাপ্ত হন; তৎপরে দিবসাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইত্যাদি ক্রমে শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ, সংবৎসর, আদিত্য, চন্দ্র ও বিদ্যুৎ—এই সকলের অধিষ্ঠাত্রী আতিবাহিক দেবতাবাহিত হইয়া, তত্তল্লোকে গমন করিয়া থাকেন; বিদ্যুদ্দেবতালোকে উপস্থিত হইলে, এক দিব্যপুরুষ আসিয়া তথা হইতে তাঁহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। এই পথে যাঁহারা গমন করেন, সেই ব্রহ্মবিদ্‌গণ সগুণব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।* আর কর্ম্মীরা দেহান্তে প্রথমে ধূমাধিষ্ঠাত্রী-দেবতা, তৎপরে ক্রমশঃ রাত্রি-দেবতা, কৃষ্ণপক্ষ-দেবতা, দক্ষিণায়ন-দেবতা পিতৃলোক, আকাশলোক এবং তৎপরে চন্দ্রলোকে (স্বর্গে) গমন করেন এবং তথায় কর্ম্মফল

---

* নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকগণের কিন্তু এসকল পথে যাইতে হয় না; তাঁহারা জ্ঞানসমকালেই মুক্তিলাভ করেন।

ভোগান্তে পুনরাবৃত্তি ( পুনর্জ্জন্ম ) প্রাপ্ত হন। * এই দুইটি মার্গ যথাক্রমে "শুক্ল মার্গ" ও "কৃষ্ণ মার্গ" অথবা "উত্তরায়ণ পথ" ও "দক্ষিণায়ন পথ" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ( এই চিরন্তন পথদ্বয়ের ) একটিতে ( শুক্লমার্গে ) পুনর্জ্জন্ম হয় না ; অপরটিতে ( কৃষ্ণমার্গে ) পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে। এই পথ দুইটিকে মোক্ষ ও সংসার-প্রাপক বলিয়া জানিতে পারিলে, কোন যোগী কদাচ মুগ্ধ হন না। তাই বলিতেছি—তুমি সর্ব্বক্ষণই যোগযুক্ত ( শুক্লগতি-প্রাপক পরমেশ্বর-ভজন-নিষ্ঠাপরায়ণ ) হও।

বেদ, যজ্ঞ এবং তপস্যায় যে সকল পুণ্যফল উপদিষ্ট আছে, যোগিগণ জ্ঞানবলে জগতের আদিকারণ সেই বিষ্ণুপদ সম্বন্ধীয় চরম জ্ঞান অবগত হইতে পারিলে, পরমগতি লাভ করেন।

* ব্রহ্মলোকে গমনমাত্রেই যে পুনরাবৃত্তির নিবৃত্তি হইল, তাহা নহে ; তবে সগুণোপাসকগণ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় উৎপন্ন তত্ত্বজ্ঞান-প্রভাবে ব্রহ্মার সহিত মোক্ষভাগী হইয়া থাকেন। যতক্ষণ, প্রকৃত প্রস্তাবে, তত্ত্বজ্ঞান না জন্মে, ততক্ষণ মুক্তি নাই। নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকগণ প্রত্যক্ষভাবে আমায় প্রাপ্ত হন ; সুতরাং তাঁহাদের পুনরাবৃত্তি হয় না। তাঁহারাই মুক্তপুরুষ।

# নবম অধ্যায়।

## রাজগুহ্য-যোগ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে অর্জ্জুন! এক্ষণে তোমায় বিজ্ঞানের সহিত গুহ্যতম জ্ঞান বলিতেছি, ইহা জ্ঞাত হইলে, অনায়াসে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। ইহা রাজবিদ্যা ও রাজগুহ্য নামে অভিহিত; ইহা সুখ-সম্পাদনীয় এবং অক্ষয়।

আমার এই অতীন্দ্রিয় মূর্ত্তি জগতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে; যাবতীয় ভূতগণ আমাতেই অবস্থান করিতেছে; কিন্তু আমি কাহাকেও অবলম্বন করি নাই। কল্পান্তে ভূতগণ আমার মায়ায় লীন হয় এবং কল্পারম্ভে আমি পুনর্ব্বার তাহাদিগকেই সৃষ্টি করি। পরন্তু জীবগণ প্রকৃতি-পরতন্ত্র; সুতরাং সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত আমাকে আবদ্ধ করিতে পারে না; কারণ, আমার সান্নিধ্য হেতু প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছে; আমার অধিষ্ঠান জন্যই জগৎ পুনঃপুনঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যদিও আমি অসঙ্গ এবং উদাসীন, কিন্তু বিবেক-বিহীন মূঢ়গণ আমার পরম ভাব অবগত হইতে না পারিয়া, আমায় নরদেহধারী মনে করিয়া স্বরূপতঃ আমায় জানিতে পারে না। হায়! তাহাদের কি দুরদৃষ্ট! দৈবী-প্রকৃতিসম্পন্ন মহাত্মারা, আমাকে সকল ভূতের আদি ও অব্যয় জানিয়া, নানাবিধ উপায়ে ভজনা করেন। আমিই বেদ-নির্দ্দিষ্ট যজ্ঞ, আমিই স্বধা, আমিই

মহৌষধ, আমিই মন্ত্র, আমিই আজ্য, আমিই অগ্নি এবং আমিই হোম। আমিই জগতের মাতা, পিতা ও পিতামহ। আমিই জ্ঞেয় বস্তু, পবিত্র ওঁকার এবং ঋক, সাম ও যজুঃ। আমিই সর্ব্বভূতের গতি, ভর্ত্তা, প্রভু ও সুহৃৎ। আমি সকলের স্রষ্টা, সংহর্ত্তা, আধার, লয়স্থান, কারণ এবং অব্যয়। আমি যথাকালে আদিত্যরূপে তাপ দান করি, জলদরূপে বারিবর্ষণ করি এবং কখনও বা রস আকর্ষণও করি। আমিই সৎ আবার আমিই অসৎ। আমিই মৃত্যু আবার আমিই অমৃত।

বেদত্রয়োক্ত কর্ম্মপর ব্যক্তিগণ সোমপান করিয়া নিষ্পাপ হইয়া, যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞরূপী আমাকেই পূজা করিয়া সুরলোক প্রাপ্তির ইচ্ছা করেন; তাঁহারা পুণ্যফল স্বরূপ ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া, চরমে দিব্য পরমভোগ উপভোগ করিতে থাকেন; অনন্তর তাঁহারা স্বর্গলোকে বিপুল সুখভোগ করিয়া নির্দ্দিষ্ট পুণ্যক্ষয় হইলে, পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যলোকে আগমন করেন। বেদোক্ত কর্ম্মপরায়ণ জনগণ এইরূপে সংসারে যাতায়াত করিয়া থাকে; তাহারা আমার তত্ত্ব অবগত নহে; এই জন্য পুনঃপুনঃ সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হয়। যাঁহারা অনন্যচিত্তে সর্ব্বদা আমাকে ধ্যান করিতে করিতে আরাধনা করেন, আমাতে অভিনিবিষ্টচিত্ত সেই সকল ব্যক্তির যোগক্ষেম * আমিই বহন করিয়া থাকি।

---

* দেহযাত্রানির্ব্বাহার্থ ধনাদিলাভকে যোগ বলা যায় এবং তৎসমুদয় যথাযথভাবে রক্ষাকে ক্ষেম বলা যায়। তাঁহাদের রক্ষার্থ আমিই এ সকলের ব্যবস্থা করিয়া থাকি।

যদি শ্রদ্ধাপ্রণোদিত হইয়া কেহ অন্য দেবতারও আরাধনা করে, সে ব্যক্তি পরোক্ষ ভাবে আমারই উপাসনা করিয়া থাকে। পরন্তু আমিই যে সমুদয় যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু, তাহারা ইহা অবগত নহে বলিয়া মোক্ষমার্গ ভ্রষ্ট হয়। অতএব তুমি আমাকে সর্ব্বদেবাত্মক মনে করিয়া, ভক্তিভাবে ভজনা করিলে, আর তোমাকে মার্গচ্যুত হইতে হইবে না। ইন্দ্রাদি দেবোপাসকগণ দেবলোক প্রাপ্ত হন। শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াপর পিতৃব্রতগণ পিতৃলোক প্রাপ্ত হন এবং আমার উপাসকগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক আমায় পত্র, পুষ্প, ফল ও জলাদি প্রদান করে, শুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ভক্তের প্রদত্ত সেই সকল উপহার আমি সানন্দে গ্রহণ করি। তুমি যাহা কিছু কর্ম্ম করিবে, যে তপস্যা, হোম বা দান করিবে, সে সকল আমাতেই সমর্পণ করিবে; আমি সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত আছি; অতএব সকল ভূতই আমার পক্ষে সমান। কেহই আমার দ্বেষের পাত্রও নহে—প্রীতিপাত্রও নহে; পরন্তু যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক আমার ভজনা করেন, তাঁহারা আমাতে এবং আমি তাহাদের মধ্যে অবস্থান করি।

অতি দুরাচর ব্যক্তিও অনন্যচিত্তে যদি আমার ভজনা করে, তাহা হইলে তাহাকেও সাধু বলা যায়; কেননা তাহার এরূপ অধ্যবসায় প্রশংসনীয়। সে ব্যক্তি শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হয় এবং অবিনশ্বর শান্তিলাভ করে। তুমি ইহা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক নিশ্চয় করিয়া বলিতে পার যে, আমার ভক্তের বিনাশ নাই। আমার,

প্রতি ভক্তির শক্তি যে কত, তাহার কথা অধিক আর কি বলিব, —দুষ্কৃতিবশে যাহারা নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারাও অনন্যচিত্তে আমাকে অবলম্বন করিলে পরমা গতি প্রাপ্ত হইতে পারে। যাঁহারা সুকৃতিবশে ব্রাহ্মণ, বা ভক্তিমান্ রাজর্ষি প্রভৃতি রূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহাদের ত কথাই নাই। তাই বলিতেছি—তুমি এই অনিত্য অসুখকর মর্ত্ত্যলোকে রাজর্ষি দেহ প্রাপ্ত হইয়া, আমার ভজনা কর। [ নতুবা তোমার ঈদৃশ জন্মও ব্যর্থ হইয়া যাইবে ]। তুমি চিত্তকে সর্ব্ববিষয় হইতে ফিরাইয়া আনিয়া আমাতেই বিনিবেশিত কর; [ যদি তাহা না পার, তবে ] আমাকেই ভক্তি কর; [ ইহাতেও অসমর্থ হইলে ] আমারই উদ্দেশে যজ্ঞাদি বাহ্য আরাধনা করিতে পার; [ তাহাও যদি না পার, তবে ] আমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম কর; এইরূপে মৎপরায়ণ হইলে, আমাতেই যুক্ত হইয়া ক্রমশঃ ধ্যান-যোগে আমাকে অদ্বৈত ব্রহ্ম জানিয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

# দশম অধ্যায়।

## বিভূতি-যোগ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে পার্থ! আমার বাক্যামৃত পানে তোমাকে পরম পরিতুষ্ট দেখিতেছি। তুমি পুনরায় আমার পরম বাক্য সকল শ্রবণ কর। আমি জন্ম-মরণ-রহিত বলিয়া দেবগণ অথবা মহর্ষিগণ আমার আবির্ভাব অবগত নহেন; কারণ আমি সর্ব্বপ্রকারেই দেব ও মহর্ষিগণের আদি। আমার অনুগ্রহ ভিন্ন কেহই আমাকে অবগত হইতে সমর্থ নহে। যে ব্যক্তি আমাকে জন্ম-রহিত, অনাদি এবং সর্ব্বলোকেশ্বর বলিয়া অবগত হন, তিনি এই মর্ত্তাধামে মোহ-পরিশূন্য হইয়া, সমুদয় পাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন।

বুদ্ধি, জ্ঞান, অব্যাকুলতা, ক্ষমা, সত্য, বহিরিন্দ্রিয়-সংযম, শান্তি, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তৃপ্তি, তপ, দান, যশ এবং অযশ—জীবগণের এই সকল পৃথক্ পৃথক্ ভাব আমা হইতেই হইয়াছে। ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত মহর্ষি এবং তাঁহাদেরও পূর্ব্ববর্ত্তী সনকাদি চারি মহর্ষি,—ইহারা সকলে আমারই মনের সঙ্কল্প মাত্রেই উৎপন্ন হইয়াছেন এবং তাঁহাদের হইতেই পুত্র-পৌত্রাদিরূপে জগতীতলস্থ প্রজামাত্রেই

উৎপন্ন ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। আমার এই সকল বিভূতি এবং ঐশ্বর্য্যযোগ যিনি অবগত আছেন, তিনি সমাধি লাভ করেন; এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। আমা হইতে সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে এবং আমিই সকলের বুদ্ধি প্রভৃতির প্রবর্ত্তক; বুধগণ ইহা অবগত হইয়া প্রফুল্লচিত্তে আমার ভজনা করেন। যে সকল ব্যক্তি আমাতে চিত্ত বিনিবেশিত করিয়া, আমাতে প্রাণ সমর্পণপূর্ব্বক পরস্পরের নিকট আমারই ভজনীয়তা উদ্বোধণ করেন এবং ভক্তগোষ্ঠীতে আমারই বিষয় কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে পরম পরিতোষ লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিয়ত আমাতে যুক্ত থাকিয়া ভজনা করেন; এজন্য আমি তাঁহাদিগকে বুদ্ধিরূপ পথ প্রদর্শন করি; আমার ভক্তগণ সেই পথ অবলম্বন করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হন।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে বাসুদেব! তুমি পরমব্রহ্ম, জীবের পরম আশ্রয়, পরম পবিত্র, পরম পুরুষ; তুমি নিত্য, জ্যোতির্ম্ময়-বিগ্রহ এবং আদিদেব। সমুদয় ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ এবং অসিত, দেবল, ব্যাসদেব প্রভৃতি সকলেই তোমায় ঐরূপ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন এবং তুমি স্বয়ংও সেইরূপই বলিতেছ। তুমি আমাকে যাহা যাহা বলিলে, সকলই সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে; তোমার আবির্ভাবের প্রকৃত কারণ দেব বা দানব কেহই অবগত নহেন; তুমি কেবল স্বয়ংই তাহা অবগত আছ। তুমি যে যে বিভূতিদ্বারা জগৎসংসার ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ, সেই দিব্য আত্মবিভূতি সকল সবিশেষ বর্ণন কর। আমি কোন

কোন্ ভাবে চিন্তা করিয়া তোমায় প্রাপ্ত হইতে পারিব, তাহা আমায় সবিস্তার নির্দ্দেশ কর; তোমার বাক্যামৃত-পানে আমার তৃপ্তির শেষ হইতেছে না।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমার বিভূতির শেষ নাই: তবে তোমার নিকট কয়েকটি মাত্র প্রধান প্রধান আত্মবিভূতি বর্ণন করিতেছি।

আমিই সর্ব্বভূতে অবস্থিত আত্মা: আমি ভূতগণের আদি, মধ্য এবং অন্ত। আমিই আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু, জ্যোতিঃপদার্থের মধ্যে সূর্য্য, মরুদ্গণের মধ্যে মরীচি এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র। আমি বেদ চতুষ্টয়ের মধ্যে সামবেদ, দেবগণের মধ্যে বাসব, ইন্দ্রিয়দিগের মধ্যে মন এবং ভূতগণের মধ্যে চৈতন্যরূপে অবস্থান করিতেছি। আমিই রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষ-রাক্ষসের মধ্যে ধনপতি কুবের, বসুগণের মধ্যে পাবক, পর্ব্বতের মধ্যে সুমেরু। হে পার্থ! আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি বলিয়া জানিবে। আমি সেনানীগণের মধ্যে কার্ত্তিকেয় এবং জলাশয়ের মধ্যে সাগর। আমিই মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু এবং বাক্য সকলের মধ্যে একাক্ষর ওঁকার, যজ্ঞ সকলের মধ্যে জপযজ্ঞ এবং স্থাবর পদার্থের মধ্যে হিমালয়। আমিই বৃক্ষ সমূহের মধ্যে অশ্বত্থ এবং দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল মুনি। আমিই অশ্ব সকলের মধ্যে ক্ষীরোদ-মন্থনোদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবাঃ, গজসমূহের মধ্যে ঐরাবত,

এবং মানবগণের মধ্যে মনুজেশ্বর রাজা। আমিই অস্ত্র সকলের মধ্যে বজ্র, ধেনুগণ মধ্যে কামদুঘা ( সুরভি ); আমিই জীবগণের উৎপত্তি হেতু কন্দর্প; এবং বিষধর সর্পকুলের রাজা বাসুকি। আমিই বিষহীন নাগকুলের রাজা অনন্ত, জলবাসীদিগের মধ্যে জলাধিপ বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা এবং সংযমীদের যম। আমিই দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ, শাসনকারীদিগের মধ্যে কাল, পশুগণের মধ্যে সিংহ এবং পক্ষিগণের মধ্যে বিনতানন্দন গরুড়। আমিই বেগগামীদের মধ্যে পবন, শস্ত্রধারীদের মধ্যে দশরথাত্মজ রাম, মৎস্যদিগের মধ্যে মকর এবং স্রোতস্বতীদিগের মধ্যে গঙ্গা।

আমিই সৃষ্টির আদি, মধ্য এবং অন্ত। আমি বিদ্যা সমূহের মধ্যে অধ্যাত্ম বিদ্যা, ইহাই মোক্ষলাভের হেতুভূত। আমিই সর্ব্বসংহারক মৃত্যু, ভাবী পদার্থের উৎপত্তির কারণ এবং নারীগণের কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্য, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা প্রভৃতি সপ্ত দেবতারূপিণী। আমিই ছন্দঃ সকলের মধ্যে গায়ত্রী, মাস সকলের মধ্যে অগ্রহায়ণ এবং ঋতুগণের মধ্যে বসন্ত; আমি পরস্পর বঞ্চনাপরায়ণদিগের দ্যূত এবং তেজস্বীদিগের তেজ। আমিই বৃষ্ণি-বংশীয়দিগের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবদিগের মধ্যে ধনঞ্জয়, মুনিগণের মধ্যে ব্যাস এবং কবিগণের মধ্যে শুক্র। আমিই জিগীষুদিগের নীতি, গুহ্য সকলে মৌন এবং জ্ঞানিগণের জ্ঞান।

আমার দিব্য বিভূতি সকল অনন্ত; এই জন্য আমার

বিস্তৃত বিভূতি সংক্ষেপে বলিলাম। ফলতঃ যে যে বস্তু ঐশ্বর্য্যযুক্ত, শ্রীমান্ এবং কোনরূপ প্রভাবাদি গুণযুক্ত, সেই সেই পদার্থ আমারই তেজের অংশ-সম্ভূত জানিবে। আর অধিক কি বলিব—আমি একাংশমাত্রে এই চরাচর জগৎসংসারে পরিব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি। আমি ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই।

# একাদশ অধ্যায়।

## বিশ্বরূপ-দর্শন।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে জনার্দ্দন! তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া সে পরম গুহ্য আত্মানাত্মবিবেক-সম্বন্ধীয় বাক্য সকল বলিলে, তদ্দারা আমার মোহ অপনীত হইয়াছে। আমি তোমার নিকট ভূত সকলের উৎপত্তি, প্রলয় এবং তোমার অক্ষয় মাহাত্ম্য বিস্তারিতরূপে শ্রবণ করিলাম; তুমি যাহা যাহা বলিলে, সেই সেই বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই; কিন্তু আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইতেছে যে, তোমার অনন্তরূপের কথা যেরূপ বলিলে, তাহা একবার দেখিতে ইচ্ছা করি। যদি আমাকে ঐরূপ দেখিতে সমর্থ বিবেচনা কর, তাহা হইলে আমায় তোমার সেই নিত্যরূপ প্রদর্শন কর।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে পার্থ! আমার দিব্য এবং নানাবর্ণাকৃতির সহস্র সহস্র রূপ দর্শন কর। আমার দেহে আদিত্য, বসুগণ ও রুদ্রসকল, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুৎ সকল এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য রূপ অবলোকন কর। চরাচর সমস্ত জগৎ একমাত্র আমার দেহেই একত্র অবস্থান করিতেছে; যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা হয় দেখ। কিন্তু তুমি এই চক্ষু দ্বারা আমার সেই বিশ্বব্যাপী রূপ দেখিতে সমর্থ হইবে না, আমি

তোমাকে দিব্য ( জ্ঞানময় ) চক্ষু প্রদান করিতেছি ; তুমি আমার ঐশ্বরিক যোগ অবলোকন কর।

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! মহাযোগেশ্বর হরি এই বলিয়া অর্জ্জুনকে আপনার ঐশ্বরিক রূপ দেখাইলেন। ভগবানের সেই অলৌকিক রূপে অসংখ্য মুখ—অসংখ্য চক্ষু এবং অনেক অদ্ভুত দৃশ্য পদার্থ ছিল ; উহা অসংখ্য দিব্যাভরণ-ভূষিত এবং অসংখ্য দিব্যায়ুধধারী, দিব্য-মাল্য ও বস্ত্রধারী, দিব্য-গন্ধ ও অনুলেপন-লিপ্ত, বিশ্বতোমুখ, সর্ব্ববিধ আশ্চর্য্য দৃশ্য-সমন্বিত, এবং অনন্ত। যদি যুগপৎ সহস্র সূর্য্য আকাশে সমুদিত হয়, তবেই সেই মহাত্মার তেজঃপ্রভার কথঞ্চিৎ তুলনা হইতে পারে।

অর্জ্জুন সেই সময়ে বাসুদেবের শরীরে বহুধাবিভক্ত সমগ্র জগৎকে একত্র অবলোকন করিয়া, বিস্ময়ান্বিতচিত্তে এবং পুলকিত-কলেবরে মস্তক অবনত করিয়া প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি-পুটে বলিতে লাগিলেন,—হে দেবদেব! আমি তোমার দেহে সমুদয় দেবগণকে অবলোকন করিতেছি ; স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ এবং উদ্ভিজ্জাদি সমস্ত ভূতগণ অবলোকন করিতেছি। পদ্মাসন ব্রহ্মা, দিব্য মহর্ষিগণ ও তক্ষকাদি সর্পগণকেও দর্শন করিতেছি। আমি তোমার অসংখ্য বাহু, উদর, নেত্র এবং মুখযুক্ত অনন্তরূপ চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতেছি বটে, কিন্তু তোমার আদি, অন্ত বা মধ্য কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। তুমি কিরীটধারী, গদাবান্ ও চক্রধারী এবং তেজোরাশিরূপে সর্ব্বত্রই প্রদীপ্ত প্রভায় উদ্ভাসিত। তোমার বাহু অসংখ্য, চন্দ্র-সূর্য্য তোমার

নেত্রদ্বয় এবং তুমি স্বকীয় তেজে এই বিশ্বসংসারকে সন্তপ্ত করিতেছ। তুমি একাকী স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ও দিক সকল ব্যাপিয়া রহিয়াছ। তোমার এবংবিধ উগ্র অত্যদ্ভুত রূপ দর্শনে ত্রিলোক ব্যথিত হইতেছে; আমিও ব্যথিত হইতেছি। ঐ দেখ, সুরগণ ভীতিবিহ্বলচিত্তে তোমার শরণ লইতেছেন। একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, সাধ্যগণ ও বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধগণ সকলেই বিস্মিত হইয়া তোমায় দর্শন করিতেছেন। তোমার বহু নেত্র, বহু হস্ত-পদাদি, বহু উদর এবং বহু দন্তবিশিষ্ট ভীষণ আকৃতি দর্শন করিয়া জগদ্‌বাসী জনগণ নিরতিশয় ভীত হইয়াছে। আমিও এরূপ ভয় পাইতেছি যে, আমি দিঙ্‌নির্ণয় করিতে পারিতেছি না; চিত্তে অণুমাত্র শান্তিও পাইতেছি না। হে দেবেশ! প্রসন্ন হও।

অপরাপর রাজগণের সহিত ঐ ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ এবং ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ এবং মৎপক্ষীয় প্রধান প্রধান যোদ্ধ্‌গণ সকলেই দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়া ঐ দ্রংষ্ট্রা-করাল ভয়ানক মুখ সমূহের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। কাহারও কাহারও মস্তক চূর্ণীকৃত এবং কেহ কেহ বা তোমার দন্ত-সন্ধিতে সংলগ্ন বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে। যেমন নদী সকল বিভিন্ন-পথগামিনী হইলেও সমুদ্রাভিমুখেই গমনপূর্ব্বক তাহাতে প্রবেশ করে, তদ্রূপ এই মনুষ্যলোকের বীরগণ সকলেই তোমার ঐ প্রদীপ্ত মুখ-বিবরে প্রবেশ করিতেছে। তুমি প্রজ্বলিত বদন বিস্তার করিয়া, এই

সমস্ত লোককে গ্রাস করিতেছ এবং তোমার প্রদীপ্ত তেজে সমুদয় জগৎ সন্তাপিত হইতেছে। হে দেববর! প্রসন্ন হও।

হে অনাদিপুরুষ! আমি তোমার স্বরূপ অবগত নহি। এই উগ্ররূপধারী তুমি কে? আমাকে তাহা বল; হে দেবদেব প্রসন্ন হও; তুমি আদিপুরুষ; আমি তোমায় জানিতে ইচ্ছা করি; কেনই বা তুমি এই রূপ ধারণ করিলে?

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! আমি লোক-সংহারক 'কাল'; লোক সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভীষ্ম, দ্রোণাদি যে সকল প্রতিপক্ষ যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছে, তুমি বধ না করিলেও তাহারা সকলে বিনষ্ট হইবে। অতএব গাত্রোত্থান কর,—যশোলাভ কর,—শত্রুজয়ে সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ এবং অন্যান্য বীরগণকে আমি পূর্ব্বেই বধ করিয়াছি; তুমি নিমিত্তমাত্র হও। যুদ্ধ কর,—ভীত হইও না; যুদ্ধে বিপক্ষগণের উপর নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবে।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে হৃষীকেশ! তোমার যখন এবংবিধ অদ্ভুত প্রভাব, তখন তোমার মাহাত্ম্য-সংকীর্ত্তনে যে কেবল আমিই আনন্দিত হইতেছি, তাহা নহে; ইহাতে সমগ্র জগৎ পরমানন্দ লাভ করে এবং একান্ত অনুরক্ত হয়। তুমিই বায়ু, যম, বরুণ, অগ্নি, চন্দ্র, পিতামহ এবং পিতামহেরও জনক; তোমাকে নমস্কার—পুনঃপুনঃ নমস্কার—আবারও নমস্কার। তোমার সম্মুখে ও পশ্চাতে নমস্কার। তুমি সকল দিকেই আছ; সুতরাং সকল দিকেই নমস্কার। আমি তোমার এই

মহিমা না জানিয়া, প্রমাদ অথবা প্রণয়বশতঃ তোমায় সখা মনে করিয়া, যাহা বলিয়াছি, পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে, বিহার, শয়ন, উপবেশন ও ভোজনাদির সময়ে, পরিহাসের জন্য, যে সকল তিরস্কার বা অযোগ্য ব্যবহার করিয়াছি, তৎসমুদয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তুমি চরাচর জগতের পিতা, পূজ্য, গুরু এবং গুরু হইতেও গুরুতর ; ত্রিলোক মধ্যে তোমার সমান আর কেহই নাই ; আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি। হে দেববর ! প্রসন্ন হও। পিতা যেরূপ পুত্রের অপরাধ গ্রহণ করেন না, সখা যেরূপ সখার অপরাধ গ্রহণ করেন না অথবা স্বামী যেরূপ প্রিয়তমা স্ত্রীর অপরাধ গ্রহণ না করিয়া তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া থাকেন, তুমিও তদ্রূপ আমাকে ক্ষমা কর।

তোমার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমি রোমাঞ্চিত হইয়াছি, এবং আমার মন ভয়ে একান্ত ব্যথিত হইয়াছে। পূর্ব্বে তোমার যেরূপ কিরীটধারী, গদা ও চক্রধারী মূর্ত্তি দেখিয়াছি, তাহাই দেখিতে ইচ্ছা করি। হে বিশ্বমূর্ত্তে ! এই বিশ্বরূপ উপসংহৃত করিয়া সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ কর।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন ! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার তেজোময়, অনন্ত, আদ্যরূপ দর্শন করাইলাম। ইতঃপূর্ব্বে আর কেহই এ মূর্ত্তি দর্শন করে নাই। কি বেদাধ্যয়নে, কি যজ্ঞানুষ্ঠানে, কি দানে, কি উগ্র তপস্যা-প্রভাবে নরলোকে অপর কেহই আমার ঈদৃশ রূপ দর্শন করে নাই ; একমাত্র তুমিই আমার প্রসাদে দর্শন করিলে। ঈদৃশ ভয়ানক

রূপ দেখিয়া ভীত হইও না, বা মোহপ্রাপ্ত হইও না। এখন ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রীতচিত্তে আমার পূর্ব্বরূপ দর্শন কর। এই বলিয়া ভগবান্ সৌম্য চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে জনার্দ্দন! আমি তোমার এই সৌম্য মানুষী-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া এক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইলাম।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! তুমি আমার যে রূপ দর্শন করিলে, দেবগণও এই রূপ দর্শন করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা অভিলাষ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহারাও এই রূপ দেখিতে পান না। তুমি আমার যে রূপ দেখিলে, তাহা কি বেদাধ্যয়ন-জন্য পুণ্যে, কি দানফলে, কি তপস্যায়, কি যজ্ঞানুষ্ঠানে, কিছুতেই কেহই দেখিতে সমর্থ হয় নাই। অনন্যচিত্তে আমায় ভক্তি করিলেই আমার ঐ রূপ জানিতে, দেখিতে, উহার তত্ত্ব অবগত হইয়া উহাতেই প্রবেশ করিতে সমর্থ হওয়া যায়। যিনি আমার জন্য কর্ম্ম করেন, একান্ত আমারই ভক্ত, পুত্রাদিতেও যাঁহার আসক্তি নাই, কাহারও সহিত বৈরভাব নাই, সেই ব্যক্তিই আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন।

## দ্বাদশ অধ্যায়।

### ভক্তি-যোগ।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে মাধব! যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক অনন্যচিত্তে বিশ্বরূপধারী তোমার সগুণ ব্রহ্মরূপের উপাসনা করে এবং যে ব্যক্তি নির্ব্বিশেষ, অব্যক্ত, নিরাকার, নির্গুণ ব্রহ্মরূপের উপাসনা করে, তাহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! আমার সগুণ ব্রহ্মরূপের প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিয়া, যাঁহারা পূর্ব্বোক্তরূপ আমাতেই অনুরক্ত থাকেন এবং পরম শ্রদ্ধার সহিত সগুণ ব্রহ্মরূপ আমার আরাধনা করেন, আমার মতে তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ। পরন্তু যাঁহারা অক্ষর নির্গুণ পরমাত্মার উপাসনা করেন, তাঁহারা আমাকেই উপাসনা করেন; সেই নির্গুণ ব্রহ্মরূপী পরমাত্মাকে শব্দে নির্দ্দেশ করা যায় না; তাহা রূপাদিহীন—সুতরাং অব্যক্ত, সর্ব্বব্যাপী, অচিন্ত্য, হ্রাসবৃদ্ধিহীন এবং স্পন্দনরহিত। যাঁহারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে পারেন, যাঁহাদের সর্ব্বত্র সমদর্শন, যাঁহারা সকল প্রাণীরই হিতকামনা করেন, সেই পরব্রহ্মোপাসকগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন। তবে যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মোপাসনা ত্যাগ করিয়া, অব্যক্ত ব্রহ্মে চিত্তকে আসক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা সিদ্ধিলাভে

সমধিক কষ্ট পান; কারণ অব্যক্ত বিষয়ে যাঁহাদের নিষ্ঠা, তাঁহাদের তাদৃশী নিষ্ঠা সমধিক ক্লেশদায়িনী হইয়া থাকে। *

মৎপরায়ণ যে সকল ব্যক্তি আমাতেই সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া, অনন্যচিত্তে আমারই ধ্যান ও উপাসনা করেন, আমি তাঁহাদিগকে মৃত্যুময় সংসার-সাগর হইতে অবিলম্বেই উদ্ধার করি। অতএব তুমি আমাতেই মন সমর্পণ কর, আমাতেই বুদ্ধি সংস্থাপন কর, তাহা হইলে দেহান্তে আমাতেই বাস করিবে। যদি আমাতে সম্পূর্ণরূপে চিত্ত সমাধান করিতে অসমর্থ হও, অভ্যাসযোগে আমাকে প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা কর। যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে সঙ্কল্প-বিকল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক আমারই প্রীতি সাধনোদ্দেশে যেন আমারই কর্ম্ম করিতেছ, এইরূপভাবে ব্রতোপবাসাদি কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান কর; তাহা হইলেও, সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ইহাতেও যদি অসমর্থ হও, সংযতেন্দ্রিয় ও আত্মবান্ (বিবেকী) হইয়া এবং একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হইয়া যাবতীয় কর্ম্মনিবহের ফলকামনা ত্যাগ কর।

অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, আবার জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ; ধ্যান হইতে কর্ম্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ; এই কর্ম্মফল ত্যাগ হইতেই শান্তি পাওয়া যায়। যিনি ভূতগণের মধ্যে কাহারও প্রতি বিদ্বেষ না করিয়া, সর্ব্বভূতে মিত্রবুদ্ধিসম্পন্ন, করুণাপর

---

* প্রসিদ্ধং হি লোকে—সগুণেশ্বর-ভজনমন্তরেণ জ্ঞানার্থিনাং ক্লেশ এব ফলমিতি। ভাগবতেও উক্ত আছে :—শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো, ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে—ইত্যাদি।

এবং নিরহঙ্কার, সুখে দুঃখে সমজ্ঞানী, ক্ষমাশীল এবং সংযতভাবে আমাতেই মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করেন, তিনি আমার পরম প্রিয় ভক্ত। যিনি কাহাকেও উদ্বিগ্ন করেন না, অথবা কোন লোক হইতেও উদ্বিগ্ন হন না এবং যিনি হর্ষ, ভয় এবং উদ্বেগ হইতে মুক্ত, তিনিই আমার প্রিয়। যিনি কর্ম্মফলে ইচ্ছাহীন, পরম-পাবন জ্ঞানলাভবশতঃ সদা শৌচসম্পন্ন, ব্রহ্মানন্দাস্বাদে সমর্থ, কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য; সুতরাং লাভালাভজনিত চিত্তের বেদনাবিহীন, তিনি আমার প্রিয়। যিনি প্রিয়-সমাগমে আনন্দিত বা অপ্রিয়-সমাগমে দুঃখিত হন না, কিছুতেই শোকপ্রকাশ করেন না এবং ভক্তিমান্ ও পাপপুণ্য পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই আমার প্রিয়। যাঁহার শত্রু-মিত্রে সমদৃষ্টি, মান এবং অপমানে সমান বোধ, শীতোষ্ণে সমান বিবেচনা ও নিন্দা-স্তুতিতে সমান জ্ঞান, মৌনব্রতাবলম্বী, যথালাভে সন্তুষ্ট এবং যাঁহার কোথাও নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই, সেই ভক্তিমান্ ব্যক্তি আমার অত্যন্ত প্রিয়। যাঁহারা উক্তরূপ ধর্ম্মামৃত পান করিয়া থাকেন, সেই শ্রদ্ধাশীল, মৎপরায়ণ সাধুগণ আমার একান্ত প্রিয়।

# ত্রয়োদশ অধ্যায়।

## প্রকৃতিপুরুষ-বিবেক-যোগ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে কৌন্তেয়! এই শরীরকে "ক্ষেত্র" বলে; যিনি ইহা জানিয়াছেন তাঁহাকে "ক্ষেত্রজ্ঞ" বলে। আমাকে সকল ক্ষেত্রেই "ক্ষেত্রজ্ঞ" বলিয়া জানিবে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য উপলব্ধি করাই প্রকৃত জ্ঞান এবং তাহাই মুক্তির কারণ। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চ মহাভূত; অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত ( মূল প্রকৃতি ) পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন আর ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, শরীর, চেতনা, ধৃতি—এইগুলিই সংক্ষেপে "ক্ষেত্র" বলিয়া খ্যাত। আত্মশ্লাঘারাহিত্য, দম্ভহীনতা, অহিংসা, সরলতা, সদ্গুরুর উপাসনা অন্তর্ব্বহিশুদ্ধি, মনের দৃঢ়তা, আত্মসংযম, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে বৈরাগ্য, অহঙ্কাররাহিত্য, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি এগুলিতে ক্লেশ ও দোষের পরিচিন্তন, স্ত্রী, পুত্র, গৃহাদিতেও অনাসক্তি, ইষ্ট এবং অনিষ্টাপাতে সমভাব, জনসমাজে বিরাগ, নির্জ্জন স্থানে বাস এবং আমার প্রতি অচলাভক্তি—এইগুলিকে "জ্ঞান" বলা যায়; এতদ্ব্যতীত সমুদয়ই "অজ্ঞান"।

হে পার্থ! যাহা জানিবার বিষয় তাহা বলিতেছি—ঐ জ্ঞেয় পদার্থ অবগত হইলে, মোক্ষপ্রাপ্ত হইবে। সেই জ্ঞেয় পদার্থ

অনাদি, পরব্রহ্ম; তাঁহাকে সৎ বা অসৎ কিছুই বলা যায় না। সর্ব্বত্রই তাঁহার হস্ত ও পদ, সর্ব্বত্রই মস্তক ও মুখ এবং সকল দিকেই কর্ণ; এইরূপে তিনি এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থিত আছেন। তিনি চক্ষুঃকর্ণাদি সকল ইন্দ্রিয়গণের আভাস-স্বরূপ অথচ তাঁহার কোন ইন্দ্রিয় নাই; তিনি চরাচর সকল ভূতের অন্তরে ও বাহিরে বিরাজ করিতেছেন; অথচ তিনি কিছুতেই আসক্ত নহেন। তিনি নির্গুণ অথচ গুণভোক্তা। তিনি স্থিতি সময়ে ভূতভাবন, সৃষ্টিকালে প্রভবিষ্ণু এবং প্রলয়কালে সর্ব্বসংহারক। সূর্য্যাদি যাবতীয় জ্যোতিঃপদার্থ তাঁহারই জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময়; তিনিই অজ্ঞানরূপ তমের অতীত ও পরমব্রহ্ম-প্রকাশক এবং জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্য রূপে সকলের অন্তরে বিরাজ করিতেছেন। আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয় সম্বন্ধে বর্ণন করিলাম; আমার ভক্ত ইহা জানিয়া ব্রহ্মলাভে সমর্থ হন।

প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে। তবে বিকারসমূহ এবং গুণসমূহ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন জানিবে। কার্য্য (দেহ) এবং কারণ (ইন্দ্রিয়গণ) এতদুভয়ের কর্ত্তৃত্বে প্রকৃতিকেই হেতু বলা যায় এবং পুরুষ সুখ-দুঃখের ভোক্তৃত্বে হেতু বলিয়া জানিবে। পুরুষ যখন প্রকৃতিস্থ হন, তখনই তিনি প্রকৃতিজাত গুণসমূহ ভোগ করেন এবং ইহাই তাঁহার সৎ বা অসৎ যোনিতে উৎপত্তির কারণ। প্রকৃতির পরিণতি স্বরূপ এই দেহে অবস্থিত থাকিয়াও পুরুষ প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ

পৃথক্; কারণ, তিনি প্রকৃতি-কার্য্যের সাক্ষিমাত্র। যিনি এইরূপে পুরুষকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন এবং বিকারাদি-সমন্বিত প্রকৃতিকে অবগত আছেন, তাঁহাকে সংসারে পুনরাগমন করিতে হয় না। জগতে যাহা কিছু স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বস্তুজাত উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের পরস্পর সংযোগেই উৎপন্ন হইতেছে। পরমেশ্বর কি স্থাবর, কি জঙ্গম, সকল পদার্থে সমভাবে অবস্থান করিতেছেন। যে ব্যক্তি নশ্বর পদার্থেও অবিনশ্বর পরমাত্মাকে দেখিতে পান, তিনি প্রকৃত ভাগ্যবান্। প্রকৃতিই সর্ব্বপ্রকারে সমুদয় কর্ম্ম করিতেছেন; আত্মা কোন কর্ম্ম করেন না, ইহা যিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, তিনিই যথার্থদর্শী। পরমাত্মা অনাদি, নির্গুণ এবং অব্যয় বলিয়া শরীর মধ্যে অবস্থান করিলেও কোন কর্ম্মই করেন না এবং কিছুতেই লিপ্ত হন না। সূর্য্য যেরূপ এই লোক সকলকে প্রকাশিত করেন, সেইরূপ একমাত্র আত্মা এই দেহ-জগতের প্রকাশক। যাঁহারা জ্ঞান-চক্ষুর দ্বারা দেহ ও আত্মার বিভিন্নতা স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছেন এবং প্রাণিগণের প্রকৃতি ও মুক্তির উপায় অবগত হইয়াছেন, তাঁহারাই মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

# চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

## গুণত্রয় বিভাগ-যোগ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! যে জ্ঞান অবগত হইয়া মুনিগণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, জ্ঞানসমূহের মধ্যে উত্তম সেই পরমাত্ম-বিষয়ক জ্ঞানের কথা তোমাকে পুনর্ব্বার বলিতেছি। এই জ্ঞান আশ্রয় করিলে, আমার সাধর্ম্ম্য লাভ করিতে পারা যায়; এবং জন্ম ও মৃত্যু অতিক্রম করা যায়।

মহদ্‌ব্রহ্ম (প্রকৃতি) মদীয় গর্ভাধান স্থান; তাহা হইতে সকল ভূতের উৎপত্তি। ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে মনুষ্যাদি যে সকল ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়, প্রকৃতিই সেই সকল মূর্ত্তির মাতৃস্থানীয়া এবং আমি তাহাদিগের গর্ভাধান-কর্ত্তা পিতা।

সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্ম্মল, ভাস্বর এবং নিরুপদ্রব; সত্ত্বগুণ দেহীকে সুখে ও জ্ঞানে আসক্ত করিয়া, ক্ষেত্রজ্ঞরূপী আমায় আবদ্ধ করিয়া থাকে। রজোগুণ অনুরাগাত্মক এবং অপ্রাপ্ত বিষয়ে অভিলাষ এবং সঙ্গ, (যাহা পাইয়াছি তদ্বিষয়ে অত্যন্ত) আসক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; এই জন্য রজোগুণ দেহীকে কর্ম্মাসক্তিতে আবদ্ধ করে। তমোগুণ অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং সর্ব্বদেহীর মোহজনক; এই জন্য তমোগুণ দেহীকে প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রা প্রভৃতিতে আবদ্ধ করে।

জীবের অদৃষ্টবশে কখন কখন সত্ত্বগুণ, রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া, কখনও বা রজোগুণ, সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া এবং কখনও বা তমোগুণ, সত্ত্ব ও রজোগুণকে অভিভূত করিয়া প্রাদুর্ভূত হয়। যখন শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়নিচয়ে জ্ঞানাত্মক প্রকাশ সমুদ্ভূত হয়, তখন সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে জানিবে। যখন লোভ, অস্থিরতা ও "ইহা করিব উহা করিব" ইত্যাদি স্পৃহা এবং অশান্তি উৎপন্ন হয়, তখনই জানিবে রজোগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। তমোগুণ বর্দ্ধিত হইলে বিবেকভ্রংশ, অনুদ্যম, কর্ত্তব্যকর্ম্মে অনিচ্ছা এবং মিথ্যা বিষয়ে অভিনিবেশ জন্মে।

সত্ত্বগুণের বিবৃদ্ধি সময়ে জীব দেহত্যাগ করিলে হিরণ্য-গর্ভাদির উপাসকগণের প্রাপ্য লোকসকল প্রাপ্ত হয়। রজোগুণের আধিক্য সময়ে মৃত্যু হইলে, কর্ম্মাসক্ত মানবগণের ভোগ্য-লোকে জন্মগ্রহণ করে। তমোগুণের আধিক্য সময়ে মৃত্যু ঘটিলে, পশ্বাদি নীচ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল নির্ম্মল ও প্রকাশময় সুখ, রাজসিক কর্ম্মের ফল দুঃখবহুল অত্যল্প সুখ এবং তামসিক কর্ম্মের ফল অবিবেকজনিত দুঃখ।

সত্ত্বগুণ হইতে সর্ব্বদ্বারে প্রকাশময় জ্ঞান, রজোগুণ হইতে লোভ, সুতরাং তজ্জনিত দুঃখ এবং তমোগুণ হইতে প্রমাদ, মোহ এবং অজ্ঞান জন্মে।

সত্ত্বপ্রকৃতি ব্যক্তিগণ উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয়, রাজসিকগণ মধ্যলোকে অবস্থান করে এবং তামসিকগণ অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

যখন দ্রষ্টা মানব শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশ-জাত জ্ঞানপ্রভাবে তত্ত্বদর্শী হইয়া বুদ্ধি প্রভৃতি রূপে পরিণত গুণ হইতে অন্য কোন কর্ত্তা না দেখেন, কিন্তু গুণসমূহই বুদ্ধ্যাদিরূপে পরিণত হইয়া কর্ত্তৃরূপে প্রতিভাত হয় এইরূপ অবলোকন করেন অর্থাৎ আমি কর্ত্তা এরূপ না দেখেন, তখন তিনি আমারই ভাব প্রাপ্ত হন। অতএব শরীরধারী জীব দেহোৎপন্ন এই গুণত্রয় অতিক্রম করিতে পারিলে, জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে জনার্দ্দন! এই গুণসকল যিনি অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন, কীদৃশ চিহ্ন দ্বারা তাঁহাকে জানা যায়? গুণাতীত ব্যক্তির আচার কীদৃশ? কিরূপেই বা এই তিন গুণ অতিক্রম করিতে পারা যায়?

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে পাণ্ডব! যে ব্যক্তি সত্ত্ব, রজঃ বা তমোগুণ প্রবৃত্ত হইলে দুঃখ বুদ্ধিতে তাহাদিগকে দ্বেষ করেন না, গুণগণ নিবৃত্ত থাকিলেও সুখবুদ্ধিতে তাহা আকাঙ্ক্ষা করেন না, রাগ-দ্বেষশূন্য বলিয়া সেই মহাপুরুষকেই গুণাতীত বলা যায়। সুখ ও দুঃখে যাঁহার সমজ্ঞান, লোষ্ট্র, প্রস্তর এবং সুবর্ণেও যিনি তুল্য বোধ করেন, প্রিয় বা অপ্রিয়ে যিনি সমান দেখেন এবং নিন্দা বা স্তুতিতে যাঁহার সমভাব, এবং যাঁহার মান ও অপমান উভয়ই সমান, মিত্র বা শত্রু উভয় পক্ষই সমান এবং যিনি ধীর ও সর্ব্বকার্য্যে উদ্যমবিহীন—ঈদৃশ ব্যক্তিই ত্রিগুণাতীত। যিনি অনন্যভক্তিভাবে আমার সেবা

করেন, তিনি পূর্ব্বোক্ত গুণসকল অতিক্রম করিয়া মোক্ষলাভে সমর্থ হন; কারণ আমিই ব্রহ্ম; আমি মোক্ষ, ধর্ম্ম এবং ঐকান্তিক সুখের প্রতিমা। আমি পরমানন্দস্বরূপ; সুতরাং আমার সেবকগণও পরমানন্দ লাভ করিয়া ব্রহ্মলাভে সমর্থ হন।

# পঞ্চদশ অধ্যায়

## পুরুষোত্তম-যোগ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে পার্থ! সংসার-রূপ অশ্বত্থ বৃক্ষের-মূল (পরমেশ্বর) ঊর্দ্ধদিকে; শাখা (সংসার-মায়া) অধোদিকে; এবং বেদ সকল ইহার পত্রস্বরূপ। বহুপত্র-বৃক্ষ যেমন আতপতাপিত পান্থগণের জূড়াইবার স্থান, বেদের নানারূপ সকাম কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানেও সেইরূপ সকলে শান্তি ও উৎকৃষ্ট ফললাভ করিতে পারে। যাঁহারা এই বৃক্ষের বিষয় অবগত হইয়াছেন, তাঁহারাই যথার্থ বেদার্থজ্ঞ।

এই বৃক্ষের রূপ, আদি ও অন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। এই অশ্বত্থ বৃক্ষের মূল অত্যন্ত দৃঢ়; ইহাকে বৈরাগ্য-রূপ শস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া, যে স্থান প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্ব্বার প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না, 'আমি সেই আদিপুরুষকেই শরণ লইলাম' এইরূপ দৃঢ় অভিনিবেশ সহকারে সেই পদের অন্বেষণ করিতে চেষ্টা করিবে। যাঁহারা অভিমান ও মোহ জয় করিয়াছেন এবং যাঁহারা আসক্তি ত্যাগবশতঃ সুখ-দুঃখাদিগুণে আবদ্ধ নহেন, সেই সাধুগণ অব্যয়পদ লাভ করিয়া থাকেন। সূর্য্য পৃথিবীস্থ সকল পদার্থের প্রকাশক হইলেও সেই পরমপদ প্রকাশে অসমর্থ; চন্দ্র এবং অগ্নিও অসমর্থ; যাহা প্রাপ্ত হইলে আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না, তাহাই আমার পরমপদ।

আমারই অংশ অবিদ্যা-প্রভাবে জীবলোকে সর্ব্বদা সংসারিরূপে প্রসিদ্ধ; ইহাই প্রলয় সময়ে প্রকৃতিতে লীন হইয়া মন ও পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ করিয়া থাকে। বায়ু যেমন পুষ্পাদি হইতে গন্ধ গ্রহণ করে, তদ্রূপ দেহী যে সময়ে দেহান্তর প্রাপ্ত হয়, তৎকালে পূর্ব্বশরীর হইতে মনঃসমন্বিত ইন্দ্রিয়গণকে গ্রহণ করে। শ্রোত্র, চক্ষু, ত্বক্, রসনা, ঘ্রাণ ও মনে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক জীব বিষয় উপভোগ করে। জীব এক দেহ হইতে দেহান্তর গমনই করুক বা সেই দেহেই অবস্থান করিয়া বিষয় ভোগই করুক,—বিমূঢ় ব্যক্তিগণ তাহার কিছুই দেখিতে পায় না; পরন্তু যাঁহাদের জ্ঞান-চক্ষু আছে, তাঁহারাই দেখিতে পান। ধ্যানাদি দ্বারা প্রযত্নশীল যোগিগণ আত্মাকে দেহমধ্যে অবস্থিত দেখেন; কিন্তু অশুদ্ধান্তঃকরণ মূঢ় ব্যক্তিগণ যত্ন করিয়াও ইঁহাকে দেখিতে পায় না। যে তেজ সূর্য্য-মণ্ডলমধ্যে থাকিয়া অখিল সংসার সমুদ্ভাষিত করিতেছে, চন্দ্র-মণ্ডল ও অগ্নিমধ্যে যে তেজ রহিয়াছে, তাহা আমারই তেজ জানিবে। আমি পৃথিবীমধ্যে প্রবিষ্ট থাকিয়া স্বকীয় সামর্থ্য-প্রভাবে চরাচর ভূতগণকে ধারণ করিয়া রহিয়াছি; আর আমিই রসময় চন্দ্র-রূপে অমৃত বর্ষণে ওষধি সকল পরিপুষ্ট করিতেছি। আমিই প্রাণিগণের দেহে জঠরাগ্নি-রূপে অবস্থানপূর্ব্বক প্রাণিগণের ভুক্ত চতুর্ব্বিধ অন্ন পরিপাক করিতেছি। আমি অন্তর্য্যামি-রূপে সকল প্রাণীর অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া আছি; আমা হইতেই স্মৃতি ও জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং এতদুভয়ের ভ্রংশও

ঘটিয়া থাকে; বেদ সকলে আমিই একমাত্র বেদ্য; আমিই বেদান্ত-কর্ত্তা এবং বেদজ্ঞ।

জগতে ক্ষর ও অক্ষর নামে দুইটি পুরুষ আছে; তন্মধ্যে সমস্ত ভূত "ক্ষর" এবং কূটস্থ চৈতন্যকে "অক্ষর" বলে। এতদ্ভিন্ন "পরমাত্মা" নামে অপর এক উত্তম-পুরুষ আছেন; সেই অব্যয় পরমেশ্বর ত্রিলোক মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া সকলকেই পালন করিতেছেন। আমি ক্ষরের অতীত, অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ; এই জন্যই আমি বেদে এবং জগতে 'পুরুষোত্তম' নামে খ্যাত। যে স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তি আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানেন, সেই সর্ব্ববেত্তা নানারূপে আমারই ভজনা করেন। আমি এই গুহ্যশাস্ত্র তোমাকে বলিলাম, ইহা অবগত হইলে লোকে বুদ্ধিমান এবং কৃতার্থ হইয়া থাকে।

# ষোড়শ অধ্যায়।

## দৈবাসুর-সম্পদ-বিভাগ-যোগ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে পার্থ! কীদৃশ ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারী এবং কীদৃশ ব্যক্তিই বা অনধিকারী, অধুনা তাহাই তোমাকে বলিতেছি,—সর্ব্ববিষয়ে ভয়াভাব, অন্তঃকরণশুদ্ধি, জ্ঞান-যোগে একান্ত নিষ্ঠা, সৎপাত্রে দান, ইন্দ্রিয়সংযম, যজ্ঞ, বেদাদি পাঠ, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ ( দুঃখসঙ্গ ত্যাগ ), চিত্তের উপরতি, অপৈশুন ( অন্যের দোষ প্রকাশ না করা ), দয়া, লোভহীনতা, মৃদুতা, অকার্য্যে লজ্জা, চাঞ্চল্যরাহিত্য, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বহিরিন্দ্রিয়ের শুচিতা, পরহিংসা ত্যাগ, আপনাকে পূজনীয় বলিয়া মনে না করা—এই ২৬টি ধর্ম্ম দৈবী-সম্পদ বলিয়া অভিহিত হয়। এই ২৬টি ধর্ম্মে মানুষকে দেবভাবাপন্ন করিয়া থাকে।

আর দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, কর্কশতা এবং অজ্ঞান. এইগুলি আসুরী-সম্পদ বলিয়া জানিবে।

যে সকল ভাগ্যবান্ ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মকৃত পুণ্যফলে কল্যাণ লাভের যোগ্যপাত্র, তাঁহারাই দৈবী-সম্পদ ভোগার্থে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন; দৈবী-সম্পদ—মোক্ষলাভের হেতুভূত এবং আসুরী-সম্পদ সংসার বন্ধনের কারণ। অতএব, হে অর্জ্জু

তুমি শোক করিও না ; কারণ, তুমি দৈবী-সম্পদ ভোগ করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছ।

ইহলোকে দ্বিবিধ প্রাণী সৃষ্ট হইয়াছে—দৈব ও আসুর। দৈব-সৃষ্টি সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে অনেক বলা হইয়াছে ; এক্ষণে আসুর-সৃষ্টি সম্বন্ধে যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। আসুর-স্বভাব ব্যক্তিগণ সৎ কার্য্যে প্রবৃত্তি বা অসৎ কার্য্যে নিবৃত্তির বিষয় কিছুই জানে না। সুতরাং তাহাদের অন্তরে বা বাহিরে শুচিতা, সদাচার ও সত্য নাই। তাহারা বলিয়া থাকে—জগৎ অসত্য অর্থাৎ ইহা বেদাদি সত্যশাস্ত্রের প্রমাণ-বিরহিত ; ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাবিহীন ; ইহা ঈশ্বরবিহীন এবং স্ত্রীপুরুষের কামপ্রভাবেই সৃষ্ট হইয়াছে। এই অল্পবুদ্ধি দুরাত্মারা—উগ্রকর্ম্মা এবং জগতের শত্রু হইয়া জগতের ক্ষয় সাধনার্থ জন্মগ্রহণ করে। তাহারা অপূরণীয় কামনাবশে দম্ভ এবং মদান্বিত হইয়া মোহবশতঃ 'এই দেবতার আরাধনা করিয়া মহানিধি প্রাপ্ত হইব' ইত্যাদি ভাবে অশুচি-ব্রতধারী হইয়া, তত্তৎ ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কামোপভোগকেই একমাত্র পরম পদার্থ বলিয়া স্থির করে। শত শত আশা-পাশে বদ্ধ এবং কাম-ক্রোধপরায়ণ হইয়া কামোপভোগের নিমিত্ত চৌর্য্য-বঞ্চনাদি অন্যায় উপায়েও অর্থ সঞ্চয়ে অভিলাষ করে। 'অদ্য আমি ইহা লাভ করিলাম', 'আমার এই সম্পত্তি আছে', 'কল্য আরও ধন পাইব', 'এই শত্রুকে বিনাশ করিয়াছি', 'অন্য শত্রুকেও বধ করিতে হইবে', 'আমিই ঈশ্বর', 'আমি

ভোগী', 'আমি সিদ্ধ', 'আমি বলবান্', 'আমিই সুখী', 'আমি মহাধনী', 'আমার মহাকুলে জন্ম', 'আমার ন্যায় জগতে কে আছে?' 'আমি যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিব', 'দান করিব', 'অতুল আনন্দ উপভোগ করিব'—এবম্প্রকারে অজ্ঞান দ্বারা বিমোহিত হয়। ইহারা সূত্রময় জালবদ্ধ মৎস্যবৎ মোহময় জালে সমাবৃত হইয়া কামোপভোগে আসক্তিবশতঃ অশুচি-নরকে পতিত হয়। তাহাদিগকে অন্যে বড় না বলিলেও, তাহারা আপনাকে আপনিই শ্লাঘ্য মনে করিয়া ধন, মান ও গর্ব্বপ্রযুক্ত দম্ভবশে অবিধিপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করে। অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া আত্মদেহে ও পরদেহে অবস্থিত আমায় দ্বেষ করে এবং সন্মার্গবর্ত্তী সাধুগণের অসূয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। আমি সেই হিংসাপরায়ণ ক্রূর নরাধমদিগকে সংসার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া অসংখ্য হিংস্র জন্তুরূপে আসুরী-যোনিতে সৃষ্টি করি। সেই মূঢ়গণ জন্ম জন্ম আসুরী-যোনিতেই জন্মগ্রহণ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না এবং ক্রমশঃ অধোগতিই প্রাপ্ত হইতে থাকে।

কাম, ক্রোধ এবং লোভ, এই তিনটি আত্মনাশকারী এবং নরকের দ্বার স্বরূপ; অতএব এই তিনটি পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি নরক-দ্বার স্বরূপ এই তিনটি হইতে মুক্তি পাইয়াছে, সেই ব্যক্তি আত্মহিতসাধক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া মোক্ষরূপ পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছভাবে ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হয়, সে ব্যক্তির কদাচ সুখ ও

সিদ্ধিলাভ ঘটে না এবং সে পরমা গতি লাভেও সমর্থ হয় না। অতএব, হে পার্থ! তুমি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে শাস্ত্রকেই প্রমাণ স্বরূপ মনে করিয়া শাস্ত্রোক্ত বিধানসমূহ অবগত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও।

# সপ্তদশ অধ্যায়।

## শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ-যোগ।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে মধুসূদন! যাহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত ভজনা করে, তাহাদের সেই নিষ্ঠা কিরূপ? সাত্বিকী, রাজসী অথবা তামসী?

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে দেহীদিগের তিন প্রকার শ্রদ্ধা দৃষ্ট হইয়া থাকে; তাহাদের পার্থক্য শ্রবণ কর,—সাত্বিকগণ দেবতাদিগের পূজা করেন, রাজসিকগণ যক্ষ ও রক্ষোগণের আরাধনা করেন এবং তামসিকগণ ভূত-প্রেতাদির পূজা করিয়া থাকে।

যে সকল ব্যক্তি দম্ভ, অহঙ্কার, কাম, ক্রোধ ও বলসম্পন্ন হইয়া শাস্ত্রবিধি বহির্ভূত উৎকট তপস্যা করে, তাহাদিগকে আসুর-স্বভাব বলিয়া জানিবে। ঐ সকল বিবেকহীন জনগণ বৃথা উপবাসাদি দ্বারা শরীরস্থ ক্ষিত্যাদি ভূতসমূহকে এবং অন্তঃশরীরে জীবরূপে অবস্থিত আমাকে কৃশীকৃত করিয়া থাকে।

গুণভেদে সকল লোকেরই প্রিয় আহার ত্রিবিধ এবং যজ্ঞ, তপস্যা ও দানও তিন প্রকার, তাহাদের প্রভেদ শ্রবণ কর।

আয়ুঃ, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, সুখ এবং প্রীতিবর্দ্ধক, রসাল, স্নিগ্ধ, সারবান্ এবং দৃষ্টিমাত্রেই চিত্তপ্রীতিকর আহার সাত্বিকগণ ভালবাসেন। অতিশয় কটু, অম্ল, লবণ, অত্যুষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ

এবং সর্ষপাদি অতি বিদাহী-দ্রব্য রাজসিকগণের প্রিয়; এই প্রকার আহার, দুঃখ, শোক এবং রোগপ্রদ। যাহা বহুক্ষণ পাক হইয়াছে এক্ষণে শীতল হইয়াছে এরূপ দ্রব্য, রসবিহীন, দুর্গন্ধ, বাসি, উচ্ছিষ্ট, অপবিত্র এবং অভক্ষ্য আহার্য্য-দ্রব্যই তামসিকগণের প্রিয়।

ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রনির্দ্দেশানুসারে যে যজ্ঞকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সাত্ত্বিক যজ্ঞ। ফল কামনায় অথবা আপনার শ্রেষ্ঠতা প্রচারার্থ যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই রাজস যজ্ঞ। যাহা বিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত নহে, যাহাতে অন্নদানাদি নাই, ব্রাহ্মণাদির সহিত কোন সম্পর্ক নাই, মন্ত্রহীন, যথোপযুক্ত দক্ষিণাহীন ও শ্রদ্ধাবিরহিত, সেই যজ্ঞকে তামস যজ্ঞ বলিয়া জানিবে।

দেব, দ্বিজ, গুরু এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পূজা, অন্তর ও বহির্বিশুদ্ধি, ব্রহ্মচর্য্য এবং অহিংসা, এইগুলিকে শারীর তপঃ বলে। যে বাক্যে কেহ উদ্বিগ্ন হয় না, যাহা সত্য, প্রিয় এবং হিতকর এবং বেদাভ্যাস করিতে যে বাক্য সকল প্রয়োগ করা যায়, সেইগুলিকে বাঙ্ময় তপঃ বলে। মনের সন্তোষ, অক্রূরতা, মৌন, আত্মসংযম এবং ব্যবহারে কপটতারাহিত্য, এইগুলিকে মানস তপঃ বলে।

পরম শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ফলাকাঙ্ক্ষা-বিরহিত সমাহিতচিত্ত, মানবগণ উক্ত ত্রিবিধ তপশ্চরণ করিলে, তাহাকে সাত্ত্বিক বলা যায়। 'আমায় লোকে সাধু বলুক', 'সম্মান করুক', 'পূজা

করুক' এই উদ্দেশে দম্ভ-সহকারে যে তপশ্চরণ করা হয়, তাহাকে রাজসিক বলে। অন্যের অনিষ্ট বা বিনাশ-সাধনের জন্য অথবা অবিবেকজনিত দুরাগ্রহবশে আপনার দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহের পীড়াকর যে তপঃ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা তামস তপঃ বলিয়া জানিবে।

দান করা উচিত এইমাত্র বোধে কুরুক্ষেত্রাদি পবিত্র দেশ (তীর্থভূমি), কাল (গ্রহণাদি কাল) এবং পাত্র (সদাচার-পরায়ণ ব্রাহ্মণ ও দীন)—এই সকল বিবেচনা করিয়া কোন না কোন সময়ে প্রত্যুপকার প্রাপ্তির আশা না করিয়া, যে দান করা হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক দান বলে। প্রত্যুপকারার্থ, অথবা ফলপ্রাপ্তির কামনায় ও ক্লেশযুক্তভাবে যে দান করা হয়, তাহাকে রাজস দান বলে। দেশ, কাল ও পাত্র না দেখিয়া, অশৌচাদি সময়ে, অপাত্রে এবং অবজ্ঞার সহিত যাহা দান করা হয়, তাহাকে তামস দান বলে।

ওঁ, তৎ এবং সৎ এই ত্রিবিধ মন্ত্র পরব্রহ্মের নাম বলিয়া বেদে উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মবাদিগণের বিহিত যজ্ঞ, দান ও তপঃক্রিয়া ওঁকার উচ্চারণ-সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। মুমুক্ষুগণ নিষ্কামভাবে যজ্ঞ, তপস্যা এবং নানাবিধ দানক্রিয়া সময়ে তৎ শব্দ বলেন। পরমার্থপরায়ণ ব্যক্তিগণ সকল কর্ম্মেই সৎ শব্দ ব্যবহার করেন। অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক হোম, দান, তপ বা যে কোন কর্ম্ম কৃত হইলে, তাহাকে অসৎ বলে। হে পার্থ! সে সকল কার্য্য কি ইহলোকে কি পরলোকে সুফল প্রদান করে না।

# অষ্টাদশ অধ্যায়।

## মোক্ষ-যোগ।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে হৃষীকেশ! আমি সন্ন্যাস ও ত্যাগতত্ত্ব পৃথক্‌ভাবে অবগত হইতে ইচ্ছা করি।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে ধনঞ্জয়! পণ্ডিতগণ কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগকেই 'সন্ন্যাস' বলেন এবং বিচক্ষণ মনিষীগণ সকল কর্ম্মের ফল ত্যাগকে 'ত্যাগ' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

পার্থ! কর্ম্ম মাত্রেই দোষসমন্বিত—এই মনে করিয়া কোন কোন মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি কর্ম্ম মাত্রকেই পরিত্যাজ্য বলিয়া থাকেন; আবার কেহ কেহ বলেন—যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে।

যথার্থ ত্যাগ কাহাকে বলে শ্রবণ কর—ত্যাগ তিন প্রকার। দান, যজ্ঞ ও তপঃ প্রভৃতি কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে; পরন্তু অবশ্যকর্ত্তব্য; ইহা বিবেকীদিগের চিত্ত পরিশুদ্ধি করে। আমার মতে আসক্তি ও ফলপ্রাপ্তি কামনা পরিত্যাগ করিয়া এই সকল কর্ম্মানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে বিহিত কর্ম্মত্যাগ করা কোন মতে উচিত নহে। উহা মোহবশে পরিত্যাগ করিলে, তাহাকে তামস ত্যাগ বলে। শরীরের কষ্ট হইবে কেবল এই ভয়ে যিনি কোন দুঃখময় কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তিনি রাজস ত্যাগ করেন; সুতরাং ত্যাগফললাভে সমর্থ হন না।

ইহা আমার অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম এই বিবেচনা করিয়া সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে আসক্তি ও ফলকামনা ত্যাগকে সাত্ত্বিক ত্যাগ বলে। ঈদৃশ ত্যাগী পুরুষ অপ্রিয় ও দুঃখাবহ কার্য্যে দ্বেষ করেন না এবং প্রিয় বা সুখকর কার্য্যে আসক্ত ও বিমোহিত হন না।

শরীর, অহঙ্কার ( কর্ত্তা ), ইন্দ্রিয়াদি, বিবিধ ক্রিয়া এবং দৈব, —এই পঞ্চ প্রকার কারণ বেদান্ত ও সাংখ্যশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। মানবগণ শরীর, মন ও বাক্য দ্বারা যে যে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা ন্যায্য বা অন্যায় হউক এই পঞ্চপ্রকার মাত্র তাহার কারণ। অতএব যে ব্যক্তি আসক্তিবিহীন নিষ্ক্রিয় আত্মাকে কর্ত্তা স্বরূপ দেখে, সেই অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি কখনই প্রকৃত দৃষ্টিশালী নহে। যাহার "অহং কর্ত্তা" এরূপ ভাব নাই, যাহার বুদ্ধি কার্য্যে সংলিপ্ত নহে, সেই আত্মদর্শী ব্যক্তি সমস্ত প্রাণী সংহার করিলেও কাহাকেও বিনাশ করেন না এবং বধভাগীও হয়েন না।

পার্থ! কর্ম্মে প্রবৃত্তির হেতুও তিন প্রকার—জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা এবং করণ ( ইন্দ্রিয়াদি ), কর্ম্ম ও কর্ত্তা এই তিনটি ক্রিয়ার আশ্রয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ ভেদে জ্ঞান, কর্ত্তা ও কর্ম্ম ত্রিবিধ হইয়া থাকে ; ইহা সমস্ত শাস্ত্রে কথিত আছে। যদ্দ্বারা সর্ব্বভূতে একমাত্র অব্যয়, অবিভক্ত পরমাত্মাকে নিরীক্ষণ করা যায়, তাহাকেই সাত্ত্বিক-জ্ঞান বলে। যে জ্ঞানযোগে ভিন্ন ভিন্ন ভূতগণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাব অনুভূত হয়, তাহাকে রাজস জ্ঞান বলে। যে জ্ঞান কোন এক নির্দ্দিষ্ট

পদার্থে আবদ্ধ, সেই পরমার্থাবলম্বনশূন্য অযৌক্তিক তুচ্ছ জ্ঞানকে তামস জ্ঞান বলে।

অনাসক্তভাবে, রাগ-দ্বেষ শূন্য হইয়া ফলপ্রাপ্তির কামনা না করিয়া যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাকে সাত্ত্বিক কর্ম্ম বলে। ফলপ্রাপ্তির কামনায় ও অহঙ্কারবশে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে রাজস কর্ম্ম বলে। ভাবী শুভাশুভ, বিত্তক্ষয়, হিংসা এবং আপনার সামর্থ্য না বুঝিয়া মোহবশে যে কর্ম্ম আরম্ভ করে, তাহাকে তামস কর্ম্ম বলে।

নিরহঙ্কার, ধৈর্য্য ও উৎসাহশীল এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধি বিষয়ে যে ব্যক্তি নির্ব্বিকার, তাহাকে সাত্ত্বিক কর্ত্তা বলে। স্ত্রী-পুত্রাদিতে অনুরক্ত, কর্ম্মফলকামী, লুব্ধস্বভাব, হিংসাযুক্ত, অশুচি এবং লাভালাভে হর্ষ ও শোককারী ব্যক্তিকে রাজস কর্ত্তা বলিয়া জানিবে। যুক্তি ও বিবেচনাহীন, শঠ, অলস ও পরপীড়নকারী ব্যক্তিকে তামস কর্ত্তা বলিয়া জানিবে।

পার্থ! ত্রিবিধ গুণভেদে বুদ্ধি এবং ধৃতিও তিন প্রকার। যাহা দ্বারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কার্য্য ও অকার্য্য, ভয় এবং অভয়, বন্ধন এবং মোক্ষ অবগত হওয়া যায়, তাহাকেই "সাত্ত্বিকী" বুদ্ধি বলে। যাহা দ্বারা ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম, কার্য্য ও অকার্য্য সম্যক্‌রূপে জানিতে পারা যায় না, তাহাকেই "রাজসী" বুদ্ধি বলে। যাহা দ্বারা অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তির ধর্ম্মকে অধর্ম্মরূপে, অধর্ম্মকে ধর্ম্মরূপে এইরূপে পরস্পর বিপরীত বুদ্ধির প্রতীতি হয়, তাহাকেই "তামসী" বুদ্ধি বলে।

হে পাণ্ডব! সুখও আবার ত্রিবিধ। যাহা অগ্রে বিষ তুল্য কিন্তু পরিণামে অমৃত তুল্য, তাহাকে "সাত্ত্বিক" সুখ বলে। বিষয় ও ইন্দ্রিয়গণের সংযোগে যাহা প্রথমে অমৃত তুল্য কিন্তু পরিণামে বিষ তুল্য, তাহাকে "রাজস" সুখ বলে। যাহা নিদ্রা, আলস্য বা প্রমাদজাত এবং কি প্রথমে কি অন্তে সর্ব্বদাই আত্মার মোহকর তাহাকে "তামস" সুখ বলে।

স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল মধ্যে এমন কেহই নাই যে, এই ত্রিবিধ গুণের মধ্যে কোন না কোন একটি গুণসম্পন্ন নহে।

এই ত্রিবিধ গুণভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কর্ম্মও বিভক্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্ম যে, তাঁহারা শম, দম, তপ, অন্তর্ব্বহিঃ শুচিতা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং আস্তিক্যাদি গুণযুক্ত হইবেন। শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দান এবং ঈশ্বরভাব এইগুলি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। কৃষি, গো-রক্ষণ এবং বাণিজ্য বৈশ্যগণের স্বাভাবিক কর্ম্ম; এবং উপরিউক্ত তিন বর্ণের পরিচর্য্যা শূদ্রের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। মানবগণ আপন আপন কর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ হইলে নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করে।

পার্থ! স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া কি প্রকারে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে, তাহাই বলিতেছি,—যিনি অন্তর্য্যামী, যাঁহা হইতে ভূতগণের প্রবৃত্তির উদয়, যিনি সমুদয় জগতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, মানবগণ স্বকর্ম্ম দ্বারা তাঁহারই অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করে। নিজধর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা তাহা শ্রেষ্ঠ; কারণ স্বভাববিহিত এবং স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলে,

পাপভাগী হইতে হয় না। স্বভাববিহিত কর্ম্ম দোষাবহ হইলেও পরিত্যাগ করিবে না; কারণ, যেমন ধূম দ্বারা অগ্নি আবৃত থাকে, তদ্রূপ সকল কার্য্যই দোষে আবৃত থাকে। অনাসক্ত, জিতাত্মা এবং নিস্পৃহ ব্যক্তি সন্ন্যাস দ্বারা মোক্ষ বা সিদ্ধি-লাভ করে।

পার্থ! সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া যে প্রকারে ব্রহ্মলাভে সমর্থ হওয়া যাইতে পারে, তাহাই তোমাকে বলিতেছি,—আত্মহিতকাম ব্যক্তি নির্ম্মলচিত্ত হইবেন; তিনি আত্মসংযম, রাগ, দ্বেষ ও বিষয়বিরতি, নির্জ্জন বাস, লঘু আহার এবং সতত ধ্যানযোগ-পরায়ণ হইয়া বৈরাগ্য আশ্রয় করিবেন। অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া মমতাবিহীন হইলে তখন সেই যোগী ব্রহ্মলাভে সমর্থ হন। ব্রহ্মপ্রাপ্ত যোগিগণ অপ্রিয় সংঘটনে শোক করেন না, অপ্রাপ্ত বিষয়ে আকাঙ্ক্ষাও করেন না; পরন্তু তিনি সর্ব্বজীবে সমভাবাপন্ন এবং আমার পরম ভক্তি লাভ করে। তিনি ভক্তি দ্বারা আমাকে অবগত হন এবং আমি যাহা ও যে প্রকার তত্ত্বজ্ঞান-প্রভাবে তাহা অবগত হইয়া অবশেষে আমাতে প্রবেশলাভ করেন। সতত সর্ব্ববিধ কর্ম্ম করিয়াও তিনি আমার প্রসাদে শাশ্বত (নিত্য) অব্যয় পরমপদ প্রাপ্ত হন।

পার্থ! তুমি মনে মনে সমুদয় কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হও এবং বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিয়া সতত আমাতেই চিত্ত সমর্পণ কর। তাহা হইলে আমার প্রসাদে সকল বিপদ

হইতে উত্তীর্ণ হইবে; কিন্তু যদি অহঙ্কার বশে আমার কথা না শুন, তাহা হইলে বিনষ্ট হইবে। যদি তুমি অহঙ্কার বশে মনে করিয়া থাক যুদ্ধ করিব না, তাহা হইলে তোমার সেই সঙ্কল্প মিথ্যা। রজোগুণময়ী প্রকৃতিই তোমায় যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবে। তোমার ক্ষত্রিয় প্রবৃত্তিই তোমার স্বাভাবিক কর্ম্ম শৌর্য্যাদি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া অবশ্যই তোমাকে যুদ্ধ করাইবে; এক্ষণে কেবল মোহবশে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছ না।

অর্জ্জুন! ঈশ্বর সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থান করিতেছেন। কুহকী যেমন কাষ্ঠের পুতুল নাচায়, সেইরূপ ঈশ্বরও সকলকে মায়াচক্রে ঘুরাইতেছেন। সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার শরণাগত হও, তাঁহার প্রসাদে নিত্যস্থান ও পরম শান্তি প্রাপ্ত হইবে।

পার্থ! আমি তোমাকে অতি গুহ্যতম উপদেশ দিলাম; এক্ষণে বিবেচনা করিয়া যাহা করিতে ইচ্ছা হয়, কর। তুমি আমার একান্ত প্রিয় এবং সখা; সেইজন্য পুনর্ব্বার সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ বলিতেছি—তুমি আমাতেই মন সমর্পণ কর, আমারই ভক্ত হও, আমারই উপাসক হও, আমাকেই নমস্কার কর এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ-পুণ্য প্রভৃতি সমুদয় ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও। আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে উদ্ধার করিব, শোক করিও না, তুমি নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

অর্জ্জুন! ধর্ম্মানুষ্ঠানহীন, অভক্ত এবং মনুষ্যবোধে যে আমার নিন্দা করে, এমন ব্যক্তিকে কদাচ এই গীতার পরমতত্ত্ব বলিও

না। যে ব্যক্তি আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া আমার ভক্তগণের নিকট এই গীতাতত্ত্ব বলিবেন, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হইবেন। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে গীতাতত্ত্ব পাঠ এবং শ্রবণ করিবেন, তিনিও পাপমুক্ত হইয়া অন্তে শুভলোক প্রাপ্ত হইবেন।

হে ধনঞ্জয়! তুমি একাগ্রচিত্তে ইহা শ্রবণ করিলে ত? এক্ষণে তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ অপনীত হইল ত?

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে বাসুদেব! তোমার প্রসাদে আমার মোহ অপনীত হইয়াছে এবং আমি জ্ঞান লাভ করিয়াছি। এক্ষণে আমার সকল সংশয় দূর হইল এবং মনও সুস্থির হইয়াছে। তুমি যাহা বলিলে, আমি তাহাই করিব।

সঞ্জয় কহিলেন,—হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! আমি ব্যাসদেব প্রসাদে শ্রীকৃষ্ণের এই পরম গুহ্য যোগতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছি। এই পরম পবিত্র কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ ও শ্রীকৃষ্ণের সেই অদ্ভুত রূপ স্মরণ করিয়া, আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে। হে মহারাজ! যে পক্ষে যোগেশ্বর শ্রীহরি, যে পক্ষে মহাধনুর্দ্ধর পার্থ, সেই পক্ষেই রাজশ্রী, সেই পক্ষেই বিজয় লাভ।

ইতি গীতা সমাপ্ত।

# অনুগীতা।

## প্রথম অধ্যায়।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অধর্ম্ম-পরায়ণ রাজ্যাপহারী দুর্যোধনাদির পতনে পাণ্ডবগণ সম্পূর্ণরূপে বিজয়লাভ করিলেন বটে, কিন্তু পিতামহ, আচার্য্য, জ্ঞাতি ও স্বজনবর্গের বিনাশবশতঃ ধনঞ্জয় বিজয়লাভজনিত আনন্দে হৃদ্‌গত বিষাদ দূর করিতে পারিলেন না। যুদ্ধারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভগবান্ বাসুদেব তাঁহাকে আত্মানাত্ম-বিবেক-সম্বন্ধে সর্ব্বতত্ত্বের সার ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়া স্বধর্ম্ম-পালনার্থ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। ভগবৎপ্রদত্ত উপদেশ-প্রভাবে তৎকালে অর্জ্জুনের মোহ বিদূরিত হওয়া, তদীয় হৃদয় প্রজ্ঞালোকে উদ্ভাসিত হয়—তিনি স্বধর্ম্ম-পালনার্থ সর্ব্বান্তঃকরণে প্রবৃত্ত হন। পরন্তু যুদ্ধান্তে করুণ-হৃদয় ধনঞ্জয়ের চিত্ত জ্ঞাতি-বিয়োগ-দুঃখানলে দ্রবীভূত হইল। তখন ভগবান্ প্রিয়তম সখার চিত্তের প্রকৃতিস্থতা সম্পাদনার্থ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয় যেমন পরমাহ্লাদে নন্দন-বনে বিচরণ করেন, সেইরূপ পরমানন্দে রমণীয় বনপ্রদেশ, বিচিত্র-স্বভাব-শোভাময় অধিত্যকা, পবিত্র তীর্থ প্রভৃতি চিত্তপ্রীতিকর রমণীয় স্থান সমুদয়ে বিচরণ করিয়া, তদীয় চিত্তবিনোদনে ব্যাপৃত

৬

হইলেন। কিয়ৎকাল এইরূপে অতিবাহন করিয়া তাঁহারা ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন করিলেন।

একদা ভগবান্ বাসুদেব সভামণ্ডপে উপবেশনপূর্ব্বক নানা কথাপ্রসঙ্গে ভারতীয় যুদ্ধ-বৃত্তান্ত এবং ঋষি ও দেবতাদিগের বংশাবলী কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময়ে ত্রিলোক-গুরু বাসুদেব বিবিধ বিচিত্র কথার অবতারণা করিয়া পুত্রাদি-বিয়োগার্ত্ত ধনঞ্জয়ের শোকোপনোদনার্থ তাঁহাকে যুক্তিযুক্ত সুমধুর সান্ত্বনা-বাক্যে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—সখে! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমার বাহুবল এবং ভীমসেন, নকুল ও সহদেবের পরাক্রম-প্রভাবেই এই সসাগরা ধরিত্রীর একাধিপত্য লাভ করিয়াছেন। ধর্ম্মযুদ্ধে অধুনা এই রাজ্য কণ্টক-পরিশূন্য হইয়া তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। অধর্ম্ম-প্রবণ রাজ্য-লোলুপ দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণ তোমাদের প্রতি সর্ব্বদা অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিত; তাহারা সকলেই এক্ষণে পরলোক গমন করিয়াছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অধুনা তোমাদের সাহচর্য্যে পরমসুখে এই নিষ্কণ্টক সাম্রাজ্য সম্ভোগ করুন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন, নকুল ও সহদেব—ইহারা যে যে স্থানে অবস্থান করেন, সেই সেই স্থান আমার একান্ত প্রিয়। বিশেষতঃ তোমার সহিত এই সুসমৃদ্ধ জনসমাজে বাস করা দূরে থাকুক, অরণ্যে অবস্থান করিলেও আমি পরম প্রীত হইয়া থাকি। আমি তোমার সহিত এই স্বর্গ-তুল্য পরম পবিত্র রমণীয় ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থান করিয়া, বহুকাল

অতিবাহিত করিলাম। এই সুদীর্ঘকাল আমি পুত্রগণ, বলদেব ও বৃষ্ণি-বংশীয় অন্যান্য প্রিয়জনের দর্শনে বঞ্চিত রহিয়াছি। সুতরাং এক্ষণে দ্বারকা নগরীতে গমন করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে। অতএব তুমি আমার দ্বারকা-গমনে অনুমোদন কর।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আমার মাননীয় এবং উপদেষ্টা হইলেও যে সময়ে পূতাত্মা আদর্শ-চরিত্র ভীষ্মদেব তাঁহাকে যুক্তিযুক্ত উপদেশ প্রদান করেন, তৎকালে আমিও তাঁহাকে সময়োচিত অনেক উপদেশ প্রদান করিয়াছি। তিনি অবিচলিত-চিত্তে তৎসমুদয় গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ধার্ম্মিক, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, বুদ্ধিমান্ ও সুদৃঢ়-নিয়মসম্পন্ন। এক্ষণে যদি তোমার অভিমত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মরাজের নিকট গমনপূর্ব্বক আমার দ্বারকা-গমন প্রস্তাব কর। দ্বারকা-গমনের কথা দূরে থাকুক, প্রাণ রক্ষার নিমিত্তও আমি তাঁহার অপ্রিয় কার্য্য সাধন করিতে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ। আমি সত্য কহিতেছি, ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে এবং তাঁহারই প্রীতি সম্পাদনার্থ আমি এই যুদ্ধাদি দারুণ কার্য্য সমুদয়ে অনুমোদন করিয়াছি। এক্ষণে আমার এস্থানে অবস্থানের উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইয়াছে। অধর্ম্ম-পরায়ণ ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র দুর্য্যোধন সবলে নিহত হইয়াছে ; ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও বিবিধ রত্নপূর্ণা সসাগরা পৃথিবীর একাধিপত্য লাভ করিয়াছেন। অতঃপর ঐ মহাত্মা সিদ্ধ মুনিগণে পরিবেষ্টিত ও বন্দিগণে সংস্তুত হইয়া, ধর্ম্মানুসারে সমুদয় পৃথিবী প্রতিপালন করুন।

এক্ষণে তুমি রাজার নিকট গমন করিয়া, আমার দ্বারকা-গমনের প্রস্তাব কর। আমি ধন-প্রাণ প্রভৃতি সমুদয়ই যুধিষ্ঠিরকে সমর্পণ করিয়াছি। তিনি আমার পরম প্রিয় ও মান্য। অধুনা তোমাদের সহিত একত্র অবস্থান ভিন্ন আমার এখানে বাস করিবার আর কোন প্রয়োজন নাই। অতএব এই সময়ে একবার দ্বারকা-গমন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। মহাত্মা বাসুদেব অমিত-পরাক্রম অর্জ্জুনকে এই কথা কহিলে, তিনি অতিকষ্টে তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলেন।

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

অতঃপর মহাবীর অর্জ্জুন আপনাদিগের পৈতৃক রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া কিয়ৎকাল বাসুদেবের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে বিহার করিতে লাগিলেন। একদা তাঁহারা সমভিব্যাহারী সাধুগণসহ যদৃচ্ছাক্রমে স্বর্গের ন্যায় রমণীয় ময়-নির্ম্মিত সভার কোন এক প্রদেশে সমুপস্থিত হইয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন। ঐ সময় অর্জ্জুন লজ্জাবনত-বদনে বাসুদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—হে মধুসূদন! যুদ্ধকালে মদীয় সৌভাগ্যবশতঃ আমি তোমার মাহাত্ম্য সম্যক্ অবগত হইয়াছি এবং তোমার বিশ্বমূর্ত্তিও নিরীক্ষণ করিয়াছি। তৎকালে তুমি কৃপাপরবশ হইয়া আমাকে যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলে, আমি স্বীয় বুদ্ধি-দোষে তৎসমুদয় বিস্মৃত হইয়াছি। এক্ষণে তৎসমুদয় পুনরায় কীর্ত্তন করিয়া আমায় কৃতার্থ কর। তুমি অচিরাৎ দ্বারকায় গমন করিবে; অতএব এই সময়ে আমার মনোরথ পূর্ণ করিয়া আমার মানব-জন্ম সফল কর।

অর্জ্জুন এই কথা কহিলে, মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন,—হে ধনঞ্জয়! আমি তোমার নিকট ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব ও নিত্যলোক সমুদয়ের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি। তুমি যে অবহিত-চিত্তে সেই সকল বিষয় শ্রবণ ও অবধারণ কর

নাই, ইহাতে আমি যারপরনাই দুঃখিত হইতেছি। পূর্ব্বে আমি যোগস্থ হইয়া তোমার নিকট যাহা যাহা কহিয়াছিলাম, তৎসমুদায় এক্ষণে আর আমার স্মৃতিপথে উদিত হইবে না। বিশেষতঃ আমার বোধ হইতেছে, তুমি মনীষাবিহীন ও শ্রদ্ধাশূন্য; অতএব আমি আর কোন ক্রমেই তোমাকে তাদৃশ উপদেশ প্রদান করিতে পারিব না। যে ধর্ম্মোপদেশ-প্রভাবে ব্রহ্মপদ পর্য্যন্ত হস্তামলকবৎ লাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়, এক্ষণে পুনরায় আমি তাহা সমগ্ররূপে কীর্ত্তন করিতে পারিব না। আমি তৎকালে যোগ-প্রভাবেই সেই পরব্রহ্ম-প্রাপক বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছিলাম জানিবে। যাহা হউক, এক্ষণে তোমার নিকট ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পাদক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অবহিত-চিত্তে শ্রবণ কর। এই ইতিহাস শ্রবণ করিলে, তুমি উৎকৃষ্ট বুদ্ধিলাভ করিবে এবং শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবে।

একদা কোন এক নিষ্ঠাবান্ ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ, স্বর্গ ও ব্রহ্মলোক পরিভ্রমণপূর্ব্বক আমার নিকট আগমন করিলেন; আমি তাঁহাকে সমুচিত সৎকার করিয়া মোক্ষধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—মধুসূদন! তুমি প্রাণিগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত আমাকে যে মোক্ষধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণ করিলে, প্রাণিগণের মোহ নিরাকৃত হয়। এক্ষণে আমি তাহা যথাজ্ঞান কীর্ত্তন করিতেছি;

তুমি জ্ঞানময়; তোমার জ্ঞাতব্য কিছুই নাই; তথাপি লোক-হিতার্থ আমার বাক্য শ্রবণ কর।

পুরাকালে এই ধরামণ্ডলে লোকতত্ত্বার্থ-বেত্তা, সুখ-দুঃখ-জন্ম-মৃত্যু ও পাপ-পুণ্যতত্ত্বজ্ঞ, জীবন্মুক্ত, প্রশান্তচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, ব্রাহ্মীশ্রীসম্পন্ন, অন্তর্দ্ধানগতিবিৎ, সর্ব্বত্রসঞ্চরণশীল, শাস্ত্ররহস্য-বিশারদ. জীবন্মুক্ত তপঃসিদ্ধ এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রাণিগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে যে যে গতি লাভ করিয়া থাকে, তিনি তৎসমুদয় সম্যক্ অবগত ছিলেন। সেই মহাত্মা সিদ্ধগণের সহিত লোকলোকান্তরে গমনাগমন, তাঁহাদের সহিত একত্র অবস্থান ও রহস্যালাপাদি কার্য্যে সতত ব্যাপৃত থাকিয়া, পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন। তিনি সদাগতির ন্যায় অপ্রতিহত ভাবে সর্ব্বত্র গমন করিতে পারিতেন। একদা কাশ্যপ নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ আত্মোন্নতিকামী ব্রাহ্মণ তাঁহার ঐ সকল অমানুষ গুণগ্রাম অবগত হইয়া, একান্ত ভক্তিরসার্দ্রচিত্তে তদীয় শিষ্যত্ব গ্রহণাভিলাষে তাঁহার নিকট গমন করিলেন এবং অনন্যচিত্তে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

সিদ্ধ মহর্ষিপ্রবর কাশ্যপের তথাবিধ গাঢ়তর ভক্তি দর্শনে অনতিকাল মধ্যে তাঁহার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—"বৎস, তোমার মনোভিলাষ নিঃসঙ্কোচে আমায় জ্ঞাপন কর।" তখন কাশ্যপ কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে কহিলেন,—"প্রভো! আমাকে সিদ্ধিলাভের উপায় সম্বন্ধে উপদেশ দানে কৃতার্থ করিতে আজ্ঞা হয়।" মহর্ষি

সস্নেহে উত্তর করিলেন,—“বৎস কাশ্যপ! আমি উৎকৃষ্ট সিদ্ধির বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অবহিত-চিত্তে শ্রবণ কর। মনুষ্যেরা বিবিধ সৎকার্য্য ও পুণ্যযোগবলে উৎকৃষ্ট গতি লাভ ও দেবলোকে অবস্থান করিয়া থাকে। জগতীতলে কোন ব্যক্তি নিরন্তর নিরবচ্ছিন্ন সুখ লাভ করিতে পারে না। সৎকর্ম্ম লভ্য উৎকৃষ্ট লোক সমুদয় অতিকষ্টে উপলব্ধ হইলেও তাহা হইতে বারংবার পতন হইয়া থাকে।

আমার পূর্ব্বাবস্থা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ কর। আমি কাম, ক্রোধ, তৃষ্ণা ও মোহ প্রভাবে সতত পাপে লিপ্ত থাকায় বারংবার অতি কষ্টকর অশুভ গতি সমুদয় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম; তাহার ফলে বারংবার জন্ম-মৃত্যু ভোগ করিয়াছি। প্রতিবারেই আমাকে বিবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্য উপভোগ ও নানা জননীর স্তন-পান করিতে হইয়াছে। আমি বহুসংখ্য জনক-জননী দৃষ্টিগোচর করিয়াছি এবং বিবিধ সুখ ও বিবিধ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছি। কতবার আমার প্রিয়-বিচ্ছেদ ও অপ্রিয়-সংযোগ উপস্থিত হইয়াছে। আমি বহু যত্নে ধন সঞ্চয় করিয়াও তাহার উপভোগে বঞ্চিত হইয়াছি। আত্মীয়-স্বজন ও ভূপতিগণ বারংবার আমার অবমাননা করিয়াছেন। আমি কতবার শারীরিক ও মানসিক কষ্ট সহ্য করিয়াছি। কতবার বধ-বন্ধন যাতনা অনুভব করিয়াছি। কতবার আমাকে নরক-যন্ত্রণা, যম-যন্ত্রণা ও জরা-ব্যাধিজনিত যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইতে হইয়াছে। লৌকিক বিপদ্ সমুদয় কতবার আমাকে আক্রমণ

করিয়াছে। আমি এইরূপে বারংবার বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরিশেষে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া লোক-তন্ত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক এই পথ অবলম্বন করিয়াছি। এক্ষণে মনঃপ্রসাদ-নিবন্ধন আমার সিদ্ধিলাভ হইয়াছে। ঐ সিদ্ধির প্রভাবে আর আমাকে এ সংসারে আগমনপূর্ব্বক বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। অতঃপর যে পর্য্যন্ত আমার মুক্তিলাভ ও জগতের প্রলয় না হইবে, ততকাল আমি আপনার ও এই লোক সমূহের শুভ গতি সমুদয় প্রত্যক্ষ করিব।

দেহত্যাগের পর আমি এই সংসার হইতে এককালে সত্যলোকে গমন করিব এবং সেই সত্যলোক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ব্রহ্মের স্বরূপতা প্রাপ্ত হইব। তুমি আমার এই বাক্যে অণুমাত্র সন্দেহ করিও না। আমি আর কখনই এই মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিব না। এক্ষণে আমি তোমার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি; অতএব বল, আমাকে তোমার কি প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে হইবে। তুমি যাহা লাভ করিবার অভিলাষ করিয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছ, এক্ষণে তোমার তাহা প্রাপ্ত হইবার অবসর উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে তোমার ইচ্ছা কি, নিঃসঙ্কোচে তাহা স্বয়ং ব্যক্ত কর। আমি অচিরাৎ এই সংসার পরিত্যাগ করিব; এই নিমিত্ত তোমাকে এইরূপ ত্বরা প্রদর্শন করিতেছি। আমি তোমার চরিত্র দর্শন করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমাকে যে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে, আমি তাহা অকপটে কীর্ত্তন করিব। তুমি যখন

আমাকে সম্যক্ জ্ঞাত হইয়াছ, তখন তুমি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপযোগিনী অতি উৎকৃষ্ট বুদ্ধি লাভ করিয়াছ, তাহার সন্দেহ নাই।”

# তৃতীয় অধ্যায়

মহাত্মা সিদ্ধপুরুষ এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ কাশ্যপ তাহাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন,—ভগবন্ ! জীবাত্মা কিরূপে এক দেহ পরিত্যাগ ও অন্য দেহ আশ্রয় করে ? আর কিরূপেই বা স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ পরিত্যাগ করিয়া, এই ক্লেশময় সংসার হইতে বিমুক্ত হয় ? কিরূপে উহার শুভাশুভ কার্য্যের ফলভোগ হইয়া থাকে এবং দেহত্যাগের পর উহার কর্ম্ম সমুদয় কোন্ স্থানে অবস্থান করে ? এই সমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

মহর্ষি কাশ্যপ এইরূপ প্রশ্ন করিলে, সিদ্ধ মহাত্মা তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—মহর্ষে ! জীব দেহ আশ্রয় করিয়া যে সমুদয় আয়ুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সেই সমুদয় কার্য্যের ক্ষয় হইলেই তাহার আয়ুঃক্ষয় হয়। তখন সে বিপরীত বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া, নিরন্তর অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করে। স্বীয় শরীরের অবস্থা, বল ও কাল পরিজ্ঞাত হইয়াও অধিক পরিমাণে অহিতকর বস্তু ভোজনে প্রবৃত্ত হয়। কোন দিন অতি ভোজন, কোন দিন একেবারে ভোজন পরিত্যাগ করে। কখন অপেয় পান এবং অপরিমেয় দুষ্ট অন্ন, আমিষ ও পরস্পর বিরোধী গুরুতর বস্তু সমুদয় ভোজনে আসক্ত হয়। কোন দিন ভুক্ত বস্তু জীর্ণ না হইতে হইতেই ভোজন করে।

কোন দিন কঠিন পরিশ্রম ও বারংবার স্ত্রী-সংসর্গ করিয়া শরীরে দৌর্ব্বল্য উৎপাদন করে। কোন দিন অনবরত বিষয়কর্ম্ম-সম্পাদন বাসনায় মল-মূত্রাদির বেগ ধারণে প্রবৃত্ত হয় এবং কোন দিন অসময়ে ভোজন করিয়া শরীরস্থ বায়ু-পিত্তাদি প্রকোপিত করে। জীব এইরূপ অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইলে, অচিরাৎ প্রাণনাশক রোগ আসিয়া উহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে। আবার কেহ কেহ আয়ুঃক্ষয় হইলে কুপথ্য সেবনাদি অত্যাচার না করিয়াও বুদ্ধিভ্রংশ-নিবন্ধন মহাপাপজনক উদ্বন্ধনাদি দ্বারা দেহত্যাগ করে।

এই আমি তোমার নিকট যে নিমিত্ত জীবের দেহত্যাগ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর জীবাত্মা যেরূপে দেহ হইতে বহির্গত হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জীবাত্মার দেহত্যাগের সময় শরীরান্তর্গত উষ্মা বায়ু বেগবশতঃ প্রকুপিত হইয়া দেহ উত্তপ্ত ও প্রাণ রুদ্ধ করিয়া সমুদয় মর্ম্মস্থান ভেদ করিতে থাকে। তখন জীবাত্মা মর্ম্মভেদী বিষম যন্ত্রণায় সমাক্রান্ত হইয়া দেহ হইতে অপসৃত হয়।

সমুদয় জীবই বারংবার জন্ম-মরণের বশীভূত হইয়া থাকে। জীব মৃত্যু সময়ে যেরূপ কষ্ট ভোগ করে, তাহাকে জন্মগ্রহণ-পূর্ব্বক গর্ভ হইতে বহির্গত হইবার সময় সেইরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। ঐ সময়ে সে তীব্র বায়ু প্রভাবে শীতে কম্পিত ও ক্লেদে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। পঞ্চভূতের পৃথগ্ ভাব উপস্থিত হইবার সময়ে শরীরের অভ্যন্তরস্থ প্রাণ ও অপান বায়ু

ঊৰ্দ্ধগামী হইয়া দেহকে পরিত্যাগ করে। তখন সেই দেহ একান্ত বিশ্রী, শীতল, বিচেতন এবং উষ্মা ও উচ্ছ্বাসবিহীন হইয়া মৃত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়।

জীবাত্মা ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপরসাদি বিষয় সমুদয়ের আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু উহা দ্বারা আহার-সম্ভূত প্রাণকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। সনাতন জীবই শরীর মধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করে। পণ্ডিতেরা শরীরের সন্ধিস্থান সমুদয়কে মর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ সমুদয় মর্ম্ম ভিন্ন হইলে, জীব ঐ মর্ম্মস্থান সমূহকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বুদ্ধিকে অবরুদ্ধ করে। বুদ্ধি অবরুদ্ধ হইলে, জীবাত্মা সচেতন হইয়াও কোন বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। ঐ সময় সমীরণ সেই নিরধিষ্ঠান জীবকে মহাবেগে চালিত করিতে থাকে। তখন জীবাত্মা সুদারুণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেহকে কম্পিত করিয়া উহা হইতে বিনির্গত হয়।

এইরূপে জীব দেহচ্যুত হইলেও তৎকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সমুদয় তাহাকে পরিত্যাগ করে না। সে ঐ সমুদয় কর্ম্মে সমাবৃত হইয়া পুনরায় ভূমণ্ডলে জন্ম-পরিগ্রহ করে। তখন জ্ঞানবান্ বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণ লক্ষণ দ্বারা উহাকে পুণ্যবান্ বা পাপাত্মা বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন। যেমন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিরা চক্ষু দ্বারা অন্ধকারে উড্ডীয়মান খদ্যোতকে দর্শন করেন, তদ্রূপ সিদ্ধ মহাত্মারা জ্ঞান-চক্ষুর দ্বারা জীবের জন্ম, মরণ ও গর্ভ-প্রবেশ দর্শন করিতে সমর্থ হন।

শাস্ত্রে জীবের উপভোগার্থ স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও নরক,—এই ত্রিবিধ স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। কেহ কেহ এই কর্ম্ম-ভূমিতে শুভাশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া এই স্থানেই তাহার ফলভোগ করে; কেহ কেহ পুণ্যবলে স্বর্গারোহণ করিয়া বিবিধ ভোগ প্রাপ্ত হয় এবং কেহ কেহ অশেষ পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অনন্তকাল নরক-ভোগ করিয়া থাকে। জীব একবার নরকে নিপতিত হইলে, তাহার তাহা হইতে মোক্ষলাভ হওয়া নিতান্ত কঠিন। অতএব যাহাতে নরকে নিপতিত হইতে না হয়, এরূপ চেষ্টা করা জীবমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

এক্ষণে জীব সমুদয় স্বর্গগামী হইয়া যে যে স্থানে অবস্থান করে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উহা শ্রবণ করিলে কর্ম্মগতি তোমার অবিদিত থাকিবে না। যাঁহারা ইহলোকে পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা দেহান্তে ঊর্দ্ধগামী হইয়া চন্দ্র, সূর্য্য অথবা নক্ষত্রলোক লাভ করিয়া থাকেন। কর্ম্মক্ষয় হইলে, তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার সেই সেই স্থান হইতে নিপতিত হইয়া ভূলোকে আগমন করিতে হয়। পুণ্যশীল ব্যক্তিগণ বারংবার ঐ সমুদয় স্থানে গমন ও ঐ সমুদয় স্থান হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।

স্বর্গেও উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও নীচ,—এই ত্রিবিধ স্থান বিদ্যমান আছে; সুতরাং যাঁহারা স্বর্গে বাস করেন, তাঁহারাও যদি রজস্তমোগুণ অতিক্রম করিতে না পারিয়া থাকেন, তবে আপনার অপেক্ষা অন্যের শ্রী দর্শন করিয়া ঈর্ষান্বিত হইতে

পারেন। এই আমি তোমার নিকট জীব সমুদয়ের গতি কীৰ্ত্তন করিলাম। অতঃপর জীবের দেহ-পরিগ্রহের বিষয় কীৰ্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

# চতুর্থ অধ্যায়।

ইহলোকে ফলভোগ ব্যতীত শুভ বা অশুভ কার্য্যের ধ্বংস হয় না। যে ব্যক্তি যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, জন্মান্তরে দেহ-পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে তদনুরূপ ফলভোগ করিতে হয়। সদসদ্ বৃক্ষ হইতে যেমন যথাকালে প্রচুর সদসৎ ফল সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে সেই কার্য্য-প্রভাবে পরিণামে বহুতর পুণ্যফল এবং দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে দুষ্টান্তঃকরণে সেই কার্য্য-প্রভাবে পরিণামে বহুতর পাপফল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। আত্মা মনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

এক্ষণে মনুষ্য যেরূপ স্বকর্ম্মে পরিবৃত হইয়া জন্মান্তরে গর্ভে প্রবেশ করে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। শোণিত-মিশ্রিত শুক্র স্ত্রী-জাতির গর্ভ-কোষে প্রবিষ্ট হইয়া জীবের শুভ ও অশুভ কর্ম্মানুরূপ দেহে পরিণত হয়; পরে জীব সেই দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। অতিশয় সূক্ষ্মতা ও অলক্ষ্যত্ব নিবন্ধন তিনি কুত্রাপি লিপ্ত হন না। ঐ জীবই শাশ্বত ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। ঐ জীবই সমুদয় লোকের বীজ স্বরূপ; শুভাশুভ কর্ম্মফল-গঠিত-দেহধারী প্রাণিগণ উহারই প্রভাবে সংসারে আবির্ভূত হইয়া জীবরূপে ক্রিয়াশীল

হয়। তাম্রাদি ধাতু যেমন সুবর্ণ-রসে সিক্ত হইলে, তাহার সমুদয় অঙ্গ সুবর্ণময় বলিয়া বোধ হয়, লৌহ-পিণ্ড মধ্যে বহ্নি প্রবেশ করিলে, যেমন তাহার সমুদয় অবয়ব অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ জীবও শরীর মধ্যে প্রবেশ করিলে, সমুদয় শরীর জীবময় ও সচেতন বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। অন্ধকারময় গৃহে প্রজ্বলিত প্রদীপ যেমন গৃহস্থিত সমুদয় বস্তুকে প্রকাশ করে, তদ্রূপ জীবও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সমন্বিত দেহকে উদ্ভাসিত করিয়া থাকে। জীবমাত্রেই শরীর আশ্রয়পূর্ব্বক জন্মগ্রহণের পর জন্মান্তরীণ কার্য্যের ফলভোগ ও বিবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। এইরূপে জীব যতকাল মোক্ষধর্ম্ম অবগত হইতে সমর্থ না হয়, ততকাল তাহার ফলভোগ দ্বারা জন্মান্তরীণ শুভাশুভ কার্য্যের ক্ষয়সাধন এবং বর্ত্তমান জন্মের অনুষ্ঠান দ্বারা বিবিধ শুভাশুভ কর্ম্মফল সঞ্চয় করিয়া থাকে।

হে ব্রাহ্মণ! এক্ষণে মানবগণ বিবিধ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে সুখলাভে সমর্থ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দান, ব্রতচর্য্যা, ব্রহ্মচর্য্য, বেদাভ্যাস, শান্তি, ইন্দ্রিয়সংযম, জীবের প্রতি দয়া, সরলতা, পরধনে নিস্পৃহতা, প্রাণিগণের অহিত চিন্তা পরিত্যাগ, পিতা-মাতার শুশ্রূষা, দয়া, শৌচ এবং গুরু, দেবতা ও অতিথিগণের পূজা প্রভৃতি শুভকার্য্য সমুদয়ের অনুষ্ঠানই সাধুদিগের স্বভাবসিদ্ধ ব্যবহার। ঐরূপ ব্যবহার দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান হয়। ঐ ধর্ম্ম-প্রভাবেই প্রজাগণ রক্ষিত হইয়া

থাকে। পূর্ব্বোক্ত দানাদি যাবতীয় সদাচার সাধুদিগের নিকট নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে; সদাচারই সনাতন-ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যাঁহারা ঐ সদাচার অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগকে কখন দুর্গতি ভোগ করিতে হয় না। মানবগণ ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইলে, একমাত্র সদাচারের উপদেশ দ্বারাই তাহাদিগকে সৎপথে সমানীত করা যায়। অতএব সদাচার-পরায়ণ হওয়া মানব-মাত্রেরই অবশ্য বিধেয়।

যোগপথাবলম্বী সাধুগণ সদাচার-পরায়ণ ব্যক্তিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কারণ, তাঁহারা ফলাসক্তিবিহীন কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান দ্বারা অচিরাৎ সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন; কিন্তু দানাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান-নিরত ব্যক্তিরা বহুকালে সংসার হইতে বিমুক্তি লাভ করিতে পারেন। জীবগণ সকল জন্মেই পূর্ব্বপূর্ব্ব-জন্ম-সঞ্চিত কর্ম্মসমূহের ফলভোগ করিয়া থাকে। কর্ম্মই আত্মার জীবরূপে পরিণত হইবার প্রধান কারণ।

হে দ্বিজবর! প্রথম শরীরী কে? অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথমে কে শরীর গ্রহণ করিল? মানবগণের মনোমধ্যে এই প্রশ্নের উদয় হইয়া মহাসংশয় উপস্থিত করিয়া থাকে। এক্ষণে আমি সেই সংশয়ের অপনোদন করিতেছি, শ্রবণ কর। অশরীরী পরব্রহ্ম সর্ব্বাগ্রে স্বয়ং শরীর ধারণপূর্ব্বক পরিশেষে অন্যান্য শরীরীর শরীর কল্পনা করিয়া, এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি করেন। তিনিই দেহের অনিত্যত্ব ও জীবের বিবিধ দেহ-পরিগ্রহের নিয়ম করিয়াছেন। মনীষিগণ শরীরীদিগের দেহকে “ক্ষর” এবং

জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে “অক্ষর” বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই তিন পদার্থ মধ্যে দেহ ও জীবাত্মা পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবস্থান করিয়া থাকে।

জীবগণের মধ্যে যে ব্যক্তি সুখ-দুঃখকে অনিত্য, শরীরকে অপবিত্র বস্তুর সমষ্টি, বিনাশকে কর্ম্মের ফল ও সুখকে দুঃখ বলিয়া জ্ঞান করেন, তিনি অনায়াসে সংসার-সাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে পারেন। যিনি এই জরা-মৃত্যু ও রোগের অধীন, অচিরস্থায়ী শরীর ধারণ করিয়া, সমুদয় জীবে সমভাবে দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হন, তিনি অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করিলে, অনায়াসে ব্রহ্মকে সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারেন। এক্ষণে যেরূপে সেই শাশ্বত অব্যয় পরম পুরুষকে অবগত হওয়া যায়, তাহা বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

# পঞ্চম অধ্যায়।

হে তপোধন! যে ব্যক্তি স্থূলসূক্ষ্ম-নির্ব্বিশেষে দেহাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রশান্ত-চিত্তে ব্রহ্মে লীন হন, যিনি সকলের মিত্র, সর্ব্বসহিষ্ণু, শান্তি-নিরত, বীতরাগ, জিতেন্দ্রিয়, ভয়-ক্রোধশূন্য ও অভিমানবিহীন, যিনি সকলের প্রতি আত্মবদ্ ব্যবহারী এবং যিনি জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, লাভ, অলাভ, প্রিয় ও অপ্রিয়কে সমান জ্ঞান করিয়া থাকেন, যিনি কাহারও দ্রব্যে স্পৃহা এবং কাহারও প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন না করেন, যাঁহার শত্রু ও মিত্র নাই, যিনি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই তিনই পরিত্যাগ করিতে পারেন; যিনি অপত্যাদিতে স্নেহশূন্য, যিনি ধর্ম্মাধর্ম্মে সমদৃষ্টিসম্পন্ন, যাঁহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম সমুদয় বিনষ্ট হইয়াছে, যাঁহার চিত্ত সর্ব্বত্র অননুরাগ-নিবন্ধন প্রশান্ত হইয়াছে, যিনি কাম্য-কর্ম্মবিহীন, যিনি এই জন্ম-মৃত্যু-জরাযুক্ত জগৎকে অনিত্য বলিয়া আলোচনা করেন, যাঁহার অন্তরে বৈরাগ্য-বুদ্ধি নিরন্তর জাগরূক থাকে, যিনি সতত আত্মদোষ দর্শন করেন এবং যিনি অগন্ধ, অরস, অস্পর্শ, অশব্দ, অপরিগ্রহ, অনভিজ্ঞেয়, অহঙ্কারশূন্য, স্বয়ম্ভূ, নির্গুণ ও গুণভোক্তা পরমাত্মার দর্শন লাভে সমর্থ হন; তিনি জীবিত থাকিয়াই এই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। যিনি বুদ্ধিবলে দৈহিক ও মানসিক

সংকল্পসমূহ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই দাহ্য-পদার্থহীন—ন্যায় নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি সর্ব্ব সংস্কার-নির্ম্মুক্ত, নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া তপোবলে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করেন, তিনিই জীবন্মুক্ত হইয়া, সনাতন প্রশান্ত নিত্য পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

হে তপোধন! অতঃপর যোগিগণ যোগযুক্ত হইয়া যেরূপে বিশুদ্ধ চৈতন্যকে দর্শন করেন এবং যে সমস্ত নিগ্রহোপায় দ্বারা বিষয়াসক্তি হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হন, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তীব্র তপোনুষ্ঠানসহকারে ইন্দ্রিয়-সমুদয়কে স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া চিত্তকে আত্মাতে নিশ্চলভাবে ধারণপূর্ব্বক যুক্তির নিমিত্ত যত্ন করা একান্ত আবশ্যক। তপস্বী-ব্রাহ্মণ যোগবলে সতত মন দ্বারা হৃদয়ে আত্মাকে দর্শন করিতে চেষ্টা করিবেন। যখন তিনি হৃদয়ে আত্মাকে সংযুক্ত করিতে পারিবেন, তখনই তিনি একান্ত-মনে হৃদয়মধ্যে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হইবেন। যেমন স্বপ্নযোগে অদৃষ্টচর বস্তু দর্শন করিলে, প্রবুদ্ধ হইলেও তাহার স্মৃতি বিলুপ্ত হয় না, সেইরূপ সমাধি-বলে বিশ্বরূপ আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে, ধ্যানভঙ্গেও তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞান বিলুপ্ত হয় না। যেমন কোন ব্যক্তি মুঞ্জা হইতে ঈষিকা নিষ্কাসনপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করে, সেইরূপ যোগী ব্যক্তি দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। যখন যোগী যোগবলে আত্মাকে সম্যক্ নিরীক্ষণ করেন,

তখন ত্রিলোকের অধিপতিও তাঁহার উপর আধিপত্য করিতে পারেন না। তিনি ঐ সময়ে স্বেচ্ছানুসারে অনায়াসে দেব-গন্ধর্ব্বাদির মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হন। জরা, মৃত্যু, শোক ও হর্ষ আর তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। তিনি দেবগণেরও দেবতা হইতে পারেন ও অচিরাৎ এই অনিত্য দেহ পরিত্যাগ করিয়া অক্ষর ব্রহ্মকে লাভ করিতে সমর্থ হন।

লোকক্ষয় আরম্ভ হইলে, তাদৃশ আত্মজ্ঞ ব্যক্তির অন্তরে কিছুমাত্র ভয়-সঞ্চার হয় না; সমুদয় প্রাণী ক্লিশ্যমান হইলেও তাঁহার কোন ক্লেশ উপস্থিত হয় না। সেই শান্ত-চিত্ত নিস্পৃহ যোগী ভয়ঙ্কর দুঃখ ও শোকে কখনই বিচলিত হন না। শস্ত্রজাল তাঁহাকে সংহার বা মৃত্যু তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। এই জীবলোকে তাঁহার অপেক্ষা আর কাহাকেও অধিকতর সুখী বলিয়া গণ্য করা যায় না। তিনি নিরুপাধিক আত্মাতে মনঃসংযোগপূর্ব্বক জরাজনিত দুঃখ পরিহার করিয়া নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাণসুখ অনুভব করিয়া থাকেন।

যোগৈশ্বর্য্য উপভোগ করিয়া, উহাই পরম পুণ্য কার্য্য মনে করিয়া যোগে শিথিল-প্রযত্ন হওয়া, যোগীর কদাপি উচিত নহে। যোগীর যে অবস্থায় আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়, তখন তিনি সুরলোকের আধিপত্য লাভও তুচ্ছ মনে করিয়া থাকেন। তিনি কৌপীন ও যদৃচ্ছালব্ধ অন্ন ব্যতীত কাহারও নিকট কিছুমাত্র প্রার্থনা করেন না।

এক্ষণে ধ্যান-পরায়ণ হইয়া যেরূপে যোগাবলম্বনে সিদ্ধি

লাভ করা যায়, তাহা নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। জীব মূলাধার প্রভৃতি দেহমধ্যস্থ যে যে চক্রে অবস্থান করিবে, মনকে সেই সেই চক্রে সংস্থাপিত করা আবশ্যক। মনকে দেহের বহির্ভাগে স্থাপন করা কোন ক্রমেই শ্রেয়স্কর নহে। যখন জীব সেই মূলাধারাদি প্রতি চক্রে সর্ব্বাত্মক ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে, তখন সে কদাচ বহির্ব্বিষয়ে সংসক্ত হয় না। সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়া নিঃশব্দ নির্জ্জন স্থানে একাগ্রচিত্তে দেহের অভ্যন্তরে পূর্ণব্রহ্মকে চিন্তা করাই যোগীর একান্ত আবশ্যক। সনাতন ব্রহ্ম শরীরের সমুদয় অংশেই সদা দেদীপ্যমান রহিয়াছেন; অতএব তাঁহাকে সর্ব্বাঙ্গে চিন্তা করাই আবশ্যক। আপনার গৃহ মধ্যে রত্ন সঞ্চিত থাকিলে, সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া যেমন তাহার অনুসন্ধান করিতে হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়-নিগ্রহপূর্ব্বক মনকে দেহ মধ্যে প্রবেশিত করিয়া, অপ্রমাদে হৃদয়-নিহিত পরমাত্মাকে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। এইরূপ নিরন্তর উদ্‌যোগসম্পন্ন ও প্রীতচিত্ত হইয়া ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করিলে অনতিকাল মধ্যেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। জীব তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলেই সূক্ষ্মদর্শিতা লাভ করিতে পারে।

পরমাত্মা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন। স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্ঞানালোকে অজ্ঞানান্ধকার নিষ্কাষিত করিয়া মনশ্চক্ষু দ্বারা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে হয়। সর্ব্বত্রই তাঁহার কর, চরণ, চক্ষু, মুখ, মস্তক ও কর্ণ বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরব্রহ্ম এই বিশ্বের আদি, অন্ত ও মধ্যে ওতপ্রোতভাবে

বিরাজিত রহিয়াছেন; যোগী সর্ব্বাগ্রে দেহ হইতে পৃথগ্‌ভূত আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিবেন এবং তৎপরে সেই আত্মাকে ব্রহ্মে লীন করিয়া, চিত্ত-নিরোধপূর্ব্বক প্রফুল্লমনে নির্গুণ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারে যত্নবান্ হইবেন। ঐ নির্গুণ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিতে পারিলেই মোক্ষলাভ হয়।

হে ব্রাহ্মণ! এই আমি তোমার নিকট সমুদয় রহস্য কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আমি চলিলাম; তুমি যথায় ইচ্ছা গমন কর। সিদ্ধ-ব্রাহ্মণ, কাশ্যপকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, তিনি সন্তুষ্টচিত্তে স্বাভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন।

বাসুদেব কহিলেন, হে অর্জ্জুন! দ্বারকায় সমাগত ব্রাহ্মণ আমাকে মোক্ষধর্ম্মমূলক এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া, সর্ব্ব-সমক্ষে অন্তর্হিত হইলেন। আমি এক্ষণে তোমার নিকট যে যে উপদেশ কীর্ত্তন করিলাম, তৎসমুদয় তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিয়াছ। তুমি সংগ্রাম-কালে রথারূঢ় হইয়া আমার নিকট অবিকল এই সমুদয় উপদেশই শ্রবণ করিয়াছিলে। অকৃতপ্রজ্ঞ ও চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তি কদাপি ইহা সম্যক্ অবগত হইতে পারে না। এই ধর্ম্মোপদেশ দেবগণেরও অপরিজ্ঞাত। তোমা ভিন্ন অন্য কোন মনুষ্যই ইহা শ্রবণ করিবার উপযুক্ত নহে। যাগ-যজ্ঞাদিক্রিয়া প্রভাবে নিষ্ঠাবান্ মহাত্মারা দেবলোকে গমন করিয়া থাকেন; সেই যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়ার উচ্ছেদ সাধনপূর্ব্বক জ্ঞানমার্গ অবলম্বনে মুক্তিলাভ করা দেবগণেরও সাধ্যায়ত্ত নহে। সনাতন ব্রহ্মই জীবের পরমা গতি। জীব

জ্ঞানমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক দেহ পরিত্যাগ করিয়া, পরব্রহ্মে লীন হইয়া, মুক্তিলাভ করে। স্বধর্ম্ম-নিরত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের কথা দূরে থাকুক, পাপ-নিরত স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্রও এই আত্মদর্শনরূপ ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে, অনায়াসে পরমা গতি লাভে সমর্থ হয়।

আমি তোমার নিকট এই যুক্তিযুক্ত ধর্ম্ম, ধর্ম্মসাধনোপায় ও সিদ্ধি লাভের বিষয় বর্ণন করিলাম। এই ধর্ম্ম অপেক্ষা সুখকর ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই অসার বিষয়-ভোগ-বাসনা পরিত্যাগ করে, সে একমাত্র এই উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক অচিরাৎ পরম গতি লাভে সমর্থ হয়। ছয় মাস কাল প্রতি নিয়ত যথানিয়মে একাগ্রচিত্তে যোগসাধন করিলে, যোগের ফল লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

# ষষ্ঠ অধ্যায়।

বাসুদেব কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! এক্ষণে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী-সংবাদ নামক এক অত্যুপাদেয় পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত-চিত্তে শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে এক জ্ঞান-বিজ্ঞান-পারদর্শী ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা বিজন প্রদেশে অবস্থানপূর্ব্বক যোগসাধন করিতেন। একদা তাঁহার পত্নী তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—নাথ! শুনিয়াছি, কামিনীগণ পতির কর্ম্মানুরূপ লোক লাভ করিয়া থাকে; কিন্তু আপনি ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক নিতান্ত অনভিজ্ঞের ন্যায় কাল হরণ করিতেছেন; আমি আপনার অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনী এবং পুণ্যাপুণ্য ফলে তুল্যাধিকারিণী; আপনার এই কর্ম্ম পরিত্যাগ-নিবন্ধন চরমে আমার যে কিরূপ দুর্গতিলাভ হইবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

প্রশান্তমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ পত্নী-কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সহাস্যমুখে তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—প্রিয়ে! ইহলোকে সে সমুদয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, কর্ম্ম-নিরত ব্যক্তিরা তন্মধ্যে কতকগুলিকে অসৎকর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। গুণহীন ব্যক্তি ঐ সমুদয় কার্য্য দ্বারা লোকের মোহ উৎপাদন করে। উহারা মুহূর্ত্তকালও কর্ম্মবিহীন হইয়া কাল হরণ করিতে

সমর্থ হয় না। প্রাণিগণ যতকাল মোক্ষলাভ করিতে না পারে, ততকাল বিবিধ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কায়মনোবাক্যে শুভ বা অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; বিশেষতঃ ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা যজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, দুরাত্মারা নানাবিধ অসদাচরণে প্রায়ই উহার বিঘ্ন উৎপাদন করে। এই নিমিত্ত আমি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া যজ্ঞাদি কার্য্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক জ্ঞানচক্ষু দ্বারা হৃদগত স্থান দর্শন করিতেছি। ঐ স্থানে নির্দ্বন্দ্ব পরব্রহ্ম, চন্দ্র ও হুতাশন বিদ্যমান রহিয়াছেন। জীবাত্মা ঐ স্থানে অবস্থিত হইয়া, পঞ্চভৌতিক দেহকে ধারণপূর্ব্বক সংসারকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন।

ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং ব্রতপরায়ণ প্রশান্তমূর্ত্তি জিতেন্দ্রিয় মহাত্মারা সেই রূপ-রসাদি বিষয়ের অতীত, চক্ষু, কর্ণ ও মনের অগোচর হৃদগত অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন। সেই পরমব্রহ্ম হইতে সমুদয় পদার্থ সৃষ্ট হইয়া তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, এই পঞ্চবিধ বায়ু তাঁহা হইতে সমুৎপন্ন ও তাঁহাতেই বিলীন হইয়া আছে। সমান ও ব্যান বায়ুর মধ্যে প্রাণ ও অপান বায়ু বিচরণ করে। সুতরাং প্রাণ ও অপান বায়ু রুদ্ধ হইলে, সমান ও ব্যান বায়ুও রুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু উদান বায়ু কোন বায়ুর আয়ত্ত নহে। ঐ বায়ু আপনিই প্রাণ বায়ুকে আবৃত করিয়া অবস্থান করে। এই নিমিত্ত প্রাণ ও অপান বায়ু নিদ্রিত পুরুষকে পরিত্যাগ করে না। ফলতঃ উদান বায়ু প্রাণাদি

সমুদয় বায়ুকেই আয়ত্ত করিয়া রাখে; এই নিমিত্ত ব্রহ্মবাদী মহাত্মারা ঐ বায়ুকে সংযত করিয়া প্রাণায়াম করিয়া থাকেন।

শরীরস্থ সমুদয় বায়ুর অন্তর্গত সমান বায়ুর মধ্যে জঠরানল সপ্তধা প্রদীপ্ত রহিয়াছে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, মন ও বুদ্ধি, এই সাতটি উহার শিখা স্বরূপ। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, সংশয় ও নিশ্চয়, এই সাতটি সমিধ্ এবং ঘ্রাতা, ভক্ষয়িতা, দ্রষ্টা, স্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা ও বোদ্ধা, এই সাতটি ঋত্বিক্ শরীরস্থ সপ্ত অগ্নিতে রূপ, রসাদি সপ্ত বিষয়কে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক ব্রহ্মের স্বরূপত্ব লাভ করেন। সুষুপ্তি-কালে গন্ধাদিগুণ সমুদয় ইতর ব্যক্তির চিত্তে বাসনারূপে অবস্থান করিয়া জাগ্রদ্দশায় নাসিকাদি ইন্দ্রিয়ে আবির্ভূত হয়; কিন্তু যোগিগণের সেরূপ হয় না। স্বভাবতঃ তাঁহাদিগের অন্তরেই ঐ সমুদয় গুণ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। তাঁহারা পূর্ণব্রহ্মের আবির্ভাব-নিবন্ধন সতত আত্মজ্যোতিতে পরিপূর্ণ হইয়া থাকেন। পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ যোগশীল মহাত্মাদিগের এইরূপ নিয়ম নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন।

# সপ্তম অধ্যায়।

হে ভামিনি! এক্ষণে দশ-হোতৃবিহিত অন্তর্যাগের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর। কর্ণ, ত্বক্‌, চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা, মুখ, চরণ, কর, উপস্থ ও পায়ু, এই দশবিধ হোতা। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বাক্য, ক্রিয়া, গতি, ত্যাগ, মূত্র ও পুরীষ-পরিত্যাগ, এই দশবিধ হবনীয় দ্রব্য। দিক্‌, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, অগ্নি, বিষ্ণু, চন্দ্র, প্রজাপতি ও মিত্র, এই দশবিধ অগ্নি, কর্ণাদি দশবিধ হোতা দিগাদি দশবিধ অগ্নিতে শব্দাদি হবনীয় দ্রব্য আহুতি প্রদান করেন। চিত্ত ঐ যজ্ঞের স্রুব এবং পাপ-পুণ্য উহার দক্ষিণাস্বরূপ। এই যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, অতি উৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ হয়। ঐ জ্ঞান জগৎ হইতে ভিন্ন পদার্থ। জ্ঞাতব্য বস্তুকে জ্ঞেয়, সমুদয় দ্রব্যের প্রকাশককে জ্ঞান এবং স্থূল-সূক্ষ্মশরীরাভিমানী জীবকে জ্ঞাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ জ্ঞাতা জীবাত্মা গার্হপত্য অগ্নিস্বরূপ; উনি শরীর হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করিতেছেন। আস্যদেশ আহবনীয় অগ্নিস্বরূপ। ঐ অগ্নিতে অন্নাদি বস্তু সমুদয় প্রক্ষিপ্ত হইলেই বাক্যরূপে পরিণত হয়। মন প্রাণবায়ু সহকারে সেই বাক্যের পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন।

ব্রাহ্মণী কহিলেন,—ভগবন্‌! যখন মনোমধ্যে পর্য্যালোচনা

না করিলে বাক্যের আবির্ভাবই হয় না, তখন বাক্য মনেরই অধীন। কিন্তু আপনার কথা দ্বারা বোধ হইতেছে, মন বাক্যের অধীন। এক্ষণে মন বাক্যের অধীন, কি বাক্য মনের অধীন, তদ্বিষয়ে আমার অত্যন্ত সন্দেহ হইতেছে; আর সুষুপ্তি কালে প্রাণ মনের সহিত একত্র অবস্থান করিয়াও মনের ন্যায় লয়প্রাপ্ত হয় না কেন? ঐ সময়ে কে উহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখে?

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—প্রিয়ে! সুষুপ্তি-কালে অপান বায়ু প্রাণকে আপনার বশীভূত ও রুদ্ধ করিয়া রাখে। মন প্রাণের গতির অধীন, কিন্তু প্রাণ মনের গতির অধীন নহে। এই নিমিত্তই মনের লয়ে প্রাণের লয় হয় না। অতঃপর তুমি বাক্য ও মনের বিষয়ে যে প্রশ্ন করিয়াছ, তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর।

একদা বাক্য ও মন জীবাত্মার নিকট গমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রভো! আমাদের উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?

তখন জীবাত্মা কহিলেন,—আমার মতে মনই শ্রেষ্ঠ।

এই কথা শ্রবণে, বাক্য তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—প্রভো! আমার প্রভাবেই আপনার অশেষবিধ বিষয় ভোগ হইয়া থাকে, তবে মন কি নিমিত্ত আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইল?

বাক্যের এই কথায় জীবাত্মা তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন মন জীবাত্মার অভিপ্রায় অবগত হইয়া, বাক্যকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল,—ভদ্র! ইহলৌকিক দৃশ্য পদার্থ সমুদয় ও পারলৌকিক স্বর্গাদি এই উভয়েই আমার অধিকার

আছে। তন্মধ্যে ঐহিক দৃশ্য পদার্থ সমুদয় আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অধিকার করিয়া থাকি; কিন্তু মন্ত্রাদিরূপে পরিণত হইয়া স্বর্গাদি পারলৌকিক বিষয় সমুদয় প্রকাশ না করিলে, উহাতে আমার অধিকার হয় না। অতএব ঐহিক বিষয়ে আমার ও পারলৌকিক বিষয়ে তোমার প্রাধান্য আছে। তুমি আপনার প্রাধান্য লাভের নিমিত্ত নিতান্ত সচেষ্ট হইয়াছিলে বলিয়াই আমি এই কথা বলিলাম।

ব্রাহ্মণ এইরূপে ব্রাহ্মণীর নিকট বাক্য ও মনের বিষয়-ভেদে প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়া, পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—ভদ্রে! মন অপেক্ষা বাক্যের প্রাধান্য কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। প্রাণ ও অপান মনের বৃত্তি-বিশেষ। বাক্য সেই প্রাণ ও অপানের প্রভাবেই উৎপন্ন হইয়া থাকে; পূর্ব্বে বাক্য প্রাণ-ব্যাপারের অভাবে নিতান্ত নীচ ভাবাপন্ন হইয়া, প্রজাপতির নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হওয়াতে প্রজাপতি প্রাণকে সতত বাক্যের সাহায্য করিতে অনুমতি করিয়াছিলেন। সেই অবধি প্রাণ সর্ব্বদা বাক্যের সাহায্য করিয়া তাহাকে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত করে। প্রাণের সাহায্য ব্যতীত বাক্য কখনই উচ্চারিত হইতে পারে না। এই নিমিত্তই কুম্ভক-কালে কোন বাক্যই উৎপন্ন হয় না।

বাক্য দুই প্রকার—ব্যক্ত ও অব্যক্ত। তন্মধ্যে ব্যক্ত বাক্যই প্রাণের অধীন। অব্যক্ত বাক্য জাগ্রৎ স্বপ্নাদি সমুদয় অবস্থাতেই মনুষ্যের অন্তরে 'হংস' মন্ত্ররূপে বিদ্যমান থাকে। এই নিমিত্তই

অব্যক্ত বাক্যকেই ব্যক্ত বাক্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত করা যায়। কিন্তু ব্যক্ত বাক্য মনুষ্যের অশেষবিধ-শুভকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। ধেনু যেমন দুগ্ধ দ্বারা লোকের সবিশেষ হিতসাধন করে, তদ্রূপ আগমরূপ ব্যক্ত বাক্য স্বর্গাদি ফল দানপূর্ব্বক তাহার সবিশেষ উপকার সাধন করিয়া থাকে। ব্রহ্ম-প্রকাশক উপনিষৎ-স্বরূপ মহাবাক্য মনুষ্যগণকে মোক্ষপদ প্রদানে সমর্থ করিয়া থাকে।

ব্রাহ্মণী কহিলেন,—নাথ! বাক্য কি উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক উচ্চারিত ও শ্রুত হইয়া থাকে, তাহা বর্ণন করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—প্রিয়ে! আত্মা প্রথমতঃ বিপক্ষ হইয়া মনকে বাক্যোচ্চারণের নিমিত্ত প্রেরণ করিলে, মন জঠরানলকে সন্ধুক্ষিত করে। জঠরানল সন্ধুক্ষিত হইলেই তাহার প্রভাবে প্রাণ বায়ু সঞ্চালিত হইয়া অপানে গমন করে। তৎপরে ঐ বায়ু উদান বায়ুর প্রভাবে উর্দ্ধে নীত ও মস্তকে প্রতিহত এবং ব্যান বায়ুর প্রভাবে কণ্ঠতাল্বাদি স্থানে অভিহত হইয়া, বেগবশতঃ বর্ণোৎপাদনপূর্ব্বক বৈখরীরূপে লোকের শ্রবণ-পথে প্রবিষ্ট হয়। অনন্তর যখন উহার বেগ এককালে নিবৃত্ত হইয়া যায়, তখন উহা পুনরায় সমান-ভাবে পরিণত হয়।

# অষ্টম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে শোভনে! অধুনা অন্তর্যাগ-নিরত সপ্ত হোতার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঘ্রাণ, চক্ষু, জিহ্বা, ত্বক্, শ্রোত্র, মন ও বুদ্ধি, এই সাতটি অন্তর্যাগ-নিরত হোতা। ইহারা সূক্ষ্ম লিঙ্গশরীরে অবস্থান করিয়া থাকে; পরন্তু ইহারা কদাপি পরস্পরের গুণ প্রত্যক্ষ করিতে পারে না।

ব্রাহ্মণী কহিলেন,—নাথ! ঐ সপ্ত হোতা সূক্ষ্ম লিঙ্গশরীরে পরস্পরের অপ্রত্যক্ষে কিরূপে অবস্থান করিতেছে এবং উহাদের স্বভাবই বা কিরূপ, আপনি তাহা নির্দ্দেশ করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—ভদ্রে! পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ; সুতরাং তিনি সকলের গুণ অবগত আছেন। কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বজ্ঞ নহে; সুতরাং উহারা কখনই একের গুণ অন্যে অবগত হইতে পারে না। দেখ জিহ্বা, চক্ষু, শ্রোত্র, ত্বক্, মন ও বুদ্ধি, গন্ধ আঘ্রাণ করিতে সমর্থ নহে; একমাত্র নাসিকাই উহা আঘ্রাণ করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ, ত্বক্, মন ও বুদ্ধি রসাস্বাদনে সমর্থ হয় না; একমাত্র জিহ্বাই উহার আস্বাদন প্রাপ্ত হয়। আবার নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, মন ও বুদ্ধি কখনই রূপ দর্শন করিতে পারে না; একমাত্র চক্ষুই উহা দর্শন করিয়া থাকে। এইরূপ নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, মন, ত্বক্ ও বুদ্ধি কদাপি স্পর্শানুভব করিতে সমর্থ হয় না; একমাত্র ত্বক্ই উহা

অনুভব করে। নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্‌, মন ও বুদ্ধি কখনই শব্দ শ্রবণ করিতে পারে না ; একমাত্র কর্ণই উহা শ্রবণ করিয়া থাকে। নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্‌, কর্ণ ও বুদ্ধি কদাপি সঙ্কল্প-বিকল্প করিতে সমর্থ হয় না ; একমাত্র মনই উহা করিয়া থাকে। নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, কর্ণ, ত্বক্‌ ও মন কখন নিশ্চয়-জ্ঞানলাভ করিতে পারে না ; একমাত্র বুদ্ধিই উহা লাভ করে।

এক্ষণে আমি ইন্দ্রিয় ও মনঃ-সংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা মন অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল,—হে ইন্দ্রিয়গণ! আমা ব্যতীত তোমরা কোন কার্য্য করিতে পার না। আমি না থাকিলে, নাসিকা আঘ্রাণ, জিহ্বা রসাস্বাদন, চক্ষু রূপ সন্দর্শন, ত্বক্‌ স্পর্শানুভব এবং কর্ণ শব্দ শ্রবণ করিতে কখনই সমর্থ হয় না। আমা ভিন্ন তোমরা সকলেই জনশূন্য গৃহের ন্যায় স্তব্ধ এবং প্রশান্ত-শিখ অগ্নির ন্যায় একবারে প্রভাশূন্য হইয়া থাক। আমি না থাকিলে, জীবগণ কেবল তোমাদিগের সহায়তাবলে কখনই বিষয়-জ্ঞানে সমর্থ হয় না। অতএব আমি তোমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

মন গর্ব্বিতভাবে এই কথা কহিলে, ইন্দ্রিয়গণ তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল,—ভদ্র! যদি তুমি আমাদিগের সাহায্য ব্যতীত সমুদয় বিষয় সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইতে, তাহা হইলে তুমি যাহা বলিলে, তাহা আমরা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতাম। যদি আমাদের উপর তোমার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব হইয়া থাকে, তাহা

হইলে তুমি ঘ্রাণ দ্বারা রূপ দর্শন, চক্ষু দ্বারা রসাস্বাদন, শ্রোত্র দ্বারা গন্ধ গ্রহণ, জিহ্বা দ্বারা স্পর্শানুভব করিতে যত্নবান্ হও। বলবান্ ব্যক্তিরা কখনই নিয়মের বশীভূত হয় না; দুর্ব্বল ব্যক্তিরাই নিয়মের বশীভূত হইয়া থাকে; যদি তুমি আপনাকে বলবান্ বোধ কর, তাহা হইলে এক্ষণে তোমার অনুচ্ছিষ্ট ভোগ সমুদয় সম্ভোগ করাই উচিত। আমাদের উচ্ছিষ্ট ভোগ করা তোমার কখনই উচিত নহে। শিষ্য যেমন গুরু-প্রদর্শিত বেদার্থের অনুগমন করে, তদ্রূপ তুমি নিদ্রাবস্থায় হউক, আর জাগরণাবস্থায় হউক, আমাদিগের প্রদর্শিত অতীত ও অনাগত বিষয় সমুদয় সম্ভোগ করিয়া থাক। বিমনায়মান সামান্য-বুদ্ধি জীবগণ কেবল আমাদিগের প্রভাবেই প্রাণ ধারণ করিয়া থাকে। মনুষ্য বিবিধ সংকল্প ও স্বপ্নজনিত বিষয় ভোগ করিয়া ও ক্ষুধায় কাতর হইয়া, আমাদের সাহায্য গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। আর দেখ, আমরা বিষয় ভোগে নিবৃত্ত হইলেও জীব কেবল তোমারই নিমিত্ত সংকল্পজনিত বিষয় ভোগে ব্যাপৃত হইয়া মুক্তি লাভে সমর্থ হয় না। তোমার লয় হইলেই জীব নিরিন্ধন হুতাশনের ন্যায় নির্ব্বাণপদ লাভে সমর্থ হইয়া থাকে। যাহা হউক, আমরা পরস্পর পরস্পরের গুণ অবগত নহি; সুতরাং সতত স্ব স্ব বিষয়েই অবস্থান করি বটে, কিন্তু আমাদিগের সহায়তা ভিন্ন তোমার কোন জ্ঞানই লাভ হয় না। তোমার অভাবে আমাদিগের কেবল হর্ষেরই হানি হয়।

# নবম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—প্রিয়ে! অতঃপর অন্তর্যাগ-নিরত প্রাণাদি পঞ্চ হোতার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রাণ, অপান, উদান, ব্যান ও সমান, এই পঞ্চ হোতা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণী কহিলেন,—নাথ! আমি ইতঃপূর্ব্বে নেত্র ও কর্ণাদি সাতজন হোতার বিষয় শ্রবণ করিয়াছি; এক্ষণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণাদি পঞ্চ হোতার বিষয় বিশেষরূপে বর্ণন করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—প্রিয়ে! বায়ু প্রাণ কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট হইয়া অপানরূপে,—অপানকর্ত্তৃক পরিপুষ্ট হইয়া ব্যানরূপে,—ব্যান-কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট হইয়া উদানরূপে এবং উদানকর্ত্তৃক পরিপুষ্ট হইয়া সমানরূপে পরিণত হইয়া থাকে। পরন্তু উহারা সকলেই স্ব স্ব প্রধান।

পূর্ব্বকালে ঐ পঞ্চ বায়ু সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্ব্বক কহিয়াছিল,—ভগবন্! আমাদের মধ্যে কোন বায়ু প্রধান, তাহা নির্দ্দেশ করুন। আপনি যাহাকে প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন, আমরা সকলেই তাহার অনুগামী হইব এবং তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মান করিব।

তখন ব্রহ্মা কহিলেন,—হে বায়ুগণ! তোমাদের পাঁচজনের

মধ্যে যাহার লয় হইলেই অন্য চারিজন লয়প্রাপ্ত হইবে এবং যাহার সঞ্চারে অন্য চারিজন সঞ্চরণ করিবে, সেই তোমাদের মধ্যে প্রধান। এক্ষণে তোমরা যথা ইচ্ছা গমন কর।

ব্রহ্মা এই কথা কহিলে প্রাণ, অপানাদি অন্য বায়ু-চতুষ্টয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল,—হে বায়ুগণ! আমি তোমাদিগের সকলের অপেক্ষা প্রধান। আমার লয় হইলেই তোমরা সকলে লয়প্রাপ্ত হও এবং আমার সঞ্চারেই তোমরা সকলে সঞ্চরণ করিয়া থাক। এই দেখ, আমি লয়প্রাপ্ত হই, তাহা হইলেই তোমাদিগকেও লীন হইতে হইবে। প্রাণবায়ু অপানাদি বায়ু-চতুষ্টয়কে এই কথা বলিয়া কিয়ৎকাল সংলীন থাকিয়া পুনরায় সঞ্চরণ করিতে লাগিল।

তখন সমান ও উদান বায়ু তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল,—প্রাণ! তুমি আমাদের ন্যায় অপানাদি সমুদয় বায়ুতে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান কর না। একমাত্র অপানই তোমার বশবর্ত্তী; তোমার লয় হওয়াতে আমাদের কিছুমাত্র হানি হয় নাই। সুতরাং তুমি আমাদের প্রধান নহ। সমান ও উদান এই কথা কহিলে, প্রাণ তাহাদের বাক্যে উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া, তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক সঞ্চরণ করিতে লাগিল।

তখন অপান বায়ু অন্যান্য বায়ু-চতুষ্টয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল,—হে বায়ুগণ! আমার লয় হইলেই তোমাদের সকলকেই লয় প্রাপ্ত হইতে হয় এবং আমি সঞ্চরণ করিলেই তোমাদের সঞ্চার হইয়া থাকে। অতএব আমি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

এই দেখ, আমি বিলীন হই, তাহা হইলে তোমাদিগকে লয় প্রাপ্ত হইতে হইবে।

অপান বায়ু এই কথা কহিবামাত্র ব্যান ও উদান তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল,—অপান! একমাত্র প্রাণই তোমার বশবর্ত্তী; সুতরাং তুমি আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। ব্যান ও উদান এই কথা কহিলে, অপান তাহাদের বাক্যে উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া পূর্ব্ববৎ সঞ্চরণ করিতে লাগিল।

তখন ব্যান বায়ু অন্যান্য বায়ু-চতুষ্টয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, —হে বায়ুগণ! আমি সংলীন হইলে তোমাদের সকলেরই লয় হয় এবং আমি সঞ্চরণ করিলেই তোমাদেরও সঞ্চার হইয়া থাকে; সুতরাং আমিই তোমাদের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই দেখ, আমি বিলীন হই, তাহা হইলেই তোমাদের সকলকে লয় প্রাপ্ত হইতে হইবে। ব্যান বায়ু এই কথা কহিয়া কিয়ৎকাল সংলীন থাকিয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ সঞ্চরণ করিতে লাগিল।

তখন প্রাণাদি বায়ুগণ তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল,—ব্যান! একমাত্র সমানই তোমার বশবর্ত্তী; সুতরাং তুমি আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহ। প্রাণাদি বায়ুগণ এই কথা কহিলে, ব্যান তাহাদের বাক্যে উত্তরদানে অসমর্থ হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় সঞ্চরণ করিতে লাগিল।

তখন সমান বায়ু অন্যান্য বায়ুগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, —হে বায়ুগণ! আমার লয় হইলেই তোমাদের সকলকেই বিলীন হইতে হয় এবং আমি সঞ্চরণ করিলেই তোমাদের সঞ্চার

হইয়া থাকে। সুতরাং আমি তোমাদের মধ্যে প্রধান। এই দেখ, আমি বিলীন হই; তাহা হইলে তোমাদের সকলকে বিলীন হইতে হইবে। সমান বায়ু এই কথা কহিয়া কিয়ৎকাল সংলীন থাকিয়া পূর্ব্ববৎ সঞ্চরণ করিতে লাগিল; কিন্তু তন্নিবন্ধন অন্যান্য বায়ু-চতুষ্টয়ের কিছুমাত্র হানি হইল না।

তখন উদান বায়ু বায়ুগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল,—হে বায়ুগণ! আমি সংলীন হইলে, তোমাদের সকলকেই লয় প্রাপ্ত হইতে হয় এবং আমি সঞ্চরণ করিলে, তোমাদের সঞ্চার হইয়া থাকে; সুতরাং আমিই তোমাদের মধ্যে প্রধান। এই দেখ, আমি সংলীন হই, তাহা হইলে তোমাদের সকলকেই লয়প্রাপ্ত হইতে হইবে। উদান বায়ু এই কথা কহিয়া কিয়ৎকাল সংলীন থাকিয়া পুনরায় সঞ্চরণ করিতে লাগিল।

তখন প্রাণাদি বায়ুগণ তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল,—উদান! একমাত্র ব্যানই তোমার বশবর্ত্তী; সুতরাং তুমি আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহ।

এইরূপে প্রাণাদি পঞ্চবায়ু প্রত্যেকে প্রাধান্য লাভ করিবার চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে, ব্রহ্মা তাহাদিগের সকলকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—হে বায়ুগণ! তোমরা সকলেই স্ব স্ব প্রধান। তোমাদের মধ্যে একের লয় হইলে, সকলের লয় হয় না; এই নিমিত্ত আমি তোমাদিগের সকলকেই প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। কিন্তু তোমরা কেহই স্বাধীন নহ; এই নিমিত্ত তোমাদের সকলকেই নিকৃষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিতে

পারা যায়। তোমরা আমার আত্মার স্বরূপ। তোমরা বস্তুতঃ এক হইয়াও স্থান ও কার্য্যভেদে পাঁচ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাক। এক্ষণে তোমরা সকলে পরস্পর সুহৃদ্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক পরস্পরের সাহায্যে নিরত হইয়া পরম সুখে অবস্থান কর। তোমাদের মঙ্গল লাভ হউক।

# দশম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে প্রিয়ে! অতঃপর দেবমত ও নারদ-সংবাদ নামক ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

একদা মহর্ষি দেবমত দেবর্ষি নারদের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—ভগবন্! শরীরীর জন্মগ্রহণ করিবার সময় প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর মধ্যে কোন্ বায়ু সর্ব্বপ্রথমে তাহার শরীরে সঞ্চারিত হয়?

নারদ কহিলেন—ব্রাহ্মণ! 'শরীরী কোন কারণ বিশেষ দ্বারা জড়রূপে নির্ম্মিত ও তন্মধ্যে অন্য কারণ আবির্ভূত হইলে, সর্ব্বপ্রথমে প্রাণ ও অপান বায়ু উহাতে সঞ্চারিত হয়। ঐ বায়ুদ্বয় দেবতা, মনুষ্য ও পশু-পক্ষী প্রভৃতি সকলেরই শরীরে অবস্থিত থাকে।

দেবমত কহিলেন,—ভগবন্! কোন্ কারণ দ্বারা জড়দেহ নির্ম্মিত হয়? ঐ দেহ নির্ম্মিত হইলে, তাহার মধ্যে যে অন্য কারণের আবির্ভাব হয়, তাহাই বা কি এবং প্রাণ ও অপান বায়ু কিরূপে সর্ব্বপ্রথমে জড়দেহে সঞ্চারিত হয়?

নারদ কহিলেন,—ব্রাহ্মণ! দেহ পরিগ্রহ-কালে পরমাত্মার সংকল্প প্রভাবে শুক্র-শোণিতরূপ পঞ্চভূত দ্বারা দেহের সৃষ্টি ও তন্মধ্যে জীবরূপে পরমাত্মার আবির্ভাব হয়। শুক্র গর্ভ-কোষে

প্রবিষ্ট হইবামাত্র সর্ব্বপ্রথমে প্রাণ বায়ু উহাতে সঞ্চারিত হইয়া উহা বিকৃত করে। শুক্র প্রাণ বায়ু দ্বারা বিকৃত হইলেই উহাতে অপান বায়ুর সঞ্চার হয়। এইরূপে জড়দেহ নির্ম্মিত হইলে, পরমাত্মা সেই দেহ ও তাহার কারণে নির্লিপ্ত হইয়া সাক্ষিস্বরূপ দেহ মধ্যে অবস্থান করেন। সমান ও ব্যান বায়ুর প্রভাবে শুক্র-শোণিতের সৃষ্টি ও কাম-প্রভাবে ঐ পদার্থদ্বয়ের উদ্রেক হয়। ঐ দুই পদার্থ উদ্রিক্ত হইয়াই স্থূল দেহের সৃষ্টি করে। স্থূল দেহ সৃষ্ট হইলে, তন্মধ্যে প্রাণ ও অপান বায়ুর ক্রিয়া দ্বারা জীবের ঊর্দ্ধগতি ও অধোগতি এবং ব্যান ও সমান বায়ুর প্রভাবে উহারা তির্য্যগ্‌গতি ও ভেদবুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া থাকে। পরমাত্মা অগ্নি স্বরূপ। উঁহাতে সকল দেবতাই প্রতিষ্ঠিত আছেন; বেদ উঁহার আজ্ঞা। ঐ বেদ-প্রভাবেই ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির অতি উৎকৃষ্ট জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। তমঃ ও রজোগুণ সেই অগ্নিরূপী পরমাত্মার ধূম ও ভস্ম-স্বরূপ। জীবগণ সেই অগ্নিরূপী পরমাত্মাতে আহুতিরূপ অন্নাদি ভোজ্য-দ্রব্য প্রদান করিয়া থাকে। প্রাণ ও অপান ঐ হুতাশনরূপী পরমাত্মার আজ্য-ভাগদ্বয়স্বরূপ। উনি বিদ্যা, অবিদ্যা, উৎপত্তি, প্রলয় ও কার্য্য-কারণ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব বিষয় সমুদয়ে নির্লিপ্ত হইয়া অবস্থান করেন। উঁনি যে সংকল্প দ্বারা কার্য্য ও কারণ রূপে প্রকাশিত হন, সেই সংকল্প দ্বারাই কর্ম্ম সমুদয় বিস্তৃত হয়। অতএব ঐ সংকল্পকে রোধ করিতে পারিলেই পরমাত্মার যথার্থভাব অন্তঃকরণে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কার্য্য-কারণ ও শুদ্ধ

ব্রহ্মের একতা সম্পাদনের নাম শান্তি। ঐ শান্তির উদয় হইলেই সনাতন ব্রহ্ম প্রকাশিত হন।

# একাদশ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে প্রিয়ে! অতঃপর চাতুর্হোত্র-বিষয়ক রহস্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। করণ, কর্ম্ম, কর্ত্তা ও মোক্ষ,—এই চারিটি হোতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্, শ্রোত্র, মন ও বুদ্ধি, এই সাতটির নাম—করণ; ইহারা অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন হয়। গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, সংশয় ও নিশ্চয়, এই সাতটির নাম—কর্ম্ম; ইহারা পাপ-পুণ্য হইতে উৎপন্ন হয়। ঘ্রাতা, ভক্ষয়িতা, দ্রষ্টা, স্পর্শকারী, শ্রোতা, সংশয়কর্ত্তা ও নিশ্চয়কর্ত্তা, এই সাতটির নাম—কর্ত্তা; ইহারা পুরাতন কর্ম্মানুরূপ শব্দাদির উৎপাদন-কর্ত্তা জীব হইতেই উৎপন্ন হয়। আর ঐ ঘ্রাতা, ভক্ষয়িতা প্রভৃতি সাতজন যখন ভেদ-জ্ঞানশূন্য হইয়া চিন্মাত্ররূপে অবস্থান করে, তখন ঐ সাতজনকে মোক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঘ্রাণাদি ক্রিয়ার অভিমান পরিত্যাগই উহাদের উৎপত্তির কারণ।

যে সকল তত্ত্ববেত্তা পণ্ডিত ঘ্রাণাদির বিষয় বিশেষরূপে অবগত হন, তাঁহাদের নাসিকাদি ইন্দ্রিয় সমুদয়ই গন্ধঘ্রাণ প্রভৃতি ক্রিয়া সমুদয় সম্পাদন করিয়া থাকে; জীবাত্মা কখনই উহাতে লিপ্ত হয় না। অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই শব্দাদি উপভোগ করিতে বা উপভোগের নিমিত্ত প্রস্তুত করাইতে প্রবৃত্ত হইয়া "আমরা গন্ধাদি উপভোগ করিতেছি, আমাদিগের নিমিত্ত

গন্ধাদি প্রস্তুত হইতেছে” বিবেচনা করিয়া মমতা-নিবন্ধন মৃত্যুমুখে প্রবেশ করে। ঐরূপ অভিমানযুক্ত ব্যক্তিদিগকেই অভক্ষ্য ভক্ষণ ও অপেয় পান-নিবন্ধন নরকে নিপতিত হইতে হয়। উহারাই বিষয় ভোগ-নিবন্ধন বারংবার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু যে সকল মহাত্মা তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে জগতের সমুদয় পদার্থের মর্ম্ম সবিশেষ অবগত হইয়া নির্লিপ্তভাবে বিষয় ভোগ করেন, তাঁহাদিগকে কখনই জন্ম-মৃত্যুর বশীভূত হইতে হয় না। তাঁহারা অলৌকিক শক্তি-প্রভাবে অনায়াসে বিষয় সমুদয়ের সৃষ্টি করিতে পারেন। বিষয় ভোগ-নিবন্ধন তাঁহাদের কিছুমাত্র দুরদৃষ্ট জন্মে না। অতএব মনঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমুদয়কে সংযত করিয়া মন্তব্য, শ্রোতব্য, দৃশ্য ও ঘ্রেয় বিষয় সমুদয় ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি প্রদান করা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমার অন্তঃকরণে সতত যোগরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতেছে। পরব্রহ্ম ঐ যজ্ঞের অগ্নি, প্রাণ উহার স্তোত্র, অপান উহার শাস্ত্র-মন্ত্র, সর্ব্বত্যাগ উহার দক্ষিণা, সত্য বাক্য, প্রশাস্তার বাক্য ও অপবর্গ উত্তরাঙ্গ কর্ম্মস্বরূপ। অহঙ্কার, মন ও বুদ্ধি, ইহারা হোতা, অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতার স্বরূপ হইয়া ঐ যজ্ঞের স্তব পাঠ করিতেছে।

হে প্রিয়ে! আমি এক্ষণে যেরূপ যজ্ঞবিধি কীর্ত্তন করিলাম, ঋগ্বেদে এইরূপই কীর্ত্তিত হইয়াছে। সামবেদে ও অন্তর্যাগানুষ্ঠান-পূর্ব্বক নারায়ণগণের উদ্দেশে পশুরূপ রিপু সমুদয়ের ছেদন করিবার বিধি বিহিত আছে। ভগবান্ নারায়ণই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বময়।

# দ্বাদশ অধ্যায়।

হে প্রিয়ে! ভগবান নারায়ণ সতত জীবের হৃদয় মধ্যে বাস করেন। তিনিই সকলের শাসনকর্ত্তা। তিনি আমাকে যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি তদনুরূপ কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইয়াছি। সেই মহাত্মাই অদ্বিতীয় গুরু; উনিই অদ্বিতীয় শিষ্য এবং উনিই সকলের দ্বেষ্টা। উঁহার প্রভাবেই দানবগণ দম্ভযুক্ত হইয়াছে; উঁহার প্রভাবেই সপ্তর্ষিমণ্ডল শমগুণসম্পন্ন হইয়া অতি উৎকৃষ্ট শোভা ধারণ করিয়াছেন। দেবরাজ উঁহাকেই গুরুরূপে বরণ করিয়া উঁহারই নিকট অবস্থানপূর্ব্বক অমরত্ব এবং সর্ব্বলোকাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সর্পগণ উঁহার প্রভাবে সকল লোকের প্রতি দ্বেষভাবাপন্ন হইয়াছে।

এক্ষণে আমি এই উপলক্ষে সর্প, দেবতা, ঋষি ও অসুরগণের যেরূপে দ্বেষভাবাদি লাভ হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে দেবতা, ঋষি, সর্প ও অসুরগণ প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্ব্বক বিনীতভাবে তাঁহাকে কহিয়াছিলেন,—ভগবন্! যাহাতে আমাদের শ্রেয়োলাভ হয়, আপনি আমাদিগকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করুন। তাঁহারা এইরূপ অনুরোধ করিলে, প্রজাপতি তাঁহাদের সমক্ষে "ওঁ" এই একাক্ষর শব্দ উচ্চারণ করিলেন। তখন দেবতা, ঋষি, সর্প

ও অসুরগণ সকলেই ঐ একাক্ষর শব্দের অর্থ পর্য্যালোচন করিতে লাগিলেন। ঐ শব্দের অর্থ পর্য্যালোচনা করিতে করিতে সর্পদিগের ফণে দংশন-প্রবৃত্তি, অসুরদিগের মনে দম্ভভাব, দেবতাদিগের চিত্তে দান-প্রবৃত্তি ও মহর্ষিদিগের অন্তঃকরণে দমগুণের সঞ্চার হইল। এইরূপ পূর্ব্বকালে একমাত্র উপদেষ্টার মুখে একমাত্র একাক্ষর শ্রবণ করিয়া সর্প, দেবতা, ঋষি ও দানবগণের চিত্তে পৃথক্ পৃথক্ ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বময় নারায়ণ সর্ব্বত্র বিরাজিত রহিয়াছেন। তিনি আপনিই আপনার গুরু। তিনি শিষ্যরূপে প্রশ্ন করিয়া গুরুরূপে উহা শ্রবণ ও অবধারণপূর্ব্বক উহার উত্তর প্রদান করেন। তাঁহারই অভিলাষানুসারে সমুদয় কর্ম্ম সম্পাদিত হইয়া থাকে। তিনি একাকী গুরু, বোদ্ধা, শ্রোতা ও দ্বেষ্টা। তিনি সকল লোকের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। তিনিই পাপ কার্য্যে নিরত হইয়া পাপাচারী, পুণ্যকর্ম্মে নিরত হইয়া পুণ্যাচারী, ইন্দ্রিয়-সুখে নিরত হইয়া কামচারী এবং ইন্দ্রিয় পরাজয় ও ব্রতাদি কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মে অবস্থিত ও ব্রহ্মপূত হইয়া ব্রহ্মচারী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনিই ব্রহ্মরূপ ঋত্বিকের সাহায্যে ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মরূপ সমিধ্ প্রদান ও ব্রহ্মরূপ জল প্রেক্ষণ করেন। পণ্ডিতগণ তাঁহারই উপদেশানুসারে সূক্ষ্ম ব্রহ্মচর্য্য অবগত হইয়া থাকেন।

---

# ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—প্রিয়ে! এক্ষণে আমি সংকল্প-স্বরূপ দংশ-মশক-সম্পন্ন, শোক-হর্ষরূপ শীতাতপযুক্ত মোহরূপ তিমির-পরিপূর্ণ এবং লোভ ও ব্যাধিরূপ সরীসৃপে সমাকীর্ণ, সংসার-স্বরূপ অরণ্য অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মরূপ মহাবনে প্রবেশ করিয়াছি। ঐ সংসারারণ্যের পথে কাম ও ক্রোধ রূপ দুইটি শত্রু সতত অবস্থান করিয়া থাকে। উহাতে একাকীই গমনাগমন করিতে হয়।

ব্রাহ্মণী কহিলেন,—নাথ! আপনি যে মহাবনের কথা উল্লেখ করিলেন, সেই বন কোথায়? ঐ বনে কিরূপ বৃক্ষ, নদী ও পর্ব্বত সমুদয় বিদ্যমান রহিয়াছে এবং কতদূর গমন করিলেই বা ঐ বন উপলব্ধ হইয়া থাকে?

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—প্রিয়ে! ঐ বন হইতে স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র, হ্রস্ব ও দীর্ঘ এবং সুখকর ও দুঃখজনক পদার্থ কিছুই নাই। ব্রাহ্মণেরা ঐ বনে প্রবেশ করিতে পারিলে, তাঁহাদের শোক বা হর্ষের লেশমাত্র থাকে না। তৎকালে তাঁহারা আর কোন পদার্থ হইতেও ভীত হন না এবং তাহাদিগের হইতেও কেহ ভয়প্রাপ্ত হয় না। ঐ বনে অহঙ্কারাদি সাতটি মহৎ বৃক্ষ বিদ্যমান আছে। শব্দ, রূপ, রস, স্পর্শ, সংশয় ও নিশ্চয় এই সাতটি

ঐ বৃক্ষ-সমুদয়ের ফল। ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী সপ্ত দেবতা ঐ সমুদয় ফল-ভক্ষক অতিথি। মন, বুদ্ধি, কর্ণ, নেত্রাদি পঞ্চেন্দ্রিয় ঐ অতিথিদিগের আশ্রয় এবং ঐ সপ্তবিধ ফল-ভোগজনিত দুঃখ সপ্তবিধ দীক্ষাস্বরূপ। ঐ বনমধ্যে আরও কতকগুলি বৃক্ষ বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে মনোরূপ পাদপ, শব্দাদি অনুভবরূপ পঞ্চবিধ পুষ্প ও তজ্জনিত প্রীতিরূপ পঞ্চবিধ ফল; নেত্ররূপ বৃক্ষ, শ্বেত-পীতাদি বর্ণরূপ পুষ্প ও তদ্দর্শনজনিত সুখ-দুঃখ স্বরূপ ফল; বিহিত-নিষিদ্ধ-কার্য্যরূপ বৃক্ষ, পুণ্য-পাপরূপ পুষ্প ও স্বর্গ-নরকরূপ ফল; ধান্যরূপ বৃক্ষ, সুখরূপ পুষ্প ও ফল এবং মন ও বুদ্ধিরূপ বৃক্ষদ্বয়, মন্তব্য ও বোদ্ধব্যরূপ বহুসংখ্যক পুষ্প ও ফল উৎপাদন করিতেছে। ঐ বনে জীবরূপ ব্রাহ্মণ মন ও বুদ্ধিরূপ স্রুক্ ও স্রুব গ্রহণপূর্ব্বক পঞ্চ ইন্দ্রিয়রূপ সমিধ্ আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন। ঐ সমুদয় সমিধ্ আহূত হইয়া লয়প্রাপ্ত হইলেই মোক্ষ আবির্ভূত হয়। ঐ যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় জীবরূপ ব্রাহ্মণ যে দীক্ষা গ্রহণ করেন, সেই দীক্ষাও নিষ্ফল হয় না। ঐ দীক্ষার ফল পুণ্য। কিন্তু যজ্ঞকারী জীবাত্মাকে ঐ পুণ্য ভোগ করিতে হয় না; ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতারা বা ঐ যজ্ঞ-দীক্ষিত ব্যক্তির আত্মীয়েরাই উহা ভোগ করিয়া থাকেন।

ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ ঐ দীক্ষার ফলরূপ পুণ্যভোগ করিয়া লয়প্রাপ্ত হইলে, পরিশেষে নিরুপাধি ব্রহ্মরূপ মহাবন সুপ্রকাশিত হয়। ঐ বনে আত্মসাক্ষাৎকাররূপ বৃক্ষ, মোক্ষরূপ

ফল ও শান্তিরূপ ছায়া উৎপাদন করিয়া থাকে। শাস্ত্রজ্ঞান ঐ বনের আশ্রয়স্থান এবং তৃপ্তি উহার জয়পূর্ণ জলাশয়-স্বরূপ; আত্মা ভাস্কররূপে সতত ঐ বন প্রকাশিত করিয়া থাকেন। ঐ বনে গমন করিলে ভয়ের লেশমাত্রও থাকে না।

বন সর্ব্বব্যাপী; উহার অন্ত নাই। ঘ্রাণাদি বৃত্তিরূপ সাতটি স্ত্রী পৃথিবীর অন্যান্য ব্যক্তিগণকে অনায়াসে বশীভূত করিয়া থাকে; কিন্তু ঐ বন-প্রবিষ্ট ব্যক্তিদিগকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না। উহারা ঐ মহাত্মাদিগের নিকট সহসা সমুপস্থিত হইয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, লজ্জায় অধোমুখে অবস্থান করে। ঐ মহাত্মাদিগের ইচ্ছানুসারে ঘ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধি ইহারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান পদার্থ সমুদয়ের সহিত মুদিত ও লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ মহাত্মারা, কি যশস্বী, কি ঐশ্বর্য্যশালী, কি বিজয়ী, কি সিদ্ধ, কি তেজস্বী,—সকলই আত্মাতে দর্শন করিয়া থাকেন। উঁহাদের অতি নিগূঢ় হৃদয়াকাশে উপদেশরূপ পর্ব্বত হইতে জ্ঞানরূপ নদী প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া, পরব্রহ্মে সঙ্গত হইয়া থাকে। তাঁহারা ঐ প্রবাহ অবলম্বন করিয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন। ফলতঃ যাঁহাদিগের বিষয়-বাসনা নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া যায়, যাঁহারা তপঃপ্রভাবে সমুদয় পাপ দগ্ধ করিয়া থাকেন এবং যাঁহারা সতত শান্তি লাভেই অভিলাষী হন, তাঁহারাই বুদ্ধির সাহায্যে জীবাত্মাকে পরমাত্মায় লীন করিয়া, পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারেন।

হে প্রিয়ে ! শাস্ত্রে এইরূপ ব্রহ্মবন নির্দ্দিষ্ট আছে; পণ্ডিতগণ শাস্ত্রালোচনা দ্বারা ঐ বনের বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়া, তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণের উপদেশানুসারে নির্ভয়চিত্তে উহাতে প্রবেশ করিয়া থাকেন।

# চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে ভদ্রে! আমি স্বয়ং গন্ধাঘ্রাণ, রসাস্বাদন, রূপদর্শন, স্পর্শানুভব, শব্দ শ্রবণ ও বিষয়-কামনা করি না। প্রাণ ও অপান বায়ু যেমন প্রাণিগণের সুষুপ্তিকালে কামদ্বেষের প্রাদুর্ভাব না থাকিলেও স্বভাব-কাতর তাহাদের শরীর মধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক অন্ন পাকাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে, তদ্রূপ আমার ইন্দ্রিয়গণই পূর্ব্বতন সংস্কারবশতঃ গন্ধঘ্রাণ প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। যোগানুষ্ঠান-নিরত মহাত্মারা আপনাদিগের দেহমধ্যে যে বাহ্য-বিষয়াতীত জীবাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন, আমি সেই জীবাত্মার সহিত মিলিত হইয়া অবস্থান করিতেছি; এই নিমিত্ত কাম, ক্রোধ, জরা ও মৃত্যু আমাকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় না। পদ্মপত্রে যেমন সলিলবিন্দু লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ আমি দ্বেষশূন্য হওয়াতে বিষয় সমুদয় আমাতে লিপ্ত হইতে পারিতেছে না। জীবাত্মা জন্তুদিগের শরীরে নির্লিপ্তভাবে অবস্থানপূর্ব্বক স্বভাববশে সমুদয় দর্শন করিতেছে; তিনি ভিন্ন আর সমুদয় পদার্থই অনিত্য। নভোমণ্ডল যেমন সূর্য্যের কিরণজালে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ তাঁহাকে কখনই কর্ম্মফলে লিপ্ত হইতে হয় না।

হে ভদ্রে! এক্ষণে আমি এই উপলক্ষে অধ্বর্য্যু ও যতি-সংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে এক সন্ন্যাসী কোন যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণকে যজ্ঞে পশু-প্রোক্ষণ করিতে দেখিয়া, তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন,—ব্রাহ্মণ! এরূপ হিংসাবৃত্তি আশ্রয় করা আপনার ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তির কখনই উচিত নহে।

সন্ন্যাসী এই কথা কহিলে, যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—ভগবন্! আমি যজ্ঞে এই ছাগকে ছেদন করিলে, ইহার কিছুমাত্র অপকার হইবে না; প্রত্যুত ইহার যথেষ্ট উপকারই হইবে। এই পশু যজ্ঞে নিহত হইলে, ইহার উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইবে। যদি শাস্ত্র সত্যই হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রানুসারে প্রোক্ষণ কার্য্য সম্পাদন করিলে, ইহার পার্থিবাংশ পৃথিবীতে, জলীয় ভাগ জলে, চক্ষুঃ সূর্য্যে, শ্রোত্র দিক্ সমূদয়ে এবং প্রাণ আকাশমার্গে অবস্থান করিবে। আমি যখন শাস্ত্রানুসারে এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছি, তখন কখনই আমাকে এই বিষয়ে অপরাধী হইতে হইবে না।

সন্ন্যাসী কহিলেন,—ব্রাহ্মণ! যদি এই যজ্ঞে ছাগের প্রাণ-বিয়োগে কেবল ইহারই শ্রেয়োলাভ হয়, তবে যজ্ঞানুষ্ঠানের আপনার কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? বিশেষতঃ এই পশু পরাধীন। ইহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও বন্ধুবর্গের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া ইহাকে বধ করা আপনার কখনই উচিত নহে। আর যদি আপনি মন্ত্র দ্বারা এই পশুর প্রাণ সমূদয়কে যথাস্থানে নিবেশিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহার নিশ্চেষ্ট শরীর মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। অতএব ইহাতে ও কাষ্ঠে কিছুমাত্র

প্রভেদ নাই; সুতরাং ইহার পরিবর্ত্তে কাষ্ঠ দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার বাধা কি? হিংসাবিহীন কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই সকলের পক্ষে শ্রেয়ঃ। যদি আমি কখন হিংসা করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতাম, তাহা হইলে আপনি আমার কার্য্যের অশেষ দোষ নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন; কিন্তু আমি সেরূপ দুষ্কর প্রতিজ্ঞা করি নাই। আমার মতে, যথাসাধ্য প্রাণিগণের হিংসা না করাই পরম ধর্ম্ম। আমি কেবল প্রত্যক্ষ হিংসাকেই দোষাবহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি।

যাজ্ঞিক কহিলেন,—প্রভো! এই জগতীতলস্থ সমুদয় পদার্থেরই প্রাণ আছে; অতএব যখন আপনি গন্ধঘ্রাণ, রসাস্বাদন, রূপদর্শন, বায়ুসেবন, শব্দশ্রবণ ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিতেছেন, তখন আপনাকে কিরূপে হিংসাবিহীন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? কোন না কোন প্রকার হিংসা ভিন্ন কখনই আঘ্রাণাদি কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না। ইহলোকে হিংসা ভিন্ন কাহারও কোন কার্য্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব এক্ষণে আপনার মতে অহিংসা কি? তাহা আমার নিকট সবিশেষ বর্ণন করুন।

যতি কহিলেন,—ব্রাহ্মণ! আত্মা দুই প্রকার—"ক্ষর" ও "অক্ষর"। পণ্ডিতেরা উপাধিযুক্ত আত্মাকে ক্ষর ও উপাধি-বিহীন সনাতন আত্মাকে অক্ষর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যে ব্যক্তির আত্মা মায়ার সহিত মিলিত হইয়া প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিরূপে পরিণত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সেই ব্যক্তিরই

হিংসাজনিত ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে ; আর যে ব্যক্তির আত্মা ঐ প্রাণাদি হইতে পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত হইয়া নির্দ্বন্দ্ব ও সর্ব্বভূতে সমদর্শী হয়, তাহাকে কদাপি হিংসাজনিত ভয়ে ভীত হইতে হয় না। অতএব আমার মতে প্রাণাদি হইতে পৃথগ্‌ভাবে অবস্থানই অহিংসা।

তখন যাজ্ঞিক কহিলেন,—ভগবন্! আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়া বোধ হইতেছে যে, ইহলোকে সাধু-সংসর্গ লাভ করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই। এক্ষণে আপনার উপদেশে আমার বুদ্ধি অতিশয় নির্ম্মল হইয়াছে। আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি যে, আমার আত্মা কিছুতেই লিপ্ত নহে। সুতরাং এই বেদবিহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান-নিবন্ধন আমাকে কখনই অপরাধী হইতে হইবে না।

যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণ এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিলে, সন্ন্যাসী তাঁহার বাক্যে উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণও মোহবিহীন হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে প্রিয়ে! এই আমি তোমার নিকট সন্ন্যাসী ও যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণের পুরাতন ইতিহাস সবিশেষ বর্ণন করিলাম। মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রালোচনা দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ আত্মার প্রাণাদি হইতে পৃথক ভাবে অবস্থানই মোক্ষলাভের উপায় বলিয়া পরিজ্ঞাত হন এবং তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদিগের উপদেশানুসারে উহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।

# পঞ্চদশ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে বরবর্ণিনি! অতঃপর আমি এই উপলক্ষে কার্ত্তবীর্য্য ও সমুদ্র-সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে সহস্রবাহু-সম্পন্ন মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন স্বীয় শর-প্রভাবে সসাগরা পৃথিবী পরাজিত করিয়াছিলেন। তিনি একদা সমুদ্রতীরে বিচরণ করিতে করিতে সমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া শত শত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

তখন সমুদ্র মূর্ত্তিমান্ হইয়া নিতান্ত ব্যথিতচিত্তে তাঁহার সমীপে আগমন করিয়া, প্রণতি-পুরঃসর কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন,—বীরবর! আপনি আর আমার প্রতি শর নিক্ষেপ করিবেন না; এক্ষণে আমাকে আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে, আদেশ করুন; আমার আশ্রিত জীব-জন্তুগণ আপনার ভীষণ শর-প্রভাবে নিহত হইতেছে; এক্ষণে আপনি তাহাদিগকে অভয় প্রদান করুন।

তখন কার্ত্তবীর্য্য কহিলেন,—জলনিধে! আমি এই ভূমণ্ডল মধ্যে আমার সমকক্ষ যোদ্ধা দেখিতে পাই নাই; এই নিমিত্তই তোমার উপর শর নিক্ষেপ করিতেছি। এক্ষণে যদি ইহলোকে তোমার পরিজ্ঞাত মৎসদৃশ ধনুর্দ্ধর বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে

তুমি শীঘ্র তাহার নাম নির্দ্দেশ কর, আমি অবিলম্বে তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।

সমুদ্র কহিলেন,—মহারাজ! আপনি মহর্ষি জমদগ্নির নাম শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। তাঁহার পুত্র সুবিখ্যাত পরশুরামই শস্ত্র-বিদ্যায় আপনার সমকক্ষ।

সমুদ্র এই কথা কহিলে, কার্ত্তবীর্য্য তাঁহার বাক্য শ্রবণমাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া বন্ধু-বান্ধবগণ সমভিব্যবহারে পরশুরামের আশ্রমে গমনপূর্ব্বক তাঁহার অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া তদীয় ক্রোধাগ্নি প্রদীপ্ত করিলেন। ঐ সময় ভার্গবের কোপানল-প্রভাবে কার্ত্তবীর্য্যের সৈন্য সমুদয় দগ্ধপ্রায় হইতে লাগিল। অনন্তর ভৃগু-নন্দন পরশু গ্রহণপূর্ব্বক বহুশাখা-সমাকীর্ণ বিটপীর ন্যায় সহস্রবাহু-সম্পন্ন কার্ত্তবীর্য্যকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

মহাবীর কার্ত্তবীর্য্য নিপতিত হইলে, তদীয় বান্ধবগণ এককালে সকলে খড়্গ ও শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক পরশুরামের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর পরশুরামও সত্বর শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক রথারোহণ করিয়া একাকী তাহাদিগকে কাল-কবলে নিপাতিত করিতে লাগিলেন।

মহাবীর ভার্গব এইরূপে অলৌকিক বীরত্ব প্রকাশ করিলে, সেই সমরাঙ্গনস্থ হতাবশিষ্ট সেনাগণ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ সকলেই সিংহ-নিপীড়িত মৃগের ন্যায় নিতান্ত ভীত হইয়া গিরি-গহ্বরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় যে সকল ক্ষত্রিয় গ্রাম বা নগর মধ্যে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারাও

পরশুরামের ভয়ে স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে সমর্থ হইতে পারিলেন না। সুতরাং বেদ-বিহিত ক্রিয়াকলাপ বিলুপ্তপ্রায় হইল এবং প্রজাগণ শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের ব্যতিক্রম-নিবন্ধন দ্রাবিড়, আভীর, পুণ্ড্র ও শবরদেশীয় ক্ষত্রিয়গণ সকলেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

এইরূপে ক্ষত্রিয়গণ পরশুরামের হস্তে নিহত ও পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া হইলে, ব্রাহ্মণগণ রাজবিহীনা পৃথিবীর দুর্দ্দশা নিবারণপূর্ব্বক বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের রক্ষার্থ রাজপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশে বিধবা ক্ষত্রিয় রমণীগণের গর্ভে পুত্রোৎপাদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহাবীর পরশুরাম তাহাও সহ্য করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণদিগের ঔরসে যতবার ক্ষত্রিয়গণ সমুৎপন্ন হইতে লাগিল, মহাবীর ভার্গব ততবারই তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হইলে পর, একদা এই আকাশবাণী সর্ব্বসমক্ষে পরশুরামের কর্ণগোচর হইল,—"বৎস! বারংবার ক্ষত্রিয়কুল বিনষ্ট করাতে তোমার কিছুমাত্র পৌরুষ প্রকাশিত হয় নাই; অতএব আমাদের অনুরোধে তুমি এই অধ্যবসায় হইতে অচিরাৎ নিবৃত্ত হও।" ঐ সময় পরশুরামের পূর্ব্বপুরুষ ঋচীক প্রভৃতি মহাত্মারাও আকাশ হইতে তাঁহাকে বারংবার নিবারণ করিয়া কহিলেন,—"বৎস! তুমি এক্ষণে ক্ষত্রিয়-বিনাশের সংকল্প পরিত্যাগ কর।"

এইরূপে পূর্ব্বপুরুষগণও রোষপরায়ণ পরশুরামকে বারংবার ক্ষত্রিয়-বধে নিবারণ করিলেও তিনি পিতৃবধজনিত ক্রোধ সংবরণ

করিতে পারিলেন না। তখন তিনি তাঁহাদিগকে ও ঋষিগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—"হে পিতৃগণ! আমি ক্ষত্রিয়-সংহারে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছি, এক্ষণে আমাকে নিবারণ করা আপনাদিগের উচিত নহে।"

# ষোড়শ অধ্যায়।

অনন্তর সেই ঋচীক প্রভৃতি মহাত্মারা পুনরায় কহিলেন,—"বৎস! ব্রাহ্মণ হইয়া ক্ষত্রিয় বিনাশ করা তোমার কখনই উচিত নহে।" এক্ষণে আমরা তোমার নিকট এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি উহা শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও।

পূর্ব্বকালে অলর্ক নামে এক মহাতপস্বী পরম ধার্ম্মিক সত্যপরায়ণ রাজর্ষি ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ স্বীয় বাহুবলে সসাগরা পৃথিবী জয় করিয়া পরিশেষে বৃক্ষ-মূলে অবস্থানপূর্ব্বক অতি সুখে পরব্রহ্মে মনঃ সমাধান করিতে বাসনা করিয়া চিন্তা করিলেন যে, ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুগণ আমাকে পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে; অতএব বাহ্য শত্রু পরিত্যাগ করিয়া উহাদিগের প্রতি শর নিক্ষেপ করাই বিধেয়। মনই স্বকীয় চপলতা-নিবন্ধন মনুষ্যদিগকে বিবিধ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে; ঐ দুরাত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্; অতএব উহাকে জয় করিলেই সমুদয় ইন্দ্রিয়কে জয় করা হইবে; এক্ষণে আমি মনের প্রতিই এই সুতীক্ষ্ণ শর-নিকর নিক্ষেপ করিব।

অলর্ক এইরূপ অভিসন্ধি করিলে, মন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—অলর্ক! তুমি নরকলেবরভেদী শর-নিকর

দ্বারা কখনই আমাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি আমার প্রতি ঐ সমুদয় শর পরিত্যাগ করিলে, তোমারই মর্ম্মভেদ ও মৃত্যু হইবে। অতএব যদি আমাকে নিপীড়িত করিতে তোমার বাসনা হইয়া থাকে, তবে তুমি কোন অলৌকিক বাণের অনুসন্ধান কর।

তখন অলর্ক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, পরিশেষে নাসিকাকে পরাজিত করিবার বাসনায় কহিলেন,—এই নাসিকা বিবিধ উৎকৃষ্ট গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া আমাকে সেই সকল গন্ধ আঘ্রাণে প্রলোভিত করে; অতএব আমি নাসিকার প্রতিই এই নিশিত শর-নিকর নিক্ষেপ করিব।

তখন নাসিকা তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—অলর্ক! ঐ নরকলেবরভেদী শর-নিকর দ্বারা কখনই আমাকে পরাজিত করিতে পারিবে না। যদি তুমি আমার প্রতি ঐ সমুদয় শর নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে তোমারই মর্ম্মভেদ ও মৃত্যু হইবে। অতএব যদি আমাকে পরাজিত করিতে তোমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে তুমি কোন অলৌকিক শরের অনুসন্ধান কর।

তখন অলর্ক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া রসনাকে পরাজিত করিবার বাসনায় কহিলেন,—এই রসনাই বিবিধ সুস্বাদু বস্তুর রসাস্বাদন করিয়া পুনরায় সেই সমুদয় বস্তুতে আমাকে প্রলোভিত করে; অতএব আমি ইহার প্রতি নিশিত শর-নিকর নিক্ষেপ করিব।

তখন রসনা তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল,—অলর্ক! তুমি ঐ সকল শর দ্বারা কখনই আমাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না; যদি তুমি ঐ সমুদয় বাণ আমার প্রতি পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমারই মর্ম্মভেদ ও মৃত্যু হইবে। অতএব যদি তোমার আমাকে পরাজিত করিবার বাসনা হইয়া তবে তুমি কোন অলৌকিক শরের অনুসন্ধান কর।

রসনা এই কথা কহিলে, অলর্ক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, পরিশেষে স্পর্শেন্দ্রিয়কে জয় করিবার বাসনায় কহিলেন,—এই ত্বক্‌ই বিবিধ স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া পুনরায় সেই সমুদয়ে আমাকে প্রলোভিত করে; অতএব আজি আমি এই কঙ্কপত্র-ভূষিত শর-নিকরে ত্বক্‌কেই নিপীড়িত করিব।

তখন স্পর্শেন্দ্রিয় কহিল,—অলর্ক! তুমি এতাদৃশ ভূরি ভূরি শর নিক্ষেপ করিয়াও আমাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না; যদি তুমি আমার প্রতি ঐ সমুদয় শর নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে তোমারই মর্ম্মভেদ ও মৃত্যু হইবে। অতএব যদি আমাকে পরাজিত করিবার বাসনা থাকে, তবে তুমি অচিরাৎ কোন অলৌকিক শরের অনুসন্ধান কর।

স্পর্শেন্দ্রিয় এই কথা কহিলে, অলর্ক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কর্ণকে পরাজিত করিবার বাসনায় কহিলেন,—এই কর্ণই বিবিধ শ্রবণসুখকর শব্দ শ্রবণ করিয়া, বারংবার আমাকে তদ্বিষয়ে প্রলোভিত করে; অতএব আজ আমি কর্ণের প্রতি এই নিশিত শর-নিকর নিক্ষেপ করিয়া ইহাকে পরাজিত করিব।

তখন কর্ণ কহিল,—অলর্ক! ঐ সমুদয় নরদেহভেদী শর দ্বারা তুমি কখনই আমাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না; যদি তুমি আমার প্রতি ঐ সমুদয় শর নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে তোমারই মর্ম্মভেদ ও মৃত্যু হইবে। অতএব যদি তুমি আমাকে জয় করিতে একান্তই অভিলাষী হইয়া থাক, তবে কোন অলৌকিক শরের অনুসন্ধান কর।

কর্ণ এই কথা কহিলে, অলর্ক মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া, নেত্রকে পরাজিত করিবার মানসে কহিলেন,—এই নেত্র বিবিধ দর্শনীয় রূপ অবলোকন করিয়া বারংবার আমাকে তদ্বিষয়ে প্রলোভিত করে; অতএব আজি আমি এই শাণিত শর-নিকর দ্বারা নেত্রকেই নিপীড়িত করিব।

তখন নেত্র কহিল,—অলর্ক! ঐ সমুদয় নরদেহবিদারক শর দ্বারা তুমি কখনই আমাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না। যদি তুমি আমার প্রতি ঐ সমুদয় বাণ নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে তোমারই মর্ম্মভেদ ও মৃত্যু হইবে। অতএব যদি আমাকে পরাজিত করিবার বাসনা থাকে, তবে তুমি অচিরাৎ কোন অলৌকিক বাণের অনুসন্ধান কর।

চক্ষুঃ এই কথা কহিলে, অলর্ক কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বুদ্ধিকে জয় করিবার মানসে কহিলেন,—বুদ্ধি স্বীয় জ্ঞানশক্তি দ্বারা বিবিধ কার্য্য নিশ্চয় করিয়া থাকে, অতএব আমি বুদ্ধির প্রতিই এই নিশিত শর-নিকর নিক্ষেপ করিব।

তখন বুদ্ধি কহিল,—অলর্ক! তুমি ঐ সামান্য শর-নিকর

দ্বারা কখনই আমাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না। যদি তুমি আমার প্রতি ঐ সমুদয় বাণ পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমারই মর্ম্মভেদ ও মৃত্যু হইবে। অতএব যদি আমাকে নিপীড়িত করিতে তোমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে তুমি অচিরাৎ কোন অলৌকিক শরের অনুসন্ধান কর।

মন, বুদ্ধি, ঘ্রাণাদি এই কথা কহিলে অলর্ক তাহাদিগের নিপীড়নে নিতান্ত অভিলাষী হইয়া অলৌকিক বাণ লাভ করিবার অভিলাষে সেই বৃক্ষ-মূলে অবস্থানপূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই ইন্দ্রিয়-নিপীড়ক অলৌকিক শরের অনুসন্ধান পাইলেন না। পরিশেষে তিনি সমাহিত-চিত্তে বহুকাল অনুধ্যানপূর্ব্বক যোগকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া, একাগ্রমনে স্তিমিতভাবে যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। যোগবলে ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমুদয় ইন্দ্রিয় বশীভূত ও উৎকৃষ্ট সিদ্ধি হস্তগত হইল। তখন তিনি একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন যে, একাল পর্য্যন্ত আমি বৃথা ভোগ-সুখে আসক্ত হইয়া রাজ্যশাসন ও বিবিধ বাহ্যাড়ম্বর করিয়াছি। এখন স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, যোগ অপেক্ষা পরম সুখকর ও শান্তিপ্রদ পদার্থ আর কিছুই নাই।

ঋচীক প্রভৃতি মহাত্মারা এইরূপে অলর্কের ইতিহাস সমাপ্ত করিয়া পরশুরামকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—"বৎস রাম! তুমি এক্ষণে এই সমুদয় পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়-বধে বিরত

হও এবং একাগ্রচিত্তে যোগমার্গ অবলম্বন কর, তাহা হইলে শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।”

পিতৃপুরুষগণ এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলে, মহাত্মা ভার্গব যোগমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক অচিরাৎ পরম সিদ্ধিলাভ করিলেন।

# সপ্তদশ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—প্রিয়ে! সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—মনুষ্যের এই তিনটি শত্রু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। বৃত্তিভেদে ঐ তিনটিই আবার নবধা বিভক্ত। প্রহর্ষ, প্রীতি ও আনন্দ, এই তিনটি সত্ত্বগুণের বৃত্তি। বিষয়-বাসনা, ক্রোধ ও দ্বেষাভিনিবেশ, এই তিনটি রজোগুণের বৃত্তি। শ্রম, তন্দ্রা ও মোহ, এই তিনটি তমোগুণের বৃত্তি। সর্ব্বশুদ্ধ এই তিন গুণের নয়টি বৃত্তি। প্রশান্ত-স্বভাব, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ধৈর্য্য-সহকারে শমাদিরূপ শর সমূহ দ্বারা এই সমস্ত অন্তঃসম্ভব রিপুর বিনাশ-সম্পাদনপূর্ব্বক পশ্চাৎ বাক্য প্রভৃতি বাহ্য শত্রুদিগের বিনাশে যত্নবান্ হইয়া থাকেন।

এক্ষণে সত্ত্বগুণাবলম্বী মহারাজ অম্বরীষ এই বিষয়ে যেরূপ কার্য্য করিয়া আত্মমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত-চিত্তে শ্রবণ কর।

মহাত্মা অম্বরীষের চিত্তে রাগাদি দোষ সমুদয় প্রবল ও শমদমাদি গুণ সকল উচ্ছিন্ন প্রায় হইলে, তিনি জ্ঞানবলে রাগাদির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তিনি আপনার দোষ সমুদয়কে যথোচিত নিগ্রহ ও শমদমাদির সমুচিত সমাদর করিয়া অল্পকালের মধ্যে সিদ্ধিলাভ

করিলেন। তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়া কহিয়াছিলেন যে, আমি দোষ সমুদয়কে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়াছি, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল যে একটি দোষ আছে, সে বধার্হ হইলেও মনুষ্য তৎপ্রভাবে কোন বিষয়েই শান্তি লাভে সমর্থ হয় না। মনুষ্য উহার বশবর্ত্তী হইয়া, সতত নীচ কার্য্যের অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু নীচ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি বলিয়া অনুধাবন করিতে পারে না। উহার প্রভাবেই জীব নানা প্রকার অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ঐ দোষের নাম "লোভ"। উহাকে জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা ছেদন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ঐ লোভ হইতেই বিষয়-তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় এবং বিষয়-তৃষ্ণা-প্রভাবেই চিন্তা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। লোভী ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে সমগ্র রাজসগুণ অধিকার করিয়া পশ্চাৎ তামসগুণ সমুদয় প্রাপ্ত হয় এবং ঐ সমুদয় গুণের প্রভাবেই বারংবার জন্ম-মৃত্যু স্বীকার-পূর্ব্বক বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অতএব সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়া ধৈর্য্য সহকারে লোভকে নিগ্রহ করিয়া, দেহরূপ রাজ্যে প্রতিষ্ঠা লাভার্থ চেষ্টা করিবে। এই রাজত্বই যথার্থ রাজত্ব; স্বয়ং আত্মাই এই রাজ্যের রাজা।

# অষ্টাদশ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—প্রিয়ে! অতঃপর আমি ব্রাহ্মণ ও জনক-সংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে মহারাজ জনকের রাজ্যে এক ব্রাহ্মণ কোন গুরুতর অপরাধ করাতে জনকরাজ তাঁহাকে শাসন করিবার নিমিত্ত কহিয়াছিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি অতঃপর আমার অধিকার মধ্যে বাস করিতে পারিবেন না।

মহাত্মা জনক এইরূপ আজ্ঞা করিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—মহারাজ! কোন্ কোন্ স্থানে আপনার অধিকার আছে, আপনি তাহা নির্দ্দেশ করুন; আমি অবিলম্বেই আপনার বাক্যানুসারে সেই সমুদয় স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য রাজার রাজ্যে গমন করিব।

ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, মহারাজ জনক তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক মৌনভাবে চিন্তা করিতে করিতে অকস্মাৎ রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায় মহামোহে সমাক্রান্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার মোহ অপনীত হইলে, তিনি ব্রাহ্মণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—ভগবন্! যদিও এই পুরুষপরম্পরাগত রাজ্য আমার বশীভূত রহিয়াছে, তথাপি

আমি সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, পৃথিবীর কোন পদার্থেই আমার সম্পূর্ণ অধিকার নাই। আমি প্রথমে সমুদয় পৃথিবীতে, তৎপরে একমাত্র মিথিলা নগরীতে ও পরিশেষে স্বীয় প্রজামণ্ডলী মধ্যে আমার অধিকার অন্বেষণ করিলাম; কিন্তু কোন পদার্থেই আমার সম্পূর্ণ অধিকার দেখিতে পাইলাম না। এইরূপে আমি কোন পদার্থেই আমার অধিকার নাই দেখিয়া মোহে আক্রান্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে আমার মোহ অন্তর্হিত হওয়াতে আমি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছি যে, জাগতিক কোন পদার্থেই আমার অত্যল্পমাত্রও অধিকার নাই; অথচ আমি সমুদয় পৃথিবীরই অধিকারী বলিয়া মনে করি। আমার আত্মদেহও আমার নহে, অথচ সমুদয় পৃথিবীই আমার। ফলতঃ ইহলোকে সকল বস্তুতেই সকলের সমান অধিকার বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব আপনি নিরুদ্বেগে যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করুন ও যাহা ইচ্ছা, তাহাই ভোজন করুন।

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন,—মহারাজ! আপনার এই পিতা-পিতামহোপভুক্ত বিশাল রাজ্য বশীভূত থাকিতেও আপনি কিরূপে সমুদয় পদার্থে আপনার অধিকার নাই বলিয়া মমতা-বিহীন হইয়াছেন এবং কিরূপ বুদ্ধি প্রভাবেই বা আপনার রাজ্য-সম্পর্ক ভিন্ন অন্য পদার্থ সমুদয় আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন, তাহা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন।

জনক কহিলেন,—ভগবন্! সমুদয় পদার্থই অচিরস্থায়ী বলিয়া আমার বোধ হইতেছে এবং শাস্ত্রানুসারে কোন পদার্থেই

কাহারও অধিকার নাই; এই নিমিত্তই কোন পদার্থ আমার আপনার বলিয়া প্রতীতি হইতেছে না। আমি এইরূপ বুদ্ধি আশ্রয় করিয়াই সমুদয় বিষয়ে মমতাবিহীন হইয়াছি।

এক্ষণে যে বুদ্ধি-প্রভাবে আমি স্বয়ং সমুদয় বিষয়ের অধিকারী বলিয়া আমার বিবেচনা হইতেছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি আত্মতৃপ্তির নিমিত্ত গন্ধাঘ্রাণ, রসাস্বাদন, রূপ-দর্শন, স্পর্শানুভব, শব্দ-শ্রবণ ও মন্তব্য বিষয়ের সমালোচনা করি না। এই নিমিত্তই পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ ও মন আমার সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়াছে; সুতরাং ঐ সমুদয় বিষয়েই আমার অধিকার আছে। ফলতঃ আমি আত্মতৃপ্তির জন্য কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করি না। জগতের সমুদয় পদার্থই দেবতা, পিতৃলোক, ভূত ও অতিথিগণের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করি।

মহাত্মা জনক এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন,—মহারাজ! আমি ধর্ম্ম; অদ্য আপনাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণবেশে আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে নিশ্চয় বুঝিলাম, এই ভূমণ্ডল মধ্যে আপনিই সত্ত্বগুণরূপ নেমিযুক্ত ব্রহ্মলাভরূপ দুষ্পরিচালনীয় চক্রের প্রধান পরিচালক। সত্ত্বাদিগুণ মানবের শত্রু-পদবাচ্য হইলেও উহারা আপনার অনিষ্টসাধনে সমর্থ নহে।

---

# ঊনবিংশ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে শোভনে! তুমি স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে আমাকে দেহাভিমানী সামান্য ব্যক্তির ন্যায় বিবেচনা করিতেছ; কিন্তু আমি সেরূপ নহি। তুমি আমাকে ব্রাহ্মণ, জীবন্মুক্ত, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ বা ব্রতচারী, যাহা ইচ্ছা বলিয়া উল্লেখ করিতে পার। পরন্তু আমি সামান্য ব্যক্তির ন্যায় পুণ্য-পাপে আসক্ত নই। তুমি এই জগতে যে সমুদয় পদার্থ অবলোকন করিতেছ, আমি তৎসমুদয়েই বিদ্যমান রহিয়াছি। অগ্নি যেমন কাষ্ঠের নাশক, তদ্রূপ আমি এই জগতের স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদয় পদার্থেরই সংহার-কর্ত্তা। আমার বুদ্ধি—কি স্বর্গ, কি মর্ত্ত্য, সর্ব্বত্রই আমার রাজ্য বলিয়া স্থির করিয়াছে। ফলতঃ বুদ্ধিই আমার ধনস্বরূপ। ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের মধ্যে কি গৃহস্থ, কি বানপ্রস্থ, কি সন্ন্যাসী, কি ভিক্ষু, যিনি যে আশ্রমে অবস্থান করুন না কেন, সকলেরই ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ এক প্রকার। উঁহারা ভিন্ন ভিন্ন লিঙ্গ ধারণ করিয়া একমাত্র বুদ্ধিরই উপাসনা করিয়া থাকেন। উঁহাদের সকলেরই বুদ্ধি শমগুণ-যুক্ত। পৃথিবীস্থ নদী সমুদয় যেমন ভিন্ন ভিন্ন দিকে গমন করিয়াও একমাত্র সাগরের অভিমুখে গমনপূর্ব্বক তাহাতেই নিপতিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মবেত্তাদিগের মধ্যে যিনি যে প্রকার

আচরণ করুন না কেন, চরমে সকলেই একমাত্র জ্ঞানপথে সমুপস্থিত হইয়া থাকেন। একমাত্র বুদ্ধিই মনুষ্যদিগকে ঐ পথে সমানীত করিয়া থাকে। শরীর দ্বারা কখনই ঐ পথে গমন করা যায় না। শরীর উৎপত্তি ও ক্ষয়শীল; কর্ম্মপ্রভাবেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এক্ষণে আমার এই সমুদয় উপদেশ-বাক্য হৃদয়ে ধারণ করিলে, তোমার কখনই পরলোকের নিমিত্ত ভীত হইতে হইবে না। তুমি অনায়াসেই চরমে আমার আত্মাতে লীন হইয়া মুক্তিলাভ করিবে।

## বিংশ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ এইরূপে ব্রাহ্মণীকে আশ্বাস প্রদান করিলে, ব্রাহ্মণী তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—নাথ! আপনি সংক্ষেপে যেরূপ সুবিস্তীর্ণ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রদান করিলেন, উহা হৃদয়ঙ্গম করা অল্পবুদ্ধি ও অকৃতাত্মা ব্যক্তিদিগের নিতান্ত দুঃসাধ্য। সুতরাং আমার বুদ্ধিও কোনরূপে উহার মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ হইতেছে না। এক্ষণে কি উপায়ে আপনার ন্যায় জ্ঞানাত্মিকা বুদ্ধি লাভ করা যায় এবং এরূপ বুদ্ধি কোন্ কারণ হইতেই বা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব আপনি এক্ষণে উহা আমার নিকট সবিশেষ বর্ণন করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—প্রিয়ে! বুদ্ধি প্রথম অরণীকাষ্ঠ এবং গুরু দ্বিতীয় অরণীকাষ্ঠ স্বরূপ। বেদান্তের শ্রবণ ও মনন দ্বারা ঐ উভয় কাষ্ঠ মথিত হইলে, ঐ কাষ্ঠদ্বয় হইতে নিঃশ্রেয়স-সাধক জ্ঞানাগ্নির উদ্ভব হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণী কহিলেন,—নাথ! জীব ব্রহ্মের অধীন; তবে কিরূপে লোকে জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করে?

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—প্রিয়ে! জীব নির্গুণ ও দেহ-পরিশূন্য; কেবল ভ্রান্ত-বুদ্ধি ব্যক্তিরা ভ্রমবশতঃ উহাকে সগুণ ও দেহযুক্ত

বলিয়া গণনা করে। এক্ষণে যাহাতে ভ্রম দূর হয় ও জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারা যায়, আমি সেই উপায় নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর।

কর্ম্ম-নিরত ব্যক্তিরা ভ্রমবশতঃ আত্মাকে অঙ্গবান্ বলিয়া জ্ঞান করে; কিন্তু ভ্রমর যেমন পুষ্পের উপরিভাগে ভ্রমণ করিতে করিতে তন্মধ্যস্থিত মধু লক্ষ্য করে, তদ্রূপ যোগী শ্রবণ-মননাদি উপায় দ্বারা শরীস্থ আত্মাকে পৃথগ্ভাবে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। যে মহাত্মারা মোক্ষধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে কর্ম্মীদিগের ন্যায় কোন বিষয়েই বিধি বা নিষেধের ব্যবস্থা নাই। ইহলোকে সাধ্যানুসারে পৃথিব্যাদি যত প্রকার ব্যক্ত ও অব্যক্ত পদার্থ জ্ঞাত হইতে পারা যায়, তৎসমুদয়েরই স্বরূপ অবগত হওয়া উচিত। পৃথিব্যাদি পদার্থ সমুদয়ের প্রকৃত তত্ত্ব উত্তমরূপে অবগত হইয়া পরিশেষে যে পদার্থকে ঐ সমুদয়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হইবে, অর্থাৎ পৃথিব্যাদি সমুদয় জাগতিক পদার্থ বিনশ্বর, ইহা বিনশ্বর নহে,—তাহারই নাম পরব্রহ্ম। শমদমাদির অভ্যাস নিবন্ধনই ঐ পরম পদার্থের সাক্ষাৎকার (অর্থাৎ অনুভব) হইয়া থাকে।

বাসুদেব কহিলেন,—ধনঞ্জয়! ব্রাহ্মণ এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিলে, ব্রাহ্মণীর জীবোপাধি-জ্ঞান তিরোহিত হওয়ায় তদীয় চিত্তক্ষেত্রে ব্রহ্মজ্ঞান আবির্ভূত হইল।

অর্জ্জুন কহিলেন,—বাসুদেব! যে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী এইরূপে

সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহারা কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তাহা নির্দ্দেশ করুন।

বাসুদেব কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! আমার মন ব্রাহ্মণ, বুদ্ধি ব্রাহ্মণী এবং আমিই ক্ষেত্রজ্ঞ।

# একবিংশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন,—বাসুদেব! এক্ষণে তোমার প্রসাদবলে মানব-সাধারণের অজ্ঞেয় সূক্ষ্ম তত্ত্ব অবগত হইতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে। অতএব তুমি যথার্থরূপে আমার নিকট দুরবগাহ পরব্রহ্মের স্বরূপ কীর্ত্তন কর।

তখন বাসুদেব অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—হে ধনঞ্জয়! আমি এই উপলক্ষে গুরু-শিষ্য-সংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

একদা এক শিষ্য আসনোপবিষ্ট স্বীয় উপাধ্যায়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—ভগবন্! আমি মুক্তি-কামী হইয়া আপনার শরণাগত হইলাম; অতএব আমি যে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি এবং যাহা আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার নিকট তৎসমুদয় উপদেশ করুন।

শিষ্য এই কথা কহিলে, আচার্য্য তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—বৎস! যে সমুদয় বিষয়ে তোমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তৎসমুদয় ব্যক্ত কর, আমি একাদিক্রমে তোমার সমুদয় সংশয় অপনোদন করিব।

তখন শিষ্য কহিলেন,—ভগবন্! আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, আপনি, আমি এবং অন্যান্য স্থাবর-জঙ্গম পদার্থ—ইহাদের

উৎপত্তির কারণ কে? জীবগণ কাহার প্রভাবে জীবিত রহিয়াছে? প্রাণিগণের পরমায়ু এবং সত্য ও তপস্যা কি পদার্থ? সাধুগণ কোন্ কোন্ গুণের প্রশংসা করেন? কোন্ কোন্ পথ মঙ্গলজনক এবং কাহাকে পুণ্য ও কাহাকেই বা পাপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়? আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার এই সমুদয় প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করুন। আপনি ভিন্ন এ সমুদয় প্রশ্নের সদুত্তরদাতা আর কেহই নাই। লোকে আপনাকে মোক্ষধর্ম্ম-পারদর্শী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এক্ষণে আমিও মোক্ষকাম হইয়া আপনার নিকট সমাগত হইয়াছি; অতএব আপনি আমার এই সমস্ত সংশয়ের অপনোদন করুন।

শমগুণাবলম্বী, দমগুণ-সম্পন্ন ছায়ার ন্যায় গুরুর একান্ত অনুগত ব্রহ্মচর্য্য-নিরত শিষ্য এই প্রশ্ন করিলে, ব্রতাবলম্বী অসাধারণ-ধীশক্তিসম্পন্ন আচার্য্য তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—বৎস! তুমি বেদ-বিদ্যানুসারে আমার নিকট যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার উত্তর দিতেছি, শ্রবণ কর।

জ্ঞানই পরম ব্রহ্ম এবং সন্ন্যাসই উৎকৃষ্ট তপস্যা। যে ব্যক্তি নিগূঢ়ভাবে জ্ঞানতত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হয়, তাহার যাবতীয় কামনা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। যিনি দেহের সহিত আত্মার অভিন্ন ও ভিন্নভাব এবং জীবের সহিত ঈশ্বরের অভিন্ন ও ভিন্নভাব দর্শন করেন, তাঁহার দুঃখের লেশমাত্র থাকে না। যে ব্যক্তি অহঙ্কার ও মমতা-পরিশূন্য হইয়া মায়া, সত্ত্বাদিগুণ ও সর্ব্বভূতের কারণকে অবগত হইতে পারেন, তিনিই জীবন্মুক্ত।

যে ব্যক্তি ব্রহ্মরূপ বীজ-প্রভাবে প্রকৃতিতে অঙ্কুরিত বুদ্ধিরূপ স্কন্ধ, অহঙ্কাররূপ পল্লব, ইন্দ্রিয়রূপ কোটর, মহাভূতরূপ শাখা, কার্য্যরূপ প্রশাখা, আশারূপ পত্র, সঙ্কল্পরূপ পুষ্প ও শুভাশুভ ঘটনারূপ ফল-সম্পন্ন দেহরূপ বৃক্ষকে সবিশেষ অবগত হইয়া জ্ঞানরূপ মহাখড়্গ দ্বারা উহা ছেদন করিতে পারেন, তাঁহাকে কখনই জন্ম-মৃত্যুজনিত দুঃখভোগ করিতে হয় না।

এক্ষণে মনীষিগণ যাহা অবগত হইলে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হন, আমি সেই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এবং ধর্ম্ম, কাম ও অর্থের নিশ্চয়জ্ঞ, সিদ্ধ সমূহের পরিজ্ঞাত, নিত্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঈশ্বরের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

একদা প্রজাপতি দক্ষ, ভরদ্বাজ, গৌতম, ভার্গব, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, বিশ্বামিত্র ও অত্রি কর্ম্মপথ পরিভ্রমণ-নিবন্ধন একান্ত শ্রান্ত হইয়া, বৃহস্পতিকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! কিরূপে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা বিধেয়? কি প্রকারে পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়? কোন্ পথ আমাদিগের মঙ্গলজনক? সত্য ও পাপের লক্ষণ কি? মৃত্যু ও মোক্ষ-পথের বৈলক্ষণ্য কি? এবং প্রাণিগণের উৎপত্তি ও বিনাশই বা কি প্রকারে হইয়া থাকে? তাহা নির্দ্দেশ করুন।

মহর্ষিগণ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহা-দিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—হে তপোধনগণ! স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূত সমুদয় একমাত্র সত্যস্বরূপ ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন

হইয়া স্ব স্ব কর্ম্ম-প্রভাবে জীবিত থাকে। উহারা কর্ম্ম দ্বারা আপনাদিগের নিত্যমুক্ত স্বভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক জন্ম-মৃত্যুভাব প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে। সত্য স্বভাবতঃ নির্গুণ। যখন উহা সগুণ হয়, তখন উহাকে ঈশ্বর, ধর্ম্ম, জীব, আকাশাদি ভূত ও জরায়ুজাদি প্রাণী, এই পাঁচ প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই হেতু ব্রহ্মবিদ্‌গণ নিত্য যোগ-পরায়ণ, ক্রোধ-শূন্য, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বসন্তাপ-বিমুক্ত ও ধর্ম্মের সেতুস্বরূপ হইয়া পরম মঙ্গলময় সত্যকে আশ্রয় করিয়া থাকেন।

প্রকৃতির বিধানে তমোগুণের প্রাদুর্ভাব হইলেও যাঁহারা তৎপ্রভাবে কদাচ নিত্য ধর্ম্মের অতিক্রম করেন না, এক্ষণে সেই বিদ্যা-সম্পন্ন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক লোকভাবন ব্রাহ্মণগণের শুভ-সম্পাদনার্থ চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমের নিত্য চতুষ্পদ ধর্ম্ম, ধর্ম্মার্থ প্রভৃতি চতুর্ব্বর্গ এবং বেদার্থবিৎ মনীষিগণ ব্রহ্মভাব লাভের নিমিত্ত যে পথ অবলম্বন করেন, সেই নিঃশ্রেয়স-সাধক-পথের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। আশ্রম-চতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রথম, গার্হস্থ্য দ্বিতীয়, বানপ্রস্থ তৃতীয় ও সন্ন্যাস চতুর্থ। যে কাল পর্য্যন্ত যোগীদিগের আত্মজ্ঞান লাভ না হয়, সেই কাল পর্য্যন্ত তাঁহারা জ্যোতিঃ, আকাশ, আদিত্য, বায়ু, ইন্দ্র ও প্রজাপতি প্রভৃতি বিভিন্নরূপ দর্শন করেন; কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ হইলে, আর তাঁহাদিগের বিভিন্ন জ্ঞান থাকে না। তখন তাঁহাদিগের হৃদয়ে একমাত্র ব্রহ্মই উদ্ভাসিত হইয়া থাকেন।

এক্ষণে মোক্ষের উপায় নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর।

ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, এই তিনটিই মোক্ষ-সাধক প্রধান ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন বর্ণেরই ঐ ধর্ম্মত্রয়ে অধিকার আছে। গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম সমুদয় বর্ণের পক্ষে বিহিত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ শ্রদ্ধাকে ঐ ধর্ম্মের প্রধান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই আমি তোমার নিকট ব্রহ্মজ্ঞানের উপায়ভূত পথ সমুদয় বর্ণন করিলাম। সাধু ব্যক্তিরা সৎকর্ম্ম-সহকারে ঐ সমুদয় পথে পদার্পণ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ব্রত-পরায়ণ হইয়া ঐ ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি ধর্ম্মের অন্যতম আশ্রয় করেন, তিনি কাল-সহকারে মুক্ত হইয়া প্রাণিগণের জন্ম-মৃত্যু দর্শনে সমর্থ হন।

অতঃপর যথার্থরূপে তত্ত্ব সমুদয়ের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, প্রকৃতি, একাদশ ইন্দ্রিয়, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, গন্ধাদি পঞ্চ বিষয় এবং জীবাত্মা, এই পঞ্চবিংশতিকে তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে ব্যক্তি ঐ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উৎপত্তি ও বিনাশ অবগত হইতে সমর্থ হন। তাঁহাকে আর কখনই মুগ্ধ হইতে হয় না। ফলতঃ যিনি ঐ সমুদয় তত্ত্ব, সত্ত্বাদিগুণ ও ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃগণকে সবিশেষ অবগত হন, তাঁহার পাপের লেশ মাত্র থাকে না। তিনি সমুদয় বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া সমুদয় লোক লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।

# দ্বাবিংশ অধ্যায়।

হে মহর্ষিগণ! তত্ত্বসমূহের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটি গুণ অক্ষুব্ধভাবে অবস্থান করিলে, উহাদিগকে "অব্যক্ত" বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই গুণত্রয় সর্ব্বকার্য্যব্যাপী, অবিনাশী ও স্থির। আর যখন সেই গুণত্রয় ক্ষুভিত হয়, তখন উহা পঞ্চভূতাত্মক নবদ্বারযুক্ত পুররূপে পরিণত হইয়া থাকে। ঐ পুরমধ্যে একজন ইন্দ্রিয় অবস্থানপূর্ব্বক জীবকে বিষয়-বাসনায় প্রণোদিত করে। মন ঐ পুরমধ্যে অবস্থান করিয়া বিষয় সমুদয়কে অভিব্যক্ত করিয়া দেয়। বুদ্ধি ঐ পুরের কর্ত্রী। লোকে ভ্রান্তিবশতঃ এই পুরকে জীবাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। জীব ঐ পুরমধ্যে অবস্থান-পূর্ব্বক সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিগুণাত্মক তিনটি প্রণালী স্ব স্ব বিষয়কে প্রবাহিত করিয়া এই পুরমধ্যস্থ জীবাত্মাকে পরিতৃপ্ত করে। এই গুণত্রয় পরস্পরকে আশ্রয়পূর্ব্বক অবস্থান করিয়া থাকে। যে স্থানে উহাদের মধ্যে একের আধিক্য হয়, তথায় অন্যের হীনতা লক্ষিত হইয়া থাকে। পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত ঐ গুণত্রয় অপেক্ষা পরিহীন নহে। যে স্থানে সত্ত্বগুণের আধিক্য হয়, সে স্থানে রজঃ ও তমোগুণের এবং যে স্থানে রজোগুণের বা তমোগুণের

আধিক্য হয়, সে স্থানে সত্ত্বগুণের হীনতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। তমোগুণের হ্রাস হইলেই রজোগুণ প্রকাশিত ও রজোগুণের হ্রাস হইলেই সত্ত্বগুণ আবির্ভূত হয়। জগতীতলে জীবমাত্রেই অল্পাধিক পরিমাণে এই গুণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। তমোগুণ অপ্রকাশাত্মক, উহাকে "মোহ" বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। উহার প্রভাবেই মনুষ্যের অধর্ম্মে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে এবং উহার প্রাদুর্ভাবে মনুষ্যকে "পরমাত্মা" বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। রজোগুণ সৃষ্টির কারণ স্বরূপ। উহা প্রথমতঃ আকাশাদি সূক্ষ্ম-ভূত সমুদয়কে উৎপন্ন করিয়া তৎপরে তৎসমুদয় হইতে পৃথিব্যাদি স্থূল-ভূত সমুদয়কে উৎপাদন করে। পরিদৃশ্যমান পদার্থ সমুদয় এই গুণ হইতে উৎপন্ন। সত্ত্বগুণ প্রকাশাত্মক, ইহার প্রভাবে জীবের গর্ব্বরাহিত্য ও শ্রদ্ধাশীলতা জন্মে।

এক্ষণে আমি এই তিন গুণের কার্য্য-সমুদয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। মোহ, অজ্ঞানতা, অত্যাগ, অনিশ্চিততা, স্বপ্ন, স্তম্ভ, ভয়, লোভ, শোক, সৎকার্য্য-দূষণ, অস্মৃতি, অফলতা, নাস্তিকতা, দুশ্চরিত্রতা, সদসদ্-বিবেক-রাহিত্য, ইন্দ্রিয়বর্গের অপরিস্ফুটতা, নিকৃষ্ট ধর্ম্মে প্রবৃত্তি, অকার্য্যে কার্য্যজ্ঞান, অজ্ঞানে জ্ঞানাভিমান, অমিত্রতা, কার্য্যে অপ্রবৃত্তি, অশ্রদ্ধা, বৃথা চিন্তা, অসরলতা, কুবুদ্ধি, অক্ষমতা, অজিতেন্দ্রিয়তা, অন্যের অপবাদ, ব্রহ্মজ্ঞের নিন্দাবাদ, অভিমান, মোহ, ক্রোধ, অসহিষ্ণুতা, মৎসরতা, নীচ কর্ম্মে অনুরাগ, আপাত-সুখকর অথচ পরিণামে দুঃখজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান, অপাত্রে দান ও অতিথি প্রভৃতিকে

অবজ্ঞাপূর্ব্বক দান, দান না করিয়া ভোজন, এইগুলি তমোগুণের কার্য্য। যে সকল পাপাত্মা ঐ সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক শাস্ত্র-মর্য্যাদা অতিক্রম করে, তাহাদিগকেই "তামসিক" বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ তামস-প্রকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ জন্মান্তরে স্থাবর পদার্থ, রাক্ষস, সর্প, কৃমি, কীট, পক্ষী, বিবিধ চতুষ্পদ জন্তুরূপে অথবা উন্মাদ, বধিরতা, মূকতা ইত্যাদি নানাবিধ পাপ-রোগ-পরম্পরায় আক্রান্ত মনুষ্যদেহ গ্রহণপূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করে। ফলতঃ যাহাদিগের মনোবৃত্তি নিতান্ত নিকৃষ্ট, তাহারাই তামস বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে ইহাদিগের যেরূপ ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ ও পুণ্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। স্বকর্ম্ম-নিরত শুভার্থী ব্রাহ্মণেরা মূকাদি তামস-প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিদিগকে বৈদিক সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত করিলে, উহারা স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। আর যাহারা তামস-প্রকৃতি পশু-পক্ষী প্রভৃতি দেহ পরিগ্রহ করে, তাহারা যজ্ঞাদি কার্য্যে নিহত হইলে, প্রথমতঃ চণ্ডালাদি যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে এবং তৎপরে কর্ম্মবলে সেই সমস্ত যোনি হইতে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হয়। পরন্তু উৎকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও মনুষ্য যদি কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, পরজন্মে তদনুরূপ অপকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

শাস্ত্রে তামস-প্রকৃতি পাঁচ প্রকার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে; অবিবেকরূপ তম, চিত্ত-বিভ্রমাত্মক মোহ, বিষয়াসক্তিরূপ

মহামোহ, ক্রোধাত্মক-তামিস্র ও মৃত্যু-সংজ্ঞক অন্ধতামিস্র। এই আমি স্বরূপ গুণ ও যোনি অনুসারে তমোগুণের বিষয় কীৰ্ত্তন করিলাম। সাধুসেবা-পরাঙ্মুখ, আত্মতত্ত্বালোচনায় অনিচ্ছুক, ভ্রান্তচিত্ত মূঢ়গণ কখনই উহা বিশেষরূপে অবগত হইতে পারে না। পরন্তু যে সুকৃতিশালী ব্যক্তি উহা বিশেষরূপে অবগত হইতে পারেন, তিনি কদাপি উহাতে অভিভূত হন না।

# ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

হে মহর্ষিগণ! এক্ষণে আমি তোমাদের নিকট রজোগুণের বিষয় সবিস্তার বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। সন্তাপ, রূপদর্শন, আয়াস, সুখ, দুঃখ, শীত-গ্রীষ্মের অনুভব, ঐশ্বর্য্য, নিগ্রহ, সন্ধি, হেতুবাদ, রতি, ক্ষমা, বল, শৌর্য্য, মদ, রোষ, ব্যায়াম, কলহ, ঈর্ষা, ইচ্ছা, খলতা, অতি মমতা, পরিবার-পোষণ, বধ, বন্ধন, ক্লেশ, ক্রয়, বিক্রয়, ভেদ, ছেদ ও বিদারণের চেষ্টা, মর্ম্মপীড়ন, নিষ্ঠুরতা, হিংসা, আক্রোশ, পরছিদ্রানুসরণ, ইহলোকে ও পরলোকের চিন্তা, মাৎসর্য্য, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ, লাভ বা উপকার প্রত্যাশায় দান, বিষয়ানুরাগ, নিন্দা, স্তুতি, প্রশংসা, প্রতাপ, আক্রমণ, পরিচর্য্যা, সেবা, বিষয়-তৃষ্ণা, পরাশ্রয়-গ্রহণ, ব্যবহার, বচনকৌশল, নীতি, প্রমাদ, পরিবাদ, পরিগ্রহ, স্ত্রী, সাংসারিক দ্রব্যাদি ও গৃহের সংস্কার, সন্তাপ, অবিশ্বাস, ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বক ব্রত নিয়ম, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠাদি কর্ম্ম, স্বাহাকার, নমস্কার, স্বধাকার, বষট্‌কার, যাজনা, অধ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহ, প্রায়শ্চিত্ত, মাঙ্গল্য কর্ম্ম, বিষয়াভিলাষ, মায়া, প্রবঞ্চনা, গৌরব, চৌর্য্য, হিংসা, পরিতাপ, রাত্রি-জাগরণ, দম্ভ, দর্প, অনুরাগ, ভক্তি, প্রীতি, প্রমোদ, অক্ষক্রীড়া, অখ্যাতি, স্ত্রৈণতা এবং নৃত্য-গীতাদিতে আসক্তি, এই সমুদয় গুণ রজোগুণ

হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। যে সমুদয় ব্যক্তি ফলাভিলাষী হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্গে অনুরক্ত হইয়া সর্ব্বদা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বিষয়ে চিন্তা করে এবং যাহারা নিরন্তর কামনাযুক্ত হইয়া বিবিধ বিষয় ভোগ দ্বারা ইন্দ্রিয় সমুদয় চরিতার্থ করে, তাহাদিগকে "রাজস" বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। উহারা বারংবার ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল কামনায় দান, প্রতিগ্রহ, তর্পণ ও হোম প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। এই আমি তোমাদিগের নিকট রজোগুণের কার্য্য সমুদয় সবিস্তার বর্ণন করিলাম। ঐ সমুদয় বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে, আর কখনই ঐ সমুদয়ে লিপ্ত হইতে হয় না।

# চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

হে ঋষিগণ! অতঃপর আমি তোমাদিগের নিকট সর্ব্বভূতের হিতকর পরম পবিত্র সত্ত্বগুণের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। আনন্দ, প্রীতি, উন্নতি, প্রকাশ, সুখ, বদান্যতা, অভয়, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, অহিংসা, শমতা, সত্য, সরলতা, অক্রোধ, অনসূয়া, শৌচ, দক্ষতা, উৎসাহ, বিশ্বাস, লজ্জা, তিতিক্ষা, ত্যাগ, অতন্দ্রিতা, অনৃশংসতা, অসম্মোহ, সর্ব্বভূতে দয়া, অক্রূরতা, হর্ষ, তুষ্টি, বিস্ময়, বিনয়, সাধু ব্যবহার, শান্তি, কার্য্যে সরলতা, বিশুদ্ধ বুদ্ধি, পাপকার্য্য-নিবৃত্তি, ঔদাসীন্য, ব্রহ্মচর্য্য, অনাসক্তি, নির্ম্মমত্ব, ফলকামনা পরিত্যাগ ও নিত্যধর্ম্মের অনুশীলন, এই সমুদয় কার্য্য "সত্ত্বগুণ" হইতে সমুৎপন্ন হয়। যে সমুদয় ব্রাহ্মণ ঐ সমুদয় অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে শাস্ত্রীয় জ্ঞান, ব্যবহার, সেবা, আশ্রয়, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, ব্রত, প্রতিগ্রহ, ধর্ম্ম এবং তপস্যাতে আসক্তি পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক, পরব্রহ্মে নিতান্ত ভক্তি-পরায়ণ হন, তাঁহারাই যথার্থ সাধুদর্শী। সত্ত্বগুণাবলম্বী মহাত্মারাই রাজস ও তামস কার্য্য সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া যোগবলে স্বর্গারোহণপূর্ব্বক দেবগণের ন্যায় ইচ্ছানুসারে ঐশ্বর্য্যশালী, স্বাধীন ও অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভে সমর্থ হন। তাঁহাদিগকে দেবতুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে এবং

তাঁহারা স্বর্গারূঢ় হইয়া অভিলষিত দ্রব্য সমুদয় লাভ ও অন্যের সুখসাধন করিয়া থাকেন। অনন্তর কর্ম্মক্ষয়ে পুনরায় ভূলোকে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া পূর্ব্বদেহে অনুষ্ঠিত সুকৃতিবলে আত্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। এই আমি তোমাদের নিকট সত্ত্বগুণের বিষয় সবিস্তারে বর্ণন করিলাম। যে ব্যক্তি ঐ গুণ বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনি অনায়াসে সমুদয় বিষয় প্রাপ্ত অথচ বিষয়ে নির্লিপ্ত হইতে সমর্থ হন।

# পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

হে ঋষিগণ! সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয় সর্ব্বদা প্রাণিগণের দেহে অবিচ্ছিন্নরূপে অবস্থান করিতেছে; সুতরাং উঁহাদিগকে কখনই পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। উঁহারা নিরন্তর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া থাকে। সত্ত্বগুণে তমোগুণ এবং তমোগুণে সত্ত্বগুণ এবং সত্ত্বগুণে রজোগুণ কদাচ তিরোহিত হয় না। ঐ গুণত্রয় পরস্পর মিলিত হইয়া সাংসারিক সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করে। জন্মান্তরীণ পুণ্য-পাপ-নিবন্ধন প্রাণিগণের দেহে উঁহাদিগের তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে মাত্র। তির্য্যগ্‌-যোনিজাত প্রাণিগণে তমোগুণ অধিক; এই নিমিত্ত মনুষ্যগণ অপেক্ষা ঐ সকল প্রাণিগণে রজঃ ও সত্ত্বগুণের ন্যূনতা দৃষ্ট হয়; মনুষ্যগণে সত্ত্বগুণ অপেক্ষাকৃত অধিক; এই নিমিত্ত উঁহাদিগের তমঃ ও রজোগুণের ন্যূনতা লক্ষিত হইয়া থাকে।

ফলতঃ প্রাণিমাত্রেই তিনটি গুণ আছে; এই তিন গুণমুক্ত জীব, ভূলোকের কথা দূরে থাকুক, দেবলোকেও নাই। সত্ত্বগুণ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে শব্দাদি বিষয় সমুদয় প্রকাশিত হয়। সত্ত্বগুণের তুল্য পরম ধর্ম্মের সাধন আর কিছুই নাই। সত্ত্বগুণ-প্রধান মনুষ্যদিগের উৎকৃষ্ট

গতি, রজোগুণ-প্রধান মনুষ্যদিগের মধ্যম গতি ও তমোগুণ-প্রধান মনুষ্যদিগের অধোগতি হইয়া থাকে। তমোগুণ প্রধানতঃ শূদ্রকে, রজোগুণ ক্ষত্রিয়কে এবং সত্ত্বগুণ ব্রাহ্মণকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থান করে; কিন্তু উহাদিগের কর্ম্মজনিত মিশ্রাচার-নিবন্ধন কখন কখন ইহার ব্যতিক্রমও লক্ষিত হইয়া থাকে। সূর্য্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য, তস্করসমূহে তমোগুণের আধিক্য এবং আতপতাপিত পথিকগণে রজোগুণের আধিক্য বিদ্যমান থাকে। এই নিমিত্ত সূর্য্যোদয় হইলে তস্করগণ ভীত ও পথিকগণ সমধিক ক্লিষ্ট হয়। সূর্য্যের প্রকাশ সত্ত্বগুণ, তাপ রজোগুণ এবং রাহুকৃত গ্রাস তমোগুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এইরূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় জ্যোতির্ম্ময় পদার্থে প্রকাশ ও অপ্রকাশ-নিবন্ধন পর্য্যায়ক্রমে গুণত্রয়ের প্রকাশ ও অপ্রকাশের উপলব্ধি হইয়া থাকে।

স্থাবর সমুদয়ে তমোগুণের আধিক্য বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। কিন্তু উহারা সম্পূর্ণরূপে রজঃ ও সত্ত্বগুণ বিবর্জ্জিত নহে। মধুরাদি রস রজোগুণ-প্রধান এবং স্নেহপদার্থ সত্ত্বগুণ-প্রধান বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। দিবা, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, বৎসর প্রভৃতি কাল এবং দান, যজ্ঞ, স্বর্গাদিলোক, দেবতা, বিদ্যা, গতি, ত্রৈকালিক বিষয়, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং প্রাণ, অপান ও উদানাদি বায়ু, এই সমুদয় ত্রিগুণাত্মক। বস্তুতঃ ইহলোকে যে সমুদয় প্রদার্থ বিদ্যমান আছে, তৎসমুদয়েই তিনগুণ পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রকৃতি হইতে এই গুণত্রয়ের উৎপত্তি

হয়। অধ্যাত্ম-চিন্তা-নিরত পণ্ডিতেরা প্রকৃতিকে তমঃ অব্যক্ত, শিব, ধাম, রজ, যোনি, সনাতন, বিকার, প্রলয়, প্রধান, প্রভব, লয়, অনুদ্রিক্ত, অন্যূন, অকম্প, অচল, ধ্রুব, সৎ, অসৎ ও ত্রিগুণাত্মক নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাঁহারা প্রকৃতির এই সমুদয় নাম ও সত্ত্বাদিগুণের গতি সবিশেষ অবগত হইতে পারেন, তাঁহারা সর্ব্বগুণ-বিমুক্ত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভে সমর্থ হন এবং দেহত্যাগান্তে মুক্তি লাভে সমর্থ হন।

# ষড়বিংশ অধ্যায়।

হে ঋষিগণ! প্রকৃতি হইতে প্রথমতঃ মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ মহত্তত্ত্বকে সমুদয় সৃষ্টির আদি সৃষ্টি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। লোকে উহাকে যতি, বিষ্ণু, জিষ্ণু, শম্ভু, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, উপলব্ধি, খ্যাতি, ধৃতি ও স্মৃতি প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঐ মহত্তত্ত্বকে সবিশেষ অবগত হইতে সমর্থ হন, তাঁহাকে কখনই মুগ্ধ হইতে হয় না। ঐ মহত্তত্ত্বের হস্ত, পাদ, চক্ষু, মস্তক, মুখ ও কর্ণ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে এবং উনি সমুদয় স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ঐ মহাপ্রভা-সম্পন্ন মহত্তত্ত্ব সকলের হৃদয়েই বিদ্যমান রহিয়াছেন। উনি অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, ঈশান, অব্যয় ও জ্যোতিঃ স্বরূপ। ইহলোকে যাঁহারা বুদ্ধিমান্, সদ্ভাব-নিরত, ধ্যান-পরায়ণ, যোগী, সত্য-প্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞানবান্, লোভ-পরিশূন্য, ক্রোধবিহীন, প্রসন্ন-চিত্ত, ধীর-প্রকৃতি এবং মমতা ও অহঙ্কার-পরিশূন্য, তাঁহারাই ঐ মহত্তত্ত্বে বিলীন হইয়া থাকেন। ইহলোকে যে মহাত্মা গুহাশায়ী, বিশ্বরূপী, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের একমাত্র গতি, পুরাতন পরমপুরুষ মহত্তত্ত্বের গতি সবিশেষ অবগত হইতে সমর্থ হন, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত;

তাঁহাকে কখনই মুগ্ধ হইতে হয় না। তিনি প্রজ্ঞাবলে বুদ্ধিতত্ত্বকে অতিক্রম করিয়া স্বরূপে অবস্থান করেন এবং সৃষ্টিকালে বিষ্ণু তুল্য হইয়া থাকেন।

# সপ্তবিংশ অধ্যায়।

হে ঋষিগণ! মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়াছে। উহা দ্বিতীয় সৃষ্টি। ঐ অহঙ্কার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, এই তিন প্রকারে পরিণত হইয়া থাকে। উহা চৈতন্যযুক্ত হইলেই প্রজাসৃষ্টি-কর্ত্তা প্রজাপতি নামে অভিহিত হয়। উহা হইতেই ইন্দ্রিয়, মন ও ত্রিলোকের সৃষ্টি হইয়া থাকে। "অহং" এই অভিমানকেই অহঙ্কার বলিয়াই নির্দ্দেশ করা যায়। বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞে নিরত আধ্যাত্ম-শাস্ত্রজ্ঞ মুনিগণ ঐ অহঙ্কারে লীন হইয়া থাকেন। জীব বিষয়ভোগে অভিলাষী হইলে, তামস-অহঙ্কার পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূতের ও গন্ধাদি পঞ্চ গুণের এবং সাত্ত্বিক-অহঙ্কার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করিয়া জীবের দর্শনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করে এবং রাজস-অহঙ্কার পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণের সৃষ্টি করিয়া উহার সন্তোষ-সাধন করিয়া থাকে।

# অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

হে তপোধন! অহঙ্কার হইতে পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও জ্যোতিঃ, এই পঞ্চ মহাভূত সমুৎপন্ন হইয়াছে; প্রাণিগণ ঐ পাঁচ মহাভূতে বিলীন হইয়া থাকে। ঐ মহাভূত সমুদয়ের নাশ হইতে আরম্ভ হইলেই প্রলয়কাল সমুপস্থিত হয়। ঐ প্রলয়কালে প্রাণিগণেব ভয়ের আর সীমা থাকে না। ঐ সময় যে যে মহাভূত যাহা যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, সেই সেই মহাভূত, তৎসমুদয়েই বিলীন হয়। এইরূপে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদয় ভূত বিলীন হইলেও স্মরণজ্ঞান-সমন্বিত যোগিগণের লয় হয় না। তাঁহারা সূক্ষ্ম-শরীর ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিয়া থাকেন। শব্দাদি বিষয় সমুদয় সূক্ষ্ম; এই নিমিত্ত প্রলয়কালে উঁহাদিগের ধ্বংস হয় না। সুতরাং উঁহাদিগের নিত্য, আর স্থূল পদার্থ সমুদয়কে অনিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। কর্ম্ম-সমুৎপন্ন, মাংস-শোণিত-সংযুক্ত অকিঞ্চিৎকর বাহ্য-শরীর সমুদয় স্থূল পদার্থ এবং প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চবায়ু, আর বাক্য মন ও বুদ্ধি এই কয়েকটি অন্তরস্থিত সূক্ষ্ম পদার্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যে সুকৃতিশালী মহাপুরুষ ঘ্রাণাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়, বাক্য, মন ও বুদ্ধিকে বশীভূত করিতে সমর্থ হন, তিনি অনায়াসেই পরাৎপর পরব্রহ্মকে লাভ করিতে পারেন।

একক্ষণে অহঙ্কার হইতে সমুৎপন্ন একাদশ ইন্দ্রিয়ের বিষয় নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, পাদ, পায়ু, উপস্থ, হস্ত, বাক্য ও মন, এই একাদশটিকে "ইন্দ্রিয়" বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যিনি এই ইন্দ্রিয় সমুদয়কে পরাজিত করিতে সমর্থ হন, তাঁহার হৃদয়েই পরম পদার্থ পরব্রহ্ম উদ্ভাসিত হইতে থাকেন। ঐ ইন্দ্রিয় সমুদয়ের মধ্যে নেত্র-কর্ণাদি পাঁচটিকে জ্ঞানেন্দ্রিয়, পদাদি পাঁচটিকে কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনকে জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে সকল পণ্ডিত এই ইন্দ্রিয় তত্ত্ব সবিশেষ অবগত হইতে পারেন, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হন।

অতঃপর আমি জ্ঞানেন্দ্রিয় সমুদয়ের বিষয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আকাশ—প্রথম ভূত, কর্ণ উহার অধ্যাত্ম, শব্দ উহার অধিভূত ( বিষয় ) এবং দিক্ সমুদয় উহার অধিদেবতা ( অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা )। বায়ু—দ্বিতীয় ভূত, ত্বক্ উহার অধ্যাত্ম, স্পর্শ উহার অধিভূত এবং বিদ্যুৎ উহার অধিদেবতা। তেজঃ—তৃতীয় ভূত, চক্ষু উহার অধ্যাত্ম, রূপ উহার অধিভূত এবং সূর্য্য উহার অধিদেবতা। জল—চতুর্থ ভূত, জিহ্বা উহার অধ্যাত্ম, রস উহার অধিভূত এবং চন্দ্র উহার অধিদেবতা। পৃথিবী—পঞ্চম ভূত, ঘ্রাণ উহার অধ্যাত্ম, গন্ধ উহার অধিভূত এবং বায়ু উহার অধিদেবতা।

অতঃপর প্রত্যেক কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। চরণ—অধ্যাত্ম, পুরীষ পরিত্যাগ উহার

অধিভূত ও মিত্র উহার অধিদেবতা। উপস্থ—অধ্যাত্ম, শুক্র উহার অধিভূত এবং প্রজাপতি উহার অধিদেবতা। হস্ত—অধ্যাত্ম, কর্ম্ম উহার অধিভূত ও ইন্দ্র উহার অধিদেবতা। মন—অধ্যাত্ম, সংকল্প উহার অধিভূত ও চন্দ্রমা উহার অধিদেবতা। বাক্য—অধ্যাত্ম, বক্তব্য উহার অধিভূত ও বহ্নি উহার অধিদেবতা। অহঙ্কার—অধ্যাত্ম, অভিমান উহার অধিভূত ও রুদ্র উহার অধিদেবতা। বুদ্ধি—অধ্যাত্ম, মন্তব্য উহার অধিভূত ও ব্রহ্মা উহার অধিদেবতা।

জীবগণের জল, স্থল ও আকাশ, এই তিন প্রকার ভিন্ন অন্য কোন বাসস্থান নাই। উহারা অণ্ডজ, স্বেদজ, জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ, এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। ঐ চারি শ্রেণীর জীবমধ্যে পক্ষী ও সরীসৃপগণ—অণ্ডজ; কৃমিগণ—স্বেদজ; বৃক্ষলতাদি—উদ্ভিজ্জ এবং চতুষ্পদ প্রাণিগণ—জরায়ুজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। তপস্বী ও যাজ্ঞিক-ভেদে ব্রাহ্মণ দুই প্রকার। বৃদ্ধজনেরা কহেন, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ ও দান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে ব্যক্তি এই বৃদ্ধানুশাসন উত্তমরূপে অবগত হইতে পারেন, তাঁহার পাপের লেশ মাত্র থাকে না।

হে ঋষিগণ! আমি তোমাদিগের নিকট অধ্যাত্ম-বিধি সবিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলাম। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা এই অধ্যাত্ম-তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়, রূপ-রসাদি ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয় ও পঞ্চ মহাভূতের বিষয় সবিশেষ অনুসন্ধান

করিয়া মনোমধ্যে ধারণ করা আবশ্যক। মন নিস্তেজ হইলে, কখন জন্মজন্য সুখলাভ হয় না। পরন্তু জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা অনায়াসেই সেই সুখ লাভ করিতে সমর্থ হন।

হে ঋষিগণ! অতঃপর আমি তোমাদিগের নিকট নিবৃত্তি-বিষয়ক উপদেশ সবিস্তার ব্যাখ্যা করিতেছি, শ্রবণ কর। পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করেন যে, ব্রহ্ম গুণহীন, অভিমানশূন্য, অভেদদর্শী এবং ব্রহ্মানন্দ সর্ব্ববিধ সুখের আধার। কূর্ম্ম যেমন দেহমধ্যে স্বীয় অঙ্গ-সমূদয় সঙ্কুচিত করে, তদ্রূপ যে মহাত্মা রজোগুণ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় কামনা-সমূদয়কে সঙ্কুচিত করিয়া বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ সুখী। যে ব্যক্তি বিষয়-তৃষ্ণাবিহীন, সমাহিত ও সর্ব্বভূতের সুহৃৎ হইয়া, কামনা-সমূদয় সংযত করিতে সমর্থ হন, তিনিই ব্রহ্মের স্বরূপত্ব লাভ করিতে পারেন। ইন্দ্রিয়রোধ দ্বারাই নিঃশঙ্ক মহাত্মাদিগের বিজ্ঞান অভ্যুদয় প্রাপ্ত হয়। যেমন কাষ্ঠ দ্বারা হুতাশনের জ্যোতিঃ স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়রোধ দ্বারা পরমাত্মার প্রকাশ হইয়া থাকে। যোগ-পরায়ণ মহাত্মারা যখন নির্ম্মল-চিত্ত হইয়া সর্ব্বভূতকে আত্ম-হৃদয়ে এবং আপনাকে সর্ব্বভূতে দর্শন করিতে পারেন, তখনই তিনি স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম পরব্রহ্মকে লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

মনুষ্যের পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহে অগ্নি বর্ণরূপে, সলিল শোণিতাদিরূপে, বায়ু ত্বক্‌রূপে, পৃথিবী অস্থি ও মাংসাদিরূপে

এবং আকাশ শ্রবণরূপে অবস্থান করে। মানবদেহে রোগ, শোক, পঞ্চেন্দ্রিয়ের স্রোত, নবদ্বার, ত্রিগুণ ও তিন ধাতু সতত বিদ্যমান রহিয়াছে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং উহা বিনশ্বর-বুদ্ধির অধীন, ব্যাধি-সমাক্রান্ত ও মলিন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অমরগণ-সংবলিত সমুদয় জগতের উৎপত্তি, বিনাশ ও রোধের কারণ-স্বরূপ কালচক্র ঐ শরীরের উদ্দেশেই নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। মনুষ্য ঐ শরীরান্তর্গত ইন্দ্রিয়-সমুদয়কে রুদ্ধ করিতে পারিলেই অপরিহার্য্য কাম, ক্রোধ, লোভ, অভিদ্রোহ ও মিথ্যা-প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি ঐ পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহের অভিমান পরিত্যাগ করেন, তিনিই হৃদয়াকাশে পরব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি করিতে পারেন।

যে মহাত্মা পঞ্চেন্দ্রিয়রূপ বিশাল-কূল-সমন্বিত, মনোবেগরূপ সলিলরাশি দ্বারা সমাকীর্ণ, মোহ-হ্রদ-সংবলিত ভয়ঙ্কর দেহ-নদী উত্তীর্ণ হইয়া কাম-ক্রোধকে পরাজিত করিতে পারেন, তিনিই সর্ব্বদোষ হইতে বিমুক্ত হইয়া, পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হন। যোগশীল ব্যক্তি হৃৎপদ্মে মনকে সংস্থাপিত করিয়া, পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। যেমন একমাত্র দীপ হইতে শত শত দীপ প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ একমাত্র পরব্রহ্মের প্রভাবে তাঁহার হৃদয়ে বিবিধ রূপের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ঐ মহাত্মা বিষ্ণু, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, প্রজাপতি, ধাতা, বিধাতা, প্রভু, সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বভূতের হৃদয় ও আত্মা

বলিয়া অভিহিত হন। ব্রাহ্মণ, সুর, অসুর, যক্ষ, পিশাচ, পিতৃলোক, পক্ষী, রাক্ষস, ভূত ও মহর্ষিগণ নিরন্তর তাঁহার স্তব করিয়া থাকেন।

## উনত্রিংশ অধ্যায়।

হে মহর্ষিগণ! রজোগুণযুক্ত ক্ষত্রিয় মনুষ্যগণের অধিপতি; সেইরূপ হস্তী বাহনগণের, সিংহ বন্য-জন্তুগণের; মেষ গ্রাম্য-পশুগণের; সর্প গর্ত্তবাসীদিগের; বৃষভ গো-সমুদয়ের; পুরুষ স্ত্রী-সমূহের; বট, জম্বু, অশ্বত্থ, শিংশপা ও কীচকবেণু বৃক্ষ-সমুদয়ের; হিমালয়, পারিপাত্র, সহ্য, বিন্ধ্য, ত্রিকূট, শ্বেত, নীল, ভাস, কোষ্ঠবান্, গুরুস্কন্ধ, মহেন্দ্র ও মাল্যবান্ পর্ব্বতদিগের, সূর্য্য উষ্ণ পদার্থ ও গ্রহ-সমুদয়ের; চন্দ্র ওষধি, ব্রাহ্মণ ও নক্ষত্র-সমূহের; যম পিতৃলোকের; সাগর নদীগণের; বরুণ জল-জন্তুদিগের; অগ্নি পৃথিব্যাদি ভূত-সমূহের; বৃহস্পতি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের; বিষ্ণু বলবান্দিগের; ত্বষ্টা রূপ-সমূহের; শিব প্রাণিগণের; যজ্ঞ দীক্ষিত দেবতাদিগের, উত্তরদিক্ দিক-সমুদয়ের; কুবের রত্ন-নিকরের এবং প্রজাপতিগণ প্রজাগণের অধিপতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। ভগবতী পার্ব্বতীকে কামিনীগণের মধ্যে এবং অপ্সরোগণকে বেশ্যাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত করা যায়। আমি সর্ব্বভূতের অধীশ্বর ও ব্রহ্মময়। এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে আমার ও বিষ্ণুর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। ব্রহ্মময় বিষ্ণুই, দেবতা, নর, কিন্নর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ, রাক্ষস ও দানব প্রভৃতি সমুদয় প্রাণীর ঈশ্বর ও

নিয়ন্তা এবং নারদাদি যোগিগণের পরম ঐশ্বর্য্য-স্বরূপ। আত্মতত্ত্ববিৎ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সতত হৃদয় মধ্যে দর্শন করিয়া পরম সুখ অনুভব করেন।

ভূপতিগণ সতত ধর্ম্ম লাভের অভিলাষ করিয়া থাকেন; অতএব ধর্ম্মের হেতুভূত ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মরক্ষা করা তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে সকল ধর্ম্মতত্ত্বানভিজ্ঞ রাজার রাজ্যমধ্যে সাধু-স্বভাব-সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ নিয়ত কষ্টভোগ করেন; তাঁহারা ইহলোকে নিন্দনীয় ও পরলোকে নীচ-গতি প্রাপ্ত হন। আর যে সমুদয় ধর্ম্মশীল ভূপতির রাজ্যমধ্যে সাধু ব্রাহ্মণগণ সতত পরিরক্ষিত হন, তাঁহারা উভয় লোকেই অতি উৎকৃষ্ট সুখ ভোগে সমর্থ হইয়া থাকেন।

অতঃপর আমি তোমাদিগের নিকট পদার্থ সমুদয়ের অসাধারণ ধর্ম্ম বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। অহিংসা পরম ধর্ম্মের, হিংসা অধর্ম্মের, অকস্মাৎ আবির্ভাব দেবতাদিগের, যজ্ঞাদি কর্ম্ম মনুষ্যগণের, শব্দ আকাশের, স্পর্শ বায়ুর, রূপ তেজের, রস জলের, গন্ধ ধরিত্রীর, বর্ণাত্মক-শব্দ বাক্যের, সংশয় মনের, নিশ্চয় বুদ্ধির, ধ্যান চিত্তের, স্বপ্রকাশকত্ব জীবের, প্রবৃত্তি কাম্য-কর্ম্মের ও সন্ন্যাস জ্ঞানের অসাধারণ ধর্ম্ম। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন। যিনি সন্ন্যাস-ধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে প্রতিপালন করিতে পারেন, তিনিই মোহ, জরা, মৃত্যু, সুখ-দুঃখাদি হইতে মুক্ত হন এবং তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইয়া পরম গতি লাভে সমর্থ হন। এই

আমি তোমাদিগের নিকট পদার্থ সমুদয়ের অসাধারণ ধৰ্ম্ম সমুদয় সবিশেষ বর্ণন করিলাম।

অতঃপর যে যে দেবতার সাহায্যে যে যে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে যে গুণ পরিগৃহীত হয়, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। গন্ধ পৃথিবীর গুণ, উহা নাসিকাস্থিত বায়ুর সাহায্যে নাসিকা দ্বারা আঘ্রাত হইয়া থাকে। রস জলের গুণ, উহা জিহ্বায় অবস্থিত চন্দ্রের সাহায্যে জিহ্বা দ্বারা আস্বাদিত হয়। রূপ তেজের গুণ, উহা নেত্রস্থিত আদিত্যের সাহায্যে নেত্র দ্বারা দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্পর্শ বায়ুর গুণ, উহা ত্বক্‌স্থিত বায়ুর সাহায্যে ত্বক্ দ্বারা অনুভূত হয়। শব্দ আকাশের গুণ, উহা কর্ণস্থিত দিক্ সমুদয়ের সাহায্যে কর্ণ দ্বারা শ্রুত হইয়া থাকে। চিন্তা মনের গুণ, উহা হৃদয়স্থিত জীবের সাহায্যে প্রজ্ঞা দ্বারা সম্পাদিত হয়।

বুদ্ধি নিশ্চয়-জ্ঞান দ্বারা এবং মহত্তত্ত্ব চৈতন্য প্রতিবিম্ব দ্বারা অনুভূত হইয়া থাকে। আত্মার জ্ঞাপক কিছুই নাই। উহা নির্গুণ ও একমাত্র অনুভব-স্বরূপ। প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার প্রভৃতি যাবতীয় উৎপন্ন পদার্থকে ক্ষেত্র শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়। এক্ষণে আমি সেই ক্ষেত্রকে পুরুষ হইতে অভিন্ন বলিয়া পরিজ্ঞাত হইতেছি। পুরুষ ক্ষেত্রকে সবিশেষ অবগত আছেন বলিয়া "ক্ষেত্রজ্ঞ" নামে অভিহিত হন। ক্ষেত্রজ্ঞ আদি-মধ্যান্ত বিশিষ্ট অচেতন গুণ সমুদয়কে অনায়াসে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। কিন্তু গুণ-সমুদয় বারংবার সৃষ্ট হইয়াও ক্ষেত্রজ্ঞকে

অবগত হইতে পারে না। ক্ষেত্রজ্ঞ প্রকৃতি প্রভৃতি সমুদয় তত্ত্ব হইতে অতীত। তাঁহাকে কেহই অবগত হইতে পারে না। তিনি আপনিই আপনার স্বরূপ অবগত হইতে পারেন; এই নিমিত্ত ধর্ম্মতত্ত্ব-কুশল পণ্ডিতেরা গুণ-সমুদয়কে ও বুদ্ধিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষেত্রজ্ঞ-স্বরূপ হইয়া নির্দ্বন্দ্ব পরব্রহ্মে লীন হইয়া থাকেন।

# ত্রিংশ অধ্যায়।

হে ঋষিগণ! এক্ষণে যে পদার্থ যাহার আদি এবং যাহা যে পদার্থের অন্ত, আমি তাহা সবিস্তার নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। দিবস রাত্রির, শুক্লপক্ষ মাসের, শ্রবণা নক্ষত্র-সমুদয়ের, শিশির ঋতু-নিচয়ের, ভূমি গন্ধের, জল রসের, তেজঃ রূপের, বায়ু স্পর্শের, আকাশ শব্দের, সূর্য্য জ্যোতিঃপদার্থ-নিচয়ের, অগ্নি দৃশ্য-পদার্থের, সাবিত্রী বিদ্যা-সমূহের, প্রজাপতি দেবগণের, ওঁকার বেদ-চতুষ্টয়ের, প্রাণবায়ু বাক্যের, গায়ত্রী ছন্দের, সৃষ্টি পূর্ব্বকালবর্ত্তী প্রজাগণের, গাভী চতুষ্পাদদিগের, ব্রাহ্মণ মনুষ্য-সমুদয়ের, শ্যেন পক্ষীদিগের, আহুতি যজ্ঞ-সমুদয়ের, সর্প সরীসৃপগণের, সত্যযুগ সমুদয় যুগের, সুবর্ণ সমুদয় রত্নের, যব ওষধি-নিচয়ের, অন্ন ভক্ষ্য-দ্রব্যের, জল দ্রব-দ্রব্য ও পানীয় সমুদয়ের, ব্রহ্মলোক লোক-সমূহের; প্লক্ষপাদপ স্থাবর-সমুদয়ের, আমি প্রজাপতিদিগের, অচিন্ত্যাত্মা স্বয়ম্ভু ভগবান্ বিষ্ণু আমার, সুমেরু পর্ব্বতগণের, পূর্ব্বদিক্ দিক্-সমুদয়ের, গঙ্গা নদীগণের, সাগর জলাশয়-সকলের, ভগবান্ বিষ্ণু দেব, দানব, ভূত, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস, নর, কিন্নর ও যক্ষগণ-সংবলিত সমুদয় জগতের এবং গার্হস্থ্য সমুদয় আশ্রমের আদি; আর প্রকৃতি লোকের আদি ও অন্তস্বরূপ। সূর্য্যের অস্ত-গমন-সময়

দিবসের, সূর্য্যের উদয়-কাল রাত্রির, সুখ দুঃখের, দুঃখ সুখের, ক্ষয় সঞ্চিত বস্তুর, পতন উন্নত বস্তুর, বিয়োগ সংযোগের এবং মরণ জীবিতকালের অন্ত। ইহলোকে কি স্থাবর কি জঙ্গম, কোন বস্তুই চিরস্থায়ী নহে। উৎপন্ন পদার্থ মাত্রেরই ধ্বংস হইবে। দান, যজ্ঞ, তপস্যা, ব্রত ও নিয়ম সমুদয়ের ফলও কালক্রমে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। কিন্তু জ্ঞানের কখনই ধ্বংস হয় না। প্রশান্তচিত্ত জিতেন্দ্রিয় অহঙ্কারবিহীন মহাত্মারা ঐ জ্ঞান প্রভাবেই সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন।

# একত্রিংশ অধ্যায়।

হে ঋষিগণ! পণ্ডিতেরা জরা-শোক-সমাক্রান্ত, ব্যাধিব্যসন-সঙ্কুল, অনিয়মিত কাল-স্থায়ী, বিবিধাকারে পরিণত, সর্ব্বপাপের হেতুভূত, রজোগুণের প্রবর্ত্তক, দর্পের আধার, ত্রিগুণাত্মক, মৃত্যুর বশীভূত, ক্রিয়া-কারণ-সংযুক্ত মায়াময়, ভয়-মোহ-সমাকীর্ণ, কাম-ক্রোধ-পরিপূর্ণ, বাহ্য-সুখাসক্ত, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব-নির্ম্মিত সংসার-কারণ পাঞ্চভৌতিক জড়দেহকে কালচক্র স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ চক্র মনের ন্যায় ভীষণ বেগে নিরন্তর লোক-সমুদয়ে বিচরণ করিতেছে। বুদ্ধি উহার স্তম্ভ; ইন্দ্রিয়-সমুদয় উহার বন্ধন, স্ত্রী উহার নেমি, শ্রম ও ব্যায়াম উহার নিস্বন, দিবা ও রাত্রি উহার পরিচালক, শীত ও গ্রীষ্ম উহার মণ্ডল, সুখ-দুঃখ উহার অর, ক্ষুৎ-পিপাসা উহার কীলক, ছায়া ও আতপ উহার রেখা, পরিতাপ উহার বন্ধন-পট্টিকা এবং লোভজনিত ইচ্ছা উহার নিম্নোন্নত প্রদেশে পতনজনিত আস্ফালন হেতু। এই কালচক্রই সমুদয় জগতের সৃষ্টি, সংহার ও রোধের কারণ। যে ব্যক্তি এই দেহ-রূপ কালচক্রের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির হেতু সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনি সর্ব্বসংসার-বিহীন, সুখ-দুঃখাদি-বিবর্জ্জিত ও সর্ব্বপাপ-বিমুক্ত হইয়া পরম গতি লাভে সমর্থ হন।

শাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, এই চতুর্ব্বিধ আশ্রম নির্দ্দিষ্ট আছে। গৃহস্থাশ্রমই ঐ সমুদয় আশ্রমের মূল। পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা কহিয়া গিয়াছেন, বেদবিহিত শাস্ত্র-নিচয়ের অধ্যয়নই গৃহস্থ ব্রাহ্মণদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। সৎকুল-সম্ভূত ব্রাহ্মণগণ সংস্কার-সম্পন্ন হইয়া গুরু-গৃহে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম আশ্রয় করিবেন। স্বদার-নিরত, শিষ্টাচার-সম্পন্ন ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া শ্রদ্ধা-সহকারে পঞ্চ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা গৃহস্থ ব্রাহ্মণদিগের একান্ত বিধেয়। তাঁহারা দেবতা ও অতিথিদিগের অবশিষ্টান্ন ভোজন, যথা-শক্তি বেদবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান ও দান করিবেন। কদাপি নিষিদ্ধ দেশে গমন, নিষিদ্ধ বস্তু গ্রহণ, নিষিদ্ধ বিষয় দর্শন ও নিষিদ্ধ বাক্য ব্যবহার করিবেন না। তাঁহারা যজ্ঞোপবীত-সম্পন্ন, শুক্ল-বস্ত্রধারী, পবিত্র এবং দান ও তপোনুষ্ঠানে অনুরক্ত হইয়া সর্ব্বদা শিষ্ট-সংসর্গে বাস করিবেন এবং শিষ্টাচার-নিরত জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া বেণু-নির্ম্মিত যষ্টি ও কমণ্ডলু ধারণ করিবেন। তাঁহাদিগের অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ, এই ছয়টি কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে। তন্মধ্যে যজন, অধ্যাপন ও সাধুদিগের নিকট প্রতিগ্রহ, এই ত্রিবিধ কার্য্য দ্বারা তাঁহাদের জীবিকানির্ব্বাহ এবং দান অধ্যয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠান, এই ত্রিবিধ কার্য্য দ্বারা ধর্ম্মোপার্জ্জন হইয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয়, ক্ষমাবান্, সর্ব্বভূতে সমদর্শী, ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠানে

অসাবধান হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। নিয়মধারী, পবিত্র-স্বভাব গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণ এইরূপ আচার-পরায়ণ হইলে, অনায়াসে স্বর্গলোক পরাজয় করিতে পারেন।

## দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

হে ঋষিগণ! এক্ষণে আমি তোমাদিগের নিকট ব্রহ্মচারীদিগের ধর্ম্ম বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। স্বধর্ম্ম-নিরত জিতেন্দ্রিয়, সত্যধর্ম্ম-পরায়ণ, গুরু-হিতৈষী, পরম পবিত্র ব্রহ্মচারিগণ যথাবিধি গুরু-গৃহে বেদাধ্যয়ন করিয়া গুরুর আজ্ঞানুসারে প্রসন্নচিত্তে ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করিবেন। পবিত্র ও সমাহিত হইয়া উভয়-কালে অগ্নিতে আহুতি প্রদান, বিল্ব বা পলাস-দণ্ড ধারণ এবং ক্ষৌম বা কার্পাস-নির্ম্মিত বস্ত্র, অথবা মৃগ-চর্ম্ম বা কাষায়-বস্ত্র পরিধান করা তাঁহাদের ধর্ম্ম। তাঁহারা যজ্ঞোপবীতধারী স্বাধ্যায়-নিরত, নিত্যস্নায়ী, অলুব্ধ ও যতব্রত হইয়া কটিদেশে শরমুঞ্জ-নির্ম্মিত মেখলা ও মস্তকে জটা-ধারণপূর্ব্বক সর্ব্বদা পবিত্র জল দ্বারা দেবগণের তর্পণ করিবেন। ব্রহ্মচারী এইরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠ হইলেই সকলের প্রশংসার আস্পদ হইয়া থাকেন।

ব্রাহ্মণগণ এইরূপ ধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া ব্রহ্মচর্য্য সমাপনপূর্ব্বক যথাসময়ে বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে, সমুদয় লোক জয় করিয়া পরম গতি লাভ করিতে সমর্থ হন। তাঁহাদিগকে কখনই আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা ব্রহ্মচর্য্যের পর দার-পরিগ্রহ না করিয়াই

বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। জটা-বল্কল-ধারণপূর্ব্বক বনে অবস্থান করিয়া, প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে স্নান বানপ্রস্থাশ্রমী মহাত্মাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। অরণ্য হইতে গ্রামে প্রত্যাগমন করা তাঁহাদিগের কদাপি বিধেয় নহে। তাঁহারা বন্য ফল-মূল, পত্র ও শ্যামাক দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া যথাকালে অতিথি-সৎকার ও উদাসীনদিগকে বাসস্থান প্রদান করিবেন। স্বধর্ম্ম অতিক্রম না করিয়া যথা-নিয়মে বনের জল পান ও বায়ু সেবন করা তাঁহাদিগের আবশ্যক। ভিক্ষার্থীদিগকে ভিক্ষা প্রদান, ফল-মূলাদি দ্বারা দেবার্চ্চনা ও অতিথিদিগের সৎকার করিয়া পরিশেষে মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক দেহধারণোপযোগী ভোজন তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা স্পর্দ্ধাবিহীন, যজ্ঞাদি-নিরত, পবিত্র, কার্য্য-নিপুণ, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বভূতে দয়াবান্, ক্ষমাশীল, কেশ-শ্মশ্রুধারী, হোম-নিরত, বেদাধ্যয়নে অনুরক্ত ও সমাহিত হইলে সমুদয় লোক জয় করিতে পারেন।

হে ঋষিগণ! এক্ষণে আমি তোমাদিগের নিকট সন্ন্যাস-ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কি গৃহস্থ, কি ব্রহ্মচারী, কি বানপ্রস্থ, যে কোন ব্যক্তি মোক্ষ লাভ করিতে বাসনা করেন, সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। সন্ন্যাস-ধর্ম্ম-নিরত মহাত্মারা সর্ব্বভূতে দয়াবান্, জিতেন্দ্রিয় ও কর্ম্মত্যাগী হইবেন। তাঁহারা কোন ব্যক্তির নিকট ভক্ষ্য-বস্তু যাচ্ঞা না করিয়া, অপরাহ্ণে যদৃচ্ছালব্ধ অন্ন ভক্ষণ করিবেন। যখন গৃহস্থদিগের গৃহ ধূমশূন্য হয় এবং পরিবারগণ আহারান্তে ভোজন-পাত্র পরিত্যাগ

করে, সেই সময় সন্ন্যাসিগণ তাঁহাদিগের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া মৌনভাবে দণ্ডায়মান হইবেন। সন্ন্যাসী কদাচ লাভে পরিতুষ্ট বা অলাভে দুঃখিত হইবেন না। কেবল শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত তাঁহাদের উক্ত প্রকারে ভিক্ষা করা আবশ্যক। প্রাকৃত লোকের ন্যায় লাভের আকাঙ্ক্ষা করা তাঁহাদিগের কদাপি বিধেয় নহে। সন্ন্যাসী নিমন্ত্রিত হইয়া কোন ব্যক্তির গৃহে ভোজন করিবেন না। যে সন্ন্যাসী নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজন করেন, তাঁহাকে অবশ্যই নিন্দনীয় হইতে হয়। কটু, তিক্ত, কথায় বা মিষ্ট বস্তু ভক্ষণ-সময়ে মনঃসংযোগপূর্ব্বক তৎসমুদয়ের আস্বাদ গ্রহণ করা সন্ন্যাসীদিগের নিতান্ত অনুচিত। তিনি কেবল প্রাণ-ধারণ করিবার নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ আহার করিবেন। শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত কোন ব্যক্তিকে কষ্ট প্রদান করা তাঁহার কখনই উচিত নহে। সন্ন্যাসী কখনই নীচ লোকের নিকট ভিক্ষা-লাভের বাসনা করিবেন না; পরন্তু সর্ব্বদা স্বধর্ম্ম গোপন করিয়া বিজন স্থানে বিচরণ করিবেন। সন্ন্যাসিগণ শূন্যাগারে, অরণ্যে, বৃক্ষ-মূলে, নদীতটে অথবা পর্ব্বত-গুহায় বাস করিবেন। গ্রীষ্মকালে এক গ্রাম মধ্যে এক রাত্রির অধিক বাস করা সন্ন্যাসীর নিতান্ত অনুচিত। কিন্তু তিনি সমুদয় বর্ষাকাল এক গৃহস্থের ভবনে অতিবাহিত করিতে পারেন। সন্ন্যাসী দয়াশীল হইয়া দিবসে কীটের ন্যায় নানাস্থানে বিচরণ করিবেন। রাত্রিকালে ভ্রমণ করিলে, তাঁহার অজ্ঞাতসারে পদাঘাতে কীটাদি জীবগণের প্রাণনাশ হইতে পারে; এই নিমিত্ত

রজনীযোগে পরিভ্রমণ করা সন্ন্যাসীর কখনই উচিত নহে। তিনি কখন কোন দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখিবেন না বা স্নেহের বশীভূত হইয়া কুত্রাপি অবস্থান করিবেন না। উদ্ধৃত পবিত্র জলে স্নান ও অন্যান্য সমুদয় কার্য্য সম্পাদন এবং অহিংসা-নিরত, ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, সরল, ক্রোধশূন্য, অসূয়াবিহীন, শান্ত-স্বভাব ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া নিষ্পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা তাঁহাদিগের পরম ধর্ম্ম। তাঁহারা নিস্পৃহ হইয়া কেবল প্রাণ-ধারণের নিমিত্ত উপস্থিত ভোজ্য-বস্তু গ্রহণ এবং ধর্ম্মলব্ধ-অন্ন ভক্ষণ করিবেন। সন্ন্যাসিগণ কদাচ কোন বিষয়ে কামনা করিবেন না। গ্রাসাচ্ছাদনের অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা করা তাঁহাদের নিতান্ত অবিধেয়। তাঁহারা কেবল আত্মোদর পূরণের জন্যই ভোজ্য গ্রহণ করিবেন। অন্যের নিমিত্ত প্রতিগ্রহ করা তাঁহাদিগের উচিত নহে। সন্ন্যাসীরা আপনাদিগের ভোজ্য-বস্তু বিভাগ করিয়া দরিদ্রদিগকে প্রদান করিবেন। অযাচিত হইয়া কাহারও নিকট প্রতিগ্রহ করা তাঁহাদের কদাপি বিধেয় নহে। তাঁহারা একবার উৎকৃষ্ট বস্তু ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার তাহা ভোগ করিবার অভিলাষ করিবেন না।

কোন ব্যক্তির অধিকারস্থ মৃত্তিকা, সলিল, পুষ্প ও ফল-মূলাদি গ্রহণ করা সন্ন্যাসিগণের কখনই উচিত নহে। তাঁহারা কোনরূপ শিল্পকার্য্য দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ বা সুবর্ণ লাভের বাসনা করিবেন না। তাঁহারা সতত দ্বেষশূন্য, উপদেশ-বিহীন ও নির্ব্বিকার হইবেন এবং অনুরোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক

পবিত্র বস্তু ভোজন ও নিষ্কাম হইয়া প্রাণিগণের সহিত সদ্ব্যবহার করিবেন। হিংসাযুক্ত কাম্য-কর্ম্ম ও লৌকিক-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান বা অন্যকে ঐ সমুদয় কার্য্যানুষ্ঠানে উপদেশ প্রদান করা তাঁহাদিগের কদাপি বিধেয় নহে। তাঁহারা সর্ব্বভূতে সমদর্শী ও বাহ্যাড়ম্বরবিহীন হইয়া অল্পমাত্র পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিবেন। স্বয়ং উদ্বিগ্ন হওয়া ও অন্যকে উদ্বিগ্ন করা তাঁহাদিগের ধর্ম্ম নহে। সন্ন্যাসীরা সর্ব্বভূতের বিশ্বাসপাত্র ও সমাহিত হইয়া অতীত, অনাগত ও উপস্থিত বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক মৃত্যুকাল প্রতীক্ষা করিবেন। তাঁহারা চক্ষু, মন ও বাক্য দ্বারা কোন বস্তু দূষিত করিবেন না। পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ কাহারও অনিষ্ট করা তাঁহাদিগের নিতান্ত অনুচিত। তাঁহারা নিরীহ, সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ, নির্দ্বন্দ্ব, সর্ব্বভূতে সমদর্শী, কর্ম্মত্যাগী, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, যোগক্ষেমবিহীন, নির্গুণ, প্রশান্ত-চিত্ত, শঙ্কাবিহীন, নিরাশ্রয় ও নিঃসঙ্গ হইয়া ইন্দ্রিয় সমুদয়কে দেহ মধ্যে রুদ্ধ করিতে পারিলে, নিঃসন্দেহ মোক্ষ-লাভ করিতে সমর্থ হন। যাঁহারা রূপ-রসাদি বিষয়াতীত নিরাকার, নির্গুণ, সর্ব্বভূতস্থ, নির্লিপ্ত পরমাত্মাকে দর্শন করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে কখনই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয় না।

পরমাত্মা বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, দেবতা, বেদ, যজ্ঞ, লোক, তপস্যা ও ব্রত সমুদয়ের অগোচর। জ্ঞানবান্ মহাত্মারা সমাধি-বলে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া থাকেন; অতএব সমাধি বিষয়ে সবিশেষ অবগত হইয়া উহা আশ্রয় করা জ্ঞানবান্‌দিগের একান্ত

বিধেয়। যে ব্যক্তি জ্ঞানবান্ হইয়া গৃহে বাস করেন, জ্ঞানীদিগের ন্যায় ব্যবহার করা তাঁহার নিতান্ত আবশ্যক। তত্ত্বদর্শী মহাত্মারা অমূঢ় হইয়াও মূঢ়ের ন্যায় ব্যবহার করিবেন! যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, সাধারণতঃ লোক-সমাজে অবজ্ঞাস্পদ হইতে হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া, বেদানুমোদিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করাই তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম। সাধুগণের আচরিত ধর্ম্মের নিন্দা করা তাঁহাদিগের বিধেয় নহে। যে মহাত্মা এইরূপ ধর্ম্ম-পরায়ণ হন, তিনিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। যিনি ইন্দ্রিয়ের বিষয় ও মহাভূত সমুদয় এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি ও পুরুষ, এই সমুদয়কে সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া একান্তমনে পরব্রহ্মের ধ্যান করেন, তিনিই সর্ব্ববন্ধন বিমুক্ত বায়ুর ন্যায় নিঃসঙ্গ ও শঙ্কাবিহীন হইয়া পরব্রহ্মকে লাভ করিতে সমর্থ হন।

# ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

হে তপোধনগণ! নিশ্চয়বাদী জ্ঞানবৃদ্ধ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা সন্ন্যাসকেই উৎকৃষ্ট তপস্যা ও জ্ঞানকেই পরব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। পরব্রহ্ম নির্দ্বন্দ্ব, নির্গুণ, নিত্য, অচিন্ত্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বেদ-বিদ্যাতীত। উঁহাকে লাভ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। পণ্ডিতগণ রজোগুণ-বিমুক্ত ও বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক জ্ঞান দ্বারা পরব্রহ্মকে অবলোকন ও উঁহার সামীপ্য লাভ করিয়া থাকেন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা সন্ন্যাসরূপ উৎকৃষ্ট তপস্যাকে মোক্ষমার্গ-প্রকাশক প্রদীপ, সদাচারকে ধর্ম্মের সাধন ও জ্ঞানকে পরব্রহ্ম স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যে মহাত্মা নির্লিপ্তভাবে সর্ব্বভূতে অবস্থিত জ্ঞানময় পরমাত্মাকে অবগত হইতে পারেন। তিনি অনায়াসে সর্ব্বত্র গমনে সমর্থ হন। যিনি দেহের সহিত জীবের একীভাব ও পৃথগ্‌ভাব এবং পরমাত্মার সহিত জীবের একত্ব ও পৃথগ্‌ভাব সবিশেষ অবগত হইতে পারেন, তিনি অনায়াসে সমুদয় দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। যে মহাত্মা কোন বিষয়ে অভিলাষ বা কোন বিষয়ে অবজ্ঞা প্রদর্শন না করেন, তিনি ইহলোকে অবস্থান করিয়াই ব্রহ্মের সারূপ্য প্রাপ্ত হন। যিনি প্রকৃতির গুণ সমুদয় বিশেষরূপে অবগত, মমতা-পরিশূন্য, নিরহঙ্কার ও সুখ-দুঃখাদি,

দ্বন্দ্ববিহীন হইয়া শুভাশুভ কর্ম্ম সমুদয় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই শান্তিগুণের সাহায্যে নিত্য নির্গুণ পরব্রহ্মকে অবগত হইয়া মুক্তিলাভে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি মমতা-পরিশূন্য হইয়া ব্রহ্মরূপ বীজ হইতে প্রকৃতিক্ষেত্রে অঙ্কুরিত, বুদ্ধিরূপ স্কন্ধ, অহঙ্কাররূপ পল্লব, ইন্দ্রিয়রূপ কোটর, মহাভূতরূপ শাখা, কার্য্যরূপ প্রশাখা, আশারূপ পত্র, সংকল্পরূপ পুষ্প ও শুভাশুভ ঘটনারূপ ফলসম্পদ্, দেহরূপ বৃক্ষকে সবিশেষ অবগত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানরূপ মহাখড়্গ দ্বারা উহা ছেদন করিতে পারেন, তাঁহার নিশ্চয়ই মোক্ষলাভ হয়। ঐ বৃক্ষে দুইটি পক্ষী অবস্থান করে; উহাদের নাম "জীব" ও "ঈশ্বর"। জীব ও ঈশ্বর বুদ্ধি ও মায়াতে প্রতিবিম্বিত হন বলিয়া, উহাদিগকে চৈতন্যময় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যিনি ঐ উভয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেই পরমাত্মাই চৈতন্যময়। জীবাত্মা লিঙ্গশরীর হইতে বিমুক্ত হইলেই সর্ব্বদোষ বিমুক্ত ও নির্গুণ হইয়া বুদ্ধ্যাদির চেতন-কর্ত্তা পরমাত্মা হইতে অভিন্নভাবে অবস্থান করেন।

# চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

হে মহর্ষিগণ! কোন কোন মহাত্মা ব্রহ্মকে জগদাকারে পরিণত বলিয়া বিবেচনা করেন এবং কেহ কেহ বা তাঁহাকে নির্ব্বিকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাঁহারা অন্তকালে উচ্ছাসমাত্র কালও পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অভেদ জ্ঞান জন্মে, তাঁহার নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। নিমেষমাত্রও জীবাত্মাতে পরমাত্মাকে নিরুদ্ধ করিলে চিত্ত-প্রসন্নতা দ্বারা মুক্তিলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়। যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রাতঃকালে দশ বা দ্বাদশ বার প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ সমুদয় সংযত করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই ব্রহ্মলাভ হয়। প্রাণায়াম দ্বারা যাঁহার চিত্তশুদ্ধি হয়, তিনি যেরূপ ইচ্ছা করেন, তাহাই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। অব্যক্ত ঈশ্বর লাভ করিয়া উদ্রিক্ত হইলেই জীবের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। সত্বগুণজ্ঞ মহাত্মারা সত্বগুণ ব্যতীত আর কোন গুণেরই প্রশংসা করেন না। পুরুষ যে সত্বগুণাশ্রয়ী, আমরা তাহা অনুমান দ্বারা অবগত হইয়া থাকি। পুরুষে যে সত্বগুণ নাই, ইহা কোনরূপে প্রতিপাদন করিতে পারা যায় না। ক্ষমা, ধৈর্য্য, অহিংসা, সমদৃষ্টি, সত্য, ঋজুতা, জ্ঞান ও সন্ন্যাস, এইগুলি সত্বগুণের বৃত্তি।

অনেকে কহিয়া থাকেন যে, সত্ব আত্মা হইতে পৃথগ্

নহে। কারণ ক্ষমা, ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণ সমুদয় আত্মার নিত্যসিদ্ধ, সুতরাং আত্মার সহিত সত্বের একীভাব সম্পাদন যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে। এই মত নিতান্ত দূষণীয়, কারণ ক্ষমা, ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণ সমুদয় যদ্দি আত্মার নিত্যসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে আত্মার উচ্ছেদ না হইলে উহাদিগের উচ্ছেদ হইবে কেন? সত্ত্ব আত্মা হইতে পৃথক্ বটে, কিন্তু আত্মার সহিত উহার সবিশেষ সংস্রব আছে বলিয়া উহাকে আত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়। যেমন মশক ও উড়ুম্বরের, সলিল ও মৎস্যের এবং পদ্মপত্র ও জলবিন্দুর একত্ব ও পৃথকত্ব লক্ষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ, সত্ত্বগুণ ও আত্মার একত্ব ও পৃথকত্ব প্রতীত হয়।

## পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, মহর্ষিগণ পুনর্ব্বার তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—ভগবন্! ধর্ম্মের বিবিধ গতি দর্শন করিয়া আমাদিগের মোহ উপস্থিত হইয়াছে; সুতরাং কোন্ ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করা আবশ্যক, তাহা আমাদিগের কোনরূপেই বোধগম্য হইতেছে না। ইহলোকে কেহ কেহ দেহ-নাশের পর আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, আবার কেহ কেহ কহেন যে, দেহের নাশ হইলেই আত্মার ধ্বংস হয়। কোন কোন ব্যক্তি আত্মার অস্তিত্ব-বিষয়ে সংশয় করেন এবং কোন কোন ব্যক্তির ঐ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ কেহ আত্মাকে অনিত্য, কেহ কেহ নিত্য, কেহ কেহ ক্ষণভঙ্গুর, কেহ কেহ এক মাত্র, কেহ কেহ প্রকৃতি ও পুরুষ এই দ্বিবিধ, কেহ কেহ প্রকৃতির সহিত মিলিত, কেহ কেহ পঞ্চবিধ ও কেহ কেহ বহুবিধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা দেশ ও কালকে চিরস্থায়ী বলিয়া কীর্ত্তন করেন; আবার কোন কোন ব্যক্তির মতে ঐ মত নিতান্ত হেয়, কেহ কেহ জটা-বল্কলধারী, কেহ কেহ দিগম্বর হইয়া বিচরণ করিয়া থাকেন। তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ কেহ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য ও কেহ কেহ

ব্রহ্মচর্য্যের পর গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম আশ্রয় করেন। কোন কোন ব্যক্তি ভোজনে আসক্ত ও কোন কোন ব্যক্তিকে ভোজন-পরিত্যাগী হইতে দেখা যায়। কেহ কেহ কর্ম্মানুষ্ঠানের, কেহ কেহ কর্ম্ম ত্যাগের, কেহ কেহ মোক্ষের ও কেহ কেহ বিবিধ ভোগের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। কোন কোন ব্যক্তি প্রভূত ধনলাভের বাসনা করেন এবং কোন কোন ব্যক্তি নির্ধন হইতে অত্যন্ত অভিলাষী। কেহ কেহ সতত ধ্যানাদির অনুষ্ঠান করেন এবং কোন কোন ব্যক্তির মতে ঐ সমুদয় নিতান্ত অলীক বলিয়া পরিগণিত। কেহ কেহ সতত অহিংসা-নিরত থাকেন, আবার কেহ কেহ যারপরনাই হিংসা-পরায়ণ। কেহ কেহ পুণ্যবান্ ও কেহ কেহ যশস্বী হইয়া কাল হরণ করেন এবং কোন কোন ব্যক্তি পুণ্যকে অলীক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ দুঃখ-নিবৃত্তি ও কেহ কেহ সুখ-প্রাপ্তির অভিলাষে ধ্যান করিয়া থাকেন। কেহ কেহ যজ্ঞের, কেহ কেহ দানের, কেহ কেহ তপস্যার, কেহ কেহ বেদাধ্যয়নের, কেহ কেহ সন্ন্যাস-লব্ধ জ্ঞানের এবং কেহ কেহ স্বভাবের প্রশংসা করিয়া থাকেন। কাহার কাহার মতে ঐ সমুদয় বিষয়ই প্রশংসনীয়, আবার কেহ কেহ ঐ সমুদয়ের মধ্যে একটিরও প্রশংসা করেন না।

হে পিতামহ! আমরা ধর্ম্মের এইরূপ বিবিধ গতি দর্শনে নিতান্ত বিমোহিত হইয়া সনাতন-ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইতে নিতান্ত অসমর্থ হইয়াছি। ইহলোকে মানবগণ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী

হইয়া ভিন্ন ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি যে ধর্ম্মাক্রান্ত হন, তিনি সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠানেই সতত অনুরক্ত থাকেন। এই সমুদয় কারণবশতঃ আমাদিগের মন ও বুদ্ধি নানাদিকে ধাবমান হইতেছে; সুতরাং আমরা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কি এবং সত্ত্বগুণের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ কিরূপ, তাহা কোনরূপই পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইতেছি না; অতএব আপনি উহা সবিস্তারে আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন।

## ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

মহর্ষিগণ এইরূপ প্রশ্ন করিলে, ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন,—হে তপোধনগণ! আমি এই উপলক্ষে এক গুরু স্বীয় শিষ্যকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা বিস্তারিতরূপে নির্দ্দেশ করিতেছি, অবহিত-চিত্তে শ্রবণ কর। সর্ব্বভূতে অহিংসা পরম ধর্ম্ম ও প্রধান কার্য্য। ঐ ধর্ম্মে উদ্বেগের লেশ মাত্র নাই। তত্ত্বদর্শী বৃদ্ধগণ জ্ঞানকে মোক্ষ-সাধক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভ হইলেই মনুষ্য সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। যাহারা হিংসা-পরায়ণ, নাস্তিক ও লোভ এবং মোহে একান্ত আসক্ত, তাহারা নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইয়া থাকে। যাঁহারা আলস্য পরিত্যাগ করিয়া কামনাপূর্ব্বক বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা ইহলোকে বারংবার জন্মগ্রহণপূর্ব্বক পরম সুখে কালাতিপাত করেন। আর যাঁহারা কামনা পরিশূন্য হইয়া সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, সেই সাধুদর্শী ব্যক্তিদিগকে কদাপি জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

অতঃপর সত্ত্বগুণ ও পুরুষের পরস্পর সংযোগ ও বিয়োগের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। সত্ত্বগুণ ও পুরুষ, এই উভয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণ "বিষয়" এবং পুরুষকে "বিষয়ী" বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। উড়ুম্বর মধ্যে মশক যেমন নির্লিপ্তভাবে

অবস্থান করে, তদ্রূপ পুরুষ সত্ত্বগুণে নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন। সত্ত্বগুণ অচেতন পদার্থ, উহার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। পুরুষ যে ঐ গুণকে সর্ব্বদা ভোগ করিয়া থাকেন, ঐ গুণ কোনক্রমেই পরিজ্ঞাত হইতে পারে না, কিন্তু পুরুষ ঐ বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়া থাকেন। পণ্ডিতগণ সত্ত্বগুণকে সুখ-দুঃখাদিবিহীন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পদ্মপত্র যেমন সলিলের সহিত নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করিয়া উহা ভোগ করে, তদ্রূপ পুরুষ সত্ত্বগুণ-সহ নির্লিপ্তভাবে অবস্থানপূর্ব্বক উহা ভোগ করিয়া থাকেন এবং সমুদয় গুণের সহিত সংযুক্ত হইয়াও পদ্মপত্রস্থ জলবিন্দুর ন্যায় উহাদের সহিত লিপ্ত হন না।

স্থূল-দেহ ও পুরুষ যেমন পরস্পর পৃথক্ হইলেও অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ সত্ত্বগুণ ও পুরুষ ইহারা পরস্পর নির্লিপ্ত হইলেও অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। যেমন প্রদীপের সাহায্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশস্থিত পদার্থ দর্শন করা যায়, তদ্রূপ সত্ত্বগুণের সাহায্যে সংসার মধ্যে পুরুষের দর্শনলাভ সংঘটিত হইয়া থাকে। যেমন প্রদীপে তৈলাদি বর্ত্তমান থাকিলেই উহা বস্তু সমুদয়কে প্রকাশিত করে এবং তৈলাদি নিঃশেষিত হইলেই উহা নির্ব্বাণ হয়, তদ্রূপ সত্ত্বগুণ কর্ম্মে সংযুক্ত থাকিলেই আত্মাকে প্রকাশ করে এবং কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হইলেই অন্তর্হিত হয়। যেমন প্রদীপ নির্ব্বাণ হইলেও পদার্থ সমুদয় বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপ সত্ত্বগুণ বিলীন হইলেও পুরুষের বিনাশ ঘটে না।

যেমন সহস্র উপদেশ প্রদান করিলেও নির্ব্বোধ ব্যক্তিরা কোনরূপে প্রকৃত বিষয় বোধগম্য করিতে পারে না, কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা অল্পমাত্র উপদেশ প্রাপ্ত হইলেই অনায়াসে প্রকৃত বিষয় বোধে সমর্থ হন, তদ্রূপ যাঁহারা বুদ্ধিমান্ তাঁহারা অনায়াসেই ধর্ম্মপথ অবগত হইতে সমর্থ হন, কিন্তু যাহারা অল্প-বুদ্ধি তাহাদিগের পক্ষে তাহা অবগত হওয়া নিতান্ত কঠিন ব্যাপার। পাথেয়-পরিশূন্য ব্যক্তি যেমন পথিমধ্যে অতি কষ্টে ভ্রমণ করিতে করিতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ প্রাক্তন পুণ্যবিহীন ব্যক্তি যোগমার্গ অবলম্বন করিলে, যোগ সম্যক্ অনুষ্ঠিত না হইতে হইতেই তাহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ফলতঃ লোকের প্রাক্তন পুণ্য সঞ্চয় না থাকিলে সে কোনরূপেই সম্যক্ রূপে যোগের অনুষ্ঠান করিতে পারে না। যেমন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি পাদচারে অপরিচিত সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিবার চেষ্টা করে, তদ্রূপ অদূরদর্শী ব্যক্তিরাই শাস্ত্রজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত সংসার-মার্গ অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে।

যেমন বুদ্ধিমান ব্যক্তি দ্রুতগামী তুরঙ্গমযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া সেই পথ অতি শীঘ্র অতিক্রম করে, তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা অনায়াসে সংসার-পথ অতিক্রম করিয়া থাকেন। যেমন পর্ব্বত-শিখরে আরোহণোদ্যত ব্যক্তি ভূতলস্থিত রথারূঢ় ব্যক্তিকে রথ দ্বারা পথারোহণে নিতান্ত অসমর্থ দেখিয়া রথারোহণ বাসনা পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ পরমপদ ব্রহ্মপদ লাভের অধিকারী মহাত্মা শাস্ত্রের সাহায্যে ঐ পদলাভ করা

নিতান্ত দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া শাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। রথারূঢ় ব্যক্তি যেমন রথ-গমনোপযোগী পথ নিঃশেষিত হইলেই রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক পাদচারে গমন করে, তদ্রূপ ধীমান্ ব্যক্তিরা চিত্তশুদ্ধি পর্য্যন্ত শাস্ত্র-পথে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে যোগতত্ত্ব অবগত হইলেই উহা পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে হংস-পরমহংসাদি পদে গমন করিয়া থাকেন।

পক্ষান্তরে মূঢ় ব্যক্তি যেমন নৌকারোহণ না করিয়া মোহবশে বাহুমাত্রাবলম্বনে অপার সমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইতে অভিলাষী হইয়া বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ অনভিজ্ঞ লোক উপদেষ্টা ব্যতীত সংসার-সাগর সমুত্তীর্ণ হইতে বাসনা করিয়া অচিরাৎ মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। আর বিজ্ঞ ব্যক্তি যেমন অতি উৎকৃষ্ট ক্ষেপণী-সংযুক্ত নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক অনবরত পোত সঞ্চালন করিয়া পরিশেষে পরপারে সমুত্তীর্ণ হয়, তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উপদেষ্টার সাহায্য গ্রহণপূর্ব্বক দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া স্থলপথে গমন করিবার সময় নৌকা পরিত্যাগ করেন, তদ্রূপ সংসার হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইবার সময় উপদেষ্টাকে পরিত্যাগ করা উচিত। নাবিক যেমন স্নেহ-প্রযুক্ত সর্ব্বদা নৌকাতে অবস্থানপূর্ব্বক পরিভ্রমণ করে, তদ্রূপ মূঢ় ব্যক্তি মোহজালে জড়িত হইয়া সতত এই সংসার মধ্যেই পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। যেমন নৌকারোহণ করিয়া স্থলপথে এবং রথারোহণ করিয়া জলপথে পরিভ্রমণ করিতে পারা যায় না, তদ্রূপ বিবিধ কার্য্যে লিপ্ত হইয়া ব্রহ্মলাভ

ও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সংসার-কার্য্যে পরিভ্রমণ করা সাধ্যায়ত্ত নহে। ইহলোকে যিনি যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি তদনুরূপ ফল লাভ করিবেন।

যিনি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ,—এই পঞ্চ বিষয় হইতে অতীত, মুনিগণ তাঁহাকেই "প্রধান" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ প্রধানের অপর নাম "প্রকৃতি"। প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার ও অহঙ্কার হইতে পঞ্চ মহাভূত সমূৎপন্ন হইয়াছে। শব্দাদি পঞ্চ বিষয় ঐ পঞ্চ মহাভূতের গুণ। প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চ মহাভূত, ইহারা সকলেই কার্য্য ও কারণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ঐ পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে কোন ভূতই মনের অগোচর নহে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ পৃথিবীর গুণ; তন্মধ্যে গন্ধ সুখকর, দুঃখজনক, মধুর, অম্ল, কটু, দূরগামী, মিশ্রিত, স্নিগ্ধ, রুক্ষ ও বিশদ, এই দশবিধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, এই চারিটি জলের গুণ; তন্মধ্যে রসকে পণ্ডিতেরা মধুর, অম্ল, কটু, তিক্ত, কষায় ও লবণ, এই ছয় প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, এই তিনটি তেজের গুণ; তন্মধ্যে রূপ—শুক্ল, কৃষ্ণ, রক্ত, নীল, পীত, অরুণ, হ্রস্ব, দীর্ঘ, কৃশ, স্থূল, চতুষ্কোণ ও বর্ত্তুল, এই দ্বাদশবিধ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ, এই দুই গুণ; তন্মধ্যে স্পর্শকে রুক্ষ, শীতল, স্নিগ্ধ, বিশদ, কঠিন, চিক্কণ, সূক্ষ্ম, পিচ্ছিল, দারুণ ও মৃদু বলিয়া নির্দ্দেশ

করা যায়। একমাত্র শব্দই আকাশের গুণ, ঐ শব্দ ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, নিষাধ, ধৈবত, সুখকর, অসুখকর ও দৃঢ়, এই দশবিধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। আকাশ সর্ব্বভূতের শ্রেষ্ঠ। আকাশ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে প্রকৃতি ও প্রকৃতি হইতে সনাতন পুরুষকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে ব্যক্তি সর্ব্বকার্য্যের বিধিজ্ঞ, অধ্যাত্ম-কুশল ও সর্ব্বভূতে সমদর্শী হন, তিনিই সেই পরম পুরুষকে লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।

# সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

হে তপোধনগণ! আত্মাই ভূতগণের সৃষ্টি-সংহারের কারণ। বিবেকজা প্রজ্ঞাই আত্মার ঐশ্বর্য্য ব্যক্ত করিয়া দেয়। আত্মাই সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। সারথি যেমন অশ্বগণকে পরিচালন করে, সেইরূপ মন ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয়ে নিয়োগ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি, ইহারা সকলেই আত্মার ভোগের নিমিত্ত স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করে। দেহাভিমানী জীব ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব-সংযুক্ত, বুদ্ধিরূপ প্রতোদযুক্ত, মনোরূপ সারথি-সম্পন্ন দেহময়-রথে আরোহণ করিয়া সর্ব্বত্র ধাবমান হইয়া থাকে। যখন ঐ ইন্দ্রিয়রূপ দশটি বলশালী অশ্ব মনোরূপ সারথি কর্ত্তৃক বুদ্ধিরূপ প্রতোদ দ্বারা বশীভূত হয়, তখন ঐ দেহরূপ-রথ জীবের ব্রহ্মময়ত্ব-নিবন্ধন ব্রহ্মময় বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। যিনি এইরূপে ব্রহ্মময় রথের বিষয় অবগত হইতে পারেন, তিনি কদাচ মোহপ্রাপ্ত হন না। কি পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি স্থূল পদার্থ, কি প্রকৃত্যাদি সূক্ষ্ম পদার্থ, সমুদয় পদার্থই পরব্রহ্ম-স্বরূপ। ঐ পরম পুরুষ সর্ব্বভূতের একমাত্র গতি। জীবাত্মা তাঁহাতেই পরমসুখে বিহার করিয়া থাকেন। প্রলয়কালে অগ্রে স্থাবরাদি বাহ্য-পদার্থ-নিচয় লয় প্রাপ্ত হইলে, পশ্চাৎ ভূতকৃত গুণ শব্দাদি

সমুদয় বিলীন হইয়া যায় এবং পরিশেষে সূক্ষ্ম দেহারম্ভক পঞ্চভূতের লয় হয়। দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ ও রাক্ষসগণ ঈশ্বরের ইচ্ছাবশতই সৃষ্ট হইয়া থাকেন। যজ্ঞাদি বা ব্রহ্মাদি উঁহাদিগের সৃষ্টির মূল কারণ নহে। মরীচি প্রভৃতি ভূত-স্রষ্টা মহর্ষিগণ মহাভূত হইতে বারংবার উৎপন্ন হইয়া সাগরোত্থিত ঊর্ম্মিমালার ন্যায় যথাসময়ে মহাভূতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পরন্তু মুক্ত ব্যক্তি সূক্ষ্ম-ভূত হইতেও উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হন।

ভগবান্ প্রজাপতি তপোবলে মন দ্বারা এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মহর্ষিগণ তপোবলেই দেবলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ফল-মূলাশী তপঃসিদ্ধ মহাত্মারা ক্রমশঃ সঙ্কল্প দ্বারা সমাধিযুক্ত হইয়া, ত্রৈলোক্য দর্শন করিয়া থাকেন। আরোগ্য, ঔষধ ও বিবিধ বিদ্যা তপঃপ্রভাবেই সিদ্ধ হয়। ফলতঃ সিদ্ধিলাভ তপস্যারই আয়ত্ত। যে বিষয় নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য, দুর্ব্বোধ ও দুর্দ্ধর্ষ, তৎসমুদয়ই তপোবলে সিদ্ধ হইয়া থাকে। তপোবলকে অতিক্রম করা নিতান্তই অসাধ্য। সুরাপায়ী, সুবর্ণ-চৌর্য্য-নিরত, ভ্রূণঘাতী ও গুরুতল্পগামী পামরেরাও তপঃপ্রভাবে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। মনুষ্য, পিতৃলোক, দেবতা, পশু-পক্ষী ও বৃক্ষ প্রভৃতি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূত সমুদয় তপঃপরায়ণ হইয়া সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়। দেবগণ তপোবলেই স্বর্গলাভ করিয়াছেন। যাঁহারা অহঙ্কার পরতন্ত্র হইয়া সকাম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা

ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। যাঁহারা নিরহঙ্কৃত হইয়া বিশুদ্ধ ধ্যানযোগ দ্বারা মমতাশূন্য হন, তাঁহারা মহত্তত্ত্ব প্রাপ্ত হন। আর যাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ধ্যানযোগবলে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন, তাঁহারাই পূর্ণানন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মে প্রবিষ্ট হন। যাঁহারা ধ্যানযোগে প্রবৃত্ত হইয়া উহার সম্যক্ অনুষ্ঠান না হইতে হইতেই প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহারা প্রকৃতিতে প্রবেশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে পুনরায় প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হইয়া প্রথমতঃ অজ্ঞানে আবৃত হইতে হয়। পরিশেষে তাঁহারা রজঃ ও তমোগুণ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ অবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্ববিষয়ে অভিমান পরিত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মের স্বরূপত্ব লাভ করেন। যিনি সেই পরাৎপর পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনিই যথার্থ বেদবেত্তা। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি চিত্ত হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া সংযতভাবে মৌনাবলম্বন-পূর্ব্বক অবস্থান করিবেন। যাহাকে চিত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহারই নাম মন। ইহা পরম রহস্য।

প্রকৃতি হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত জড় পদার্থ। গুণানুসারে এই সমুদয়ের লক্ষণ অবগত হওয়া যায়। আত্মজ্ঞ ব্যক্তিই শাশ্বত ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। জ্ঞানবান্ মহাত্মারা কখনই কর্ম্মের প্রশংসা করেন না; কেবল মন্দ-বুদ্ধি মূঢ়েরাই কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকে। কর্ম্ম-প্রভাবেই জীবাত্মা পঞ্চভূত, মন ও দশেন্দ্রিয়াত্মক লিঙ্গশরীরে সমাক্রান্ত হন। বিদ্যা-শক্তি ঐ ষোড়শাত্মক লিঙ্গশরীরকে গ্রাস করিলেই তত্ত্বজ্ঞ

মহাত্মারা কেবল সেই একমাত্র পুরুষকে দর্শন ও আশ্রয় করিয়া থাকেন। এই নিমত্ত যথার্থ তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিরা কর্ম্মের অনুষ্ঠানে একবারে বিরত হইয়া থাকেন। পুরুষ বিদ্যাময়; তাঁহাকে কখনই কর্ম্মময় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। যে ব্যক্তি জিতচিত্ত হইয়া সেই অক্ষয় সনাতন পুরুষকে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনিই মৃত্যুকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন। ফলতঃ ইন্দ্রিয়-সংযমাদি দ্বারা অপরাজিত অকৃত্রিম পরাৎপর পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই মোক্ষলাভে সমর্থ হওয়া যায়। যাঁহারা সর্ব্বভূতে মিত্রভাব প্রভৃতি সৎ-প্রবৃত্তি সমুদয়কে সুদৃঢ় করিয়া হৃৎপদ্মে নিরোধ করিতে পারেন, তাঁহারাই অলৌকিক পরব্রহ্মের পরিজ্ঞানে সমর্থ হন। সত্ত্বগুণের উদয় হইলেই মনুষ্য আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারে। যেমন স্বপ্নে বিবিধ বিষয় ভোগ করিয়া স্বপ্নাবসানে তৎসমুদয় অলীক বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ সত্ত্বগুণের প্রকাশ হইলে, জগতের সমুদয় পদার্থই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে। আত্ম-প্রসাদই জীবন্মুক্ত মহাত্মাদিগের পরম গতি। যোগিগণ ঐ আত্মপ্রসাদ-প্রভাবেই অতীত ও অনাগত কর্ম্ম সমুদয় অনায়াসে দর্শন করিয়া থাকেন। ফলতঃ নিবৃত্তি-ধর্ম্মই বিষয়রাগ-বিহীন জ্ঞানবান্ মহাত্মাদিগের পরম গতি, পরম ধর্ম্ম, পরম লাভ ও যারপরনাই উৎকৃষ্ট কার্য্য। যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে সমদর্শী রাগদ্বেষবিহীন ও বিষয়-নিস্পৃহ হইতে পারেন, তিনিই ঐ সনাতন-ধর্ম্ম লাভ করিতে সমর্থ হন।

হে মহর্ষিগণ! এই আমি তোমাদিগের নিকট নিবৃত্তি-ধর্ম্ম সবিস্তার কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তোমরা এই সনাতন-ধর্ম্ম আশ্রয় কর। তাহা হইলে অনায়াসে সম্যক্‌রূপে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইবে।

উপাধ্যায় এইরূপে শিষ্যের নিকট ব্রহ্মার সহিত ঋষিগণের কথোপকথন কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—"বৎস! সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা মহর্ষিগণকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, তপোধনগণ তদীয় উপদেশানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে অভীষ্ট লোক লাভ করিয়াছিলেন। অতএব তুমিও তাঁহাদিগের ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ হও, নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইবে।" উপাধ্যায় এইরূপ আদেশ করিলে, মেধাবী শিষ্য তাঁহার বাক্যানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক অচিরাৎ মোক্ষ লাভ করিলেন।

মহাত্মা ধনঞ্জয় এইরূপে বাসুদেবের মুখে গুরু-শিষ্য-সংবাদ শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—সখে! তুমি যে গুরু-শিষ্যের বিষয় কীর্ত্তন করিলে, তাঁহারা কে? তাহা পরিজ্ঞাত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; অতএব তুমি আমার নিকট উহা কীর্ত্তন কর।

তখন বাসুদেব কহিলেন,—বয়স্য! আমি গুরু এবং আমার মনই শিষ্য। এক্ষণে আমি কেবল তোমার প্রীতির নিমিত্ত এই রহস্য-বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। আমি যুদ্ধকালেও তোমাকে এইরূপ বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম; এক্ষণে যদি

আমার প্রতি তোমার প্রীতি থাকে, তাহা হইলে আমার এই উপদেশানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান কর; অচিরাৎ সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া মোক্ষলাভ করিতে পারিবে। যাহা হউক, বহুদিন হইল, আমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করা হয় নাই, অতএব যদি তোমার মত হয়, তাহা হইলে এক্ষণে দ্বারকায় প্রস্থান করি।

মহাত্মা বাসুদেব এই কথা কহিলে, অর্জ্জুন তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—সখে! চল, আজি আমরা হস্তিনায় গমন করি; তথায় তুমি ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া, দ্বারকায় প্রস্থান করিবে।

# অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়।

মহামতি ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে, ভগবান্ বাসুদেব দারুককে রথ সুসজ্জিত করিতে আদেশ করিলেন। দারুকও অচিরাৎ রথে অশ্ব সংযোজিত করিয়া তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন হস্তিনা-গমনের নিমিত্ত অনুযাত্রীদিগকে সুসজ্জিত হইতে আদেশ করিলে, তাহারা অবিলম্বে সুসজ্জিত হইয়া তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক নিবেদন করিল,—মহাশয়! আমরা সকলেই হস্তিনা-গমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছি।

তখন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন, উভয়ে রথারোহণ করিয়া পরমানন্দে বিবিধ-বিষয়ক কথোপকথন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া অর্জ্জুন বাসুদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—মহাত্মন্! রাজা যুধিষ্ঠির তোমারই প্রসাদবলে জয়লাভ করিয়াছেন। তোমারই অনুগ্রহে আমাদের শত্রু সমুদয় নিহত ও রাজ্য নিষ্কণ্টক হইয়াছে। তুমিই আমাদের পরম সহায়। আমরা নৌকা-স্বরূপ তোমাকেই অবলম্বন করিয়া এই দুস্তর কৌরব-সমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইয়াছি। হে বিশ্বকর্ম্মন্! হে বিশ্বময়! তুমি আমাকে যেরূপ অবগত আছ, আমিও তোমাকে তদ্রূপ অবগত আছি। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়—

তোমারই ক্রীড়া এবং স্বর্গ ও মর্ত্ত্য—তোমারই মায়া মাত্র। এই চরাচর বিশ্ব-সংসার তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। জরায়ুজাদি চারি প্রকার জীব, তোমা হইতেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। তুমি স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও অন্তরীক্ষের স্থষ্টিকর্ত্তা। তোমার হাস্যই নির্ম্মল জ্যোৎস্না, তোমার ইন্দ্রিয়গ্রামই সমুদয় ঋতু, তোমার প্রাণই সমীরণ, তোমার ক্রোধই মৃত্যু এবং তোমার প্রসন্নতাই লক্ষ্মীস্বরূপ। রতি, সন্তোষ, ধৈর্য্য, ক্ষমা, বুদ্ধি, কান্তি ও চরাচর বিশ্ব তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। কল্পান্তকালে তুমিই নিধন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাক; অতি সুদীর্ঘ কালেও তোমার গুণের ইয়ত্তা করা কাহারও সাধ্য নহে। তুমি আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ; তোমাকে নমস্কার। দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ও কুরু-পিতামহ ভীষ্মের নিকট আমি তোমার মাহাত্ম্য সবিশেষ অবগত হইয়াছি। তুমিই অদ্বিতীয় ঈশ্বর। তুমিই ইতঃপূর্ব্বে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে যে সমুদয় উপদেশ প্রদান করিয়াছ, আমি তৎসমুদয়ই প্রতিপালন করিব।

তুমি আমাদিগের প্রিয়চিকীর্ষু হওয়াতেই দুরাত্মা দুর্য্যোধন নিহত হইয়াছে। তুমি কৌরব-সৈন্যগণকে ক্রোধানলে দগ্ধ করাতেই আমি তাহাদিগকে সংহার করিতে সমর্থ হইয়াছি। তোমার কর্ম্ম, তোমার বুদ্ধি ও তোমার পরাক্রম-প্রভাবেই আমার সংগ্রামে জয়লাভ হইয়াছে। তুমি দুরাত্মা দুর্য্যোধন, মহাবীর কর্ণ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ও ভূরিশ্রবার বধোপায় নির্দ্দেশ

করিয়াছ। এক্ষণে তুমি দ্বারকা-গমনের নিমিত্ত যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, উহা আমার অভিমত। আমি ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সমীপে গমন করিয়া, যাহাতে অবিলম্বে তোমার দ্বারকায় গমন করা হয়, তাহার চেষ্টা করিব। তুমি অচিরাৎ আমার মাতুল বসুদেব এবং বলদেব প্রভৃতি বৃষ্ণি-বংশীয় মহাত্মাদিগের সহিত সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হইবে।

মহাত্মা অর্জ্জুন কৃষ্ণের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে হৃষ্ট-জনসমাকীর্ণ হস্তিনায় গমন করিয়া, প্রথমে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের ইন্দ্রালয়তুল্য রম্য-ভবনে প্রবেশপূর্ব্বক মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, মহাত্মা বিদুর, অপরাজিত যুযুৎসু, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন, মাদ্রী-পুত্র নকুল ও সহদেব এবং পরিচারিকাগণ-পরিবৃতা পতি-পরায়ণা গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী ও সুভদ্রা প্রভৃতি কৌরব-কামিনীগণকে অবলোকন করিলেন। অনন্তর সেই মহাপুরুষদ্বয় অন্ধরাজের নিকট গমনপূর্ব্বক আপনাদিগের পরিচয় প্রদান করিয়া, তাঁহাকে এবং গান্ধারী, কুন্তী, যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে অভিবাদন ও বিদুরকে আলিঙ্গন পুরঃসর কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। ক্রমে রজনী সমুপস্থিত হইল, তখন অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র সমাগত সমুদয় ব্যক্তিকে স্ব স্ব ভবনে গমন করিতে অনুজ্ঞা প্রদানপূর্ব্বক বিদায় করিলেন।

অনন্তর সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে, মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনের গৃহে গমন করিয়া, পরম-সমাদরে পান-ভোজন সমাপনপূর্ব্বক তাঁহার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন।

ক্রমে শর্ব্বরী প্রভাতা হইল। তখন অর্জ্জুন ও বাসুদেব উভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমুদয় সমাপনপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের গৃহে গমন করিলেন। ঐ স্থানে ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্ম-নন্দন দেবগণ-পরিবেষ্টিত দেবরাজের ন্যায় অমাত্যগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি কৃষ্ণার্জ্জুনকে সমাগত দেখিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল-চিত্তে উপবেশন করাইয়া কহিলেন,—হে মহাবীরদ্বয়! আমার বোধ হইতেছে, তোমরা কোন বিশেষ কার্য্যের অনুরোধে আমার নিকট আগমন করিয়াছ। অতএব এক্ষণে অচিরাৎ আপনাদিগের অভিপ্রেত বিষয় ব্যক্ত কর। তোমরা আমাকে যে বিষয় অনুরোধ করিবে, আমি অবিচারিত-চিত্তে তাহা সম্পাদন করিব।

ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে, বাক্য-বিশারদ মহাত্মা অর্জ্জুন বিনীত-বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—মহারাজ! বহুদিন হইল, আমাদিগের পরম সুহৃদ্ বাসুদেব দ্বারকা হইতে আগমন করিয়াছেন। এক্ষণে পিতৃ-দর্শনে ইঁহার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে; অতএব যদি আপনার অনুমতি হয়, তাহা হইলে ইনি স্বীয় আবাসে গমন করেন।

মহাত্মা অর্জ্জুন এইরূপ অনুরোধ করিলে, ধর্ম্ম-নন্দন কৃষ্ণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—বাসুদেব! এক্ষণে তুমি পিতৃ-দর্শনার্থ নির্ব্বিঘ্নে দ্বারকায় গমন কর। মাতুল বসুদেব, মাতুলানী দেবকী ও মহাবীর বলদেবের সহিত আমার বহুদিন সাক্ষাৎকার হয় নাই। তুমি দ্বারকায় গমন করিয়া, তাঁহাদিগকে অভিবাদন-

পূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিকট আমার, ভীমসেনের, অর্জ্জুনের ও মাদ্রী-তনয়দ্বয়ের প্রণাম জানাইবে। আমাকে এবং আমার ভ্রাতৃগণকে যেন একবারে বিস্মৃত হইও না। তোমার গমন-বিষয়ে আমার কিছুমাত্র অসম্মতি নাই। কিন্তু যখন আমি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব, তখন অবশ্যই তোমাকে এই স্থানে আগমন করিতে হইবে। এক্ষণে তুমি বিবিধ রত্ন এবং স্বীয় মনোনীত বস্তু সমুদয় গ্রহণ করিয়া, দ্বারকাভিমুখে যাত্রা কর। আমরা তোমার প্রভাবেই শত্রু নিপাত ও পৃথিবী লাভ করিয়াছি।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—মহারাজ! আজি আমি আপনাকে পৃথিবীর অধীশ্বর দেখিয়া যারপরনাই পরিতুষ্ট হইলাম। আপনি আমার গৃহস্থিত রত্ন সমুদয়কেও আপনার বলিয়া জ্ঞান করিবেন। মহাত্মা বাসুদেব এইরূপে সানুনয় সংবর্দ্ধনা করিলে, ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে যথোচিত সৎকারপূর্ব্বক বিদায় করিলেন।

তখন মহাত্মা মধুসূদন পিতৃস্বসা কুন্তী ও বিদুর প্রভৃতি মহাত্মাদিগের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া, কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে ভগিনী সুভদ্রাকে সমভিব্যাবহারে লইয়া রথারোহণ-পূর্ব্বক হস্তিনা হইতে বিনির্গত হইলেন।

তখন মহাত্মা অর্জ্জুন, সাত্যকি, ভীমসেন, বিদুর, নকুল, সহদেব ও অন্যান্য পুরবাসিগণ তাঁহার অনুগমন করিতে

লাগিলেন। তাঁহারা কিয়দ্দূর গমন করিলে, মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাদিগকে মধুর বাক্যে সম্ভাষণপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ করিয়া দারুক ও সাত্যকিকে বেগে রথচালন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন।

ইতি অনুগীতা সমাপ্ত।